

10 MINUTE
SCHOOL

ঘরে বসে আয় করুন



→ ৪টি সহজ ধাপে ফ্রিল্যাঙ্গিং শিখুন →



বইটিতে যা রয়েছে:

- ✓ শুরু করার উপায়
- ✓ ডিজিটাল মার্কেটিং
- ✓ গ্রাফিক ডিজাইনিং
- ✓ ভিডিও এডিটিং
- ✓ ডাটা এন্ট্রি
- ✓ ফ্রিল্যাঙ্গিং প্ল্যাটফর্মে
কাজ পাওয়ার উপায়



জয়িতা ব্যানার্জী

ঘরে বসে আয় করুন
সহজ চারটি ধাপে ফ্রিল্যান্সিং শিখুন

জয়িতা ব্যানার্জী

10 MINUTE
SCHOOL

প্রকাশকঃ 10 Minute School
লেভেলঃ ২, বাড়ি বি/১০৭, রোডঃ ৮, ঢাকা ১২০৬
Email: support@10minuteschool.com
Website: www.10minuteschool.com

ঘরে বসে আয় করুন
১ম অনলাইন প্রকাশঃ মার্চ ২০২১

লেখক
জয়তা ব্যানার্জী

সম্পাদনা
আয়মান সাদিক

সহযোগী সম্পাদক
আসিফ হোসেন

প্রচ্ছদ
আসিফ হোসেন

ইলাট্রেশন
জয়তা ব্যানার্জী

মূল্যঃ ১৫০ টাকা

কপিরাইটঃ 10 Minute School

বইটির পিডিএফ যেকোনো গ্রন্থে শেয়ার করা কিংবা টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা শাস্তিযোগ্য
অপরাধ। শুধুমাত্র 10 Minute School বইটি বিক্রয় করার অধিকার রাখে।

CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION



কপিরাইট আইন, ২০০০ লজ্জনজনিত শাস্তি!

৮২। কপিরাইট বা অন্যান্য অধিকার লজ্জনজনিত অপরাধ

অপরাধ	শাস্তি
যে ব্যক্তি বেআইনি ভাবে এই বইটি কোনো ধরণের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিতরণ করবেন (যেমন Facebook, Twitter, Instagram ইত্যাদি) বা কোনো কর্মের কপিরাইট ইচ্ছাকৃতভাবে লজ্জন করবেন বা করিতে সহায়তা করবেন:	তিনি অনুর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্তন ছয় মাস মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অনুর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্তন পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্ধদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
যে ব্যক্তি বেআইনি ভাবে এই বইটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে বিতরণ করার চেষ্টা করবেন (যেমন YouTube, E-mail, WhatsApp, IMO, Viber, ইত্যাদি) বা কোনো কর্মের কপিরাইট ইচ্ছাকৃতভাবে লজ্জন করবেন বা করিতে সহায়তা করবেন:	তিনি অনুর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্তন ছয় মাস মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অনুর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্তন পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্ধদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

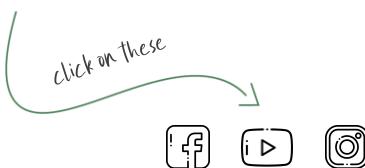
৮৩। দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের বর্ধিত শাস্তি

যে ব্যক্তি ৮২ ধারার অধীনে দণ্ডিত ইহিয়া পুনরায় অনুরূপ কোনো অপরাধে দণ্ডিত হইলে তিনি দ্বিতীয় এবং পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনুর্ধ্ব তিনি বৎসর কিন্তু অন্তন ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং অনুর্ধ্ব তিনি লক্ষ টাকা কিন্তু অন্তন এক লক্ষ টাকা অর্ধদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION

উৎসর্গ

এক কথায় এই বইটা আপনার হাতে নিশ্চয়ই কিছু জানার জন্য।
কিছু শেখার জন্য আপনার চেষ্টাকে স্বাগতম, তাই এই বইটি
আপনাকেই উৎসর্গ করা।



লেখক বৃত্তান্ত

জয়িতা প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনার্স পড়ছে। পাশাপাশি ৪ বছর ধরে ফ্রিল্যান্সিং করছে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে আপওয়ার্ক ও ফাইবারে। বর্তমানে ইস্ট্রাকটরির একজন মার্কেটিং প্রশিক্ষক যেখানে ৪৫০০ এর বেশি শিক্ষার্থী অনলাইনে ফিল তৈরি করছে। এ ছাড়াও জয়িতা ব্যানার্জী নামক একটি অনলাইন ইউটিউব চ্যানেলে ১৪০০০ এর মতো শিক্ষার্থী শিখছে ফ্রিল্যান্সিং তার কাছ থেকে। জয়িতা বিশ্বাস করে পরিশ্রম এবং সঠিক পরিকল্পনা সবার জীবনে এনে দিতে পারে সাফল্য।

মূর্চ্ছণ্ড

- ১ টুপ করে ফ্রিল্যান্সিং পড়ল মাথায়
- ২ কোনোটা শিখব আমি ফ্রিল্যান্সিংয়ে?
- ৩ ফ্রিল্যান্সিং আসলে কাকে বলে?
- ৪ মার্কেটপ্লেস কী?
- ৫ কীভাবে এগিয়ে যাব?
- ৬ রেকর্ড রেকিং
- ৭ স্কিল রিসার্চ কীভাবে করে?
- ৮ লার্নিং চেকলিস্ট
- ৯ ফ্রিল্যান্সিং চেকলিস্ট
- ১০ স্কিল সেকশন - গ্রাফিক ডিজাইন
- ১১ স্কিল সেকশন - ওয়েব ডেভেলপমেন্ট
ও ডিজাইন
- ১২ স্কিল সেকশন - ডিজিটাল মার্কেটিং

মুক্তপত্র

- ১৩** ভিডিও এডিটিং অ্যাপ্লিকেশন
- ১৪** ইনশট এডিটিং ট্রিকস
- ১৫** ফ্রিল্যান্সিংয়ে ডিজিটাল মার্কেটিং কীভাবে করবেন?
- ১৬** ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সেক্টরগুলো
- ১৭** কীভাবে শিখব মার্কেটিং?
- ১৮** সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং
- ১৯** ফেসবুক মার্কেটিংয়ের স্টেপগুলো
- ২০** ফেসবুক অ্যাডভার্ট প্রো
- ২১** সোস্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন
- ২২** স্কিল সেকশন - ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট
- ২৩** স্কিল সেকশন- ডাটা এন্ট্রি

সম্পর্ক

- ১৮ কোথায় ফিল্যাসিং করা যাবে
- ১৯ আপওয়ার্ক
- ২০ ফাইভার
- ২১ না জানলেই নয়
- ২২ ফিল্যাসিংয়ের আগের প্রস্তুতি
- ২৩ পোর্টফলিও কীভাবে তৈরি করে?
- ২৪ ওভারভিউ কীভাবে লিখব?
- ২৫ কভার লেটার
- ২৬ ফিল্যাসিংয়ের পেমেন্ট মেথড
- ২৭ পেওনিয়ার
- ২৮ ব্যাংক উইথড্র
- ২৯ ফিল্যাসিংয়ে কমিউনিকেশন
- ৩০ কমিউনিকেশন এবং প্রজেক্ট মেনেজমেন্ট
- ৩১ নিজের দোষ নিজে খুজি
- ৩২ পেইন থেরাপি
- ৩৩ কে এই জয়িতা?

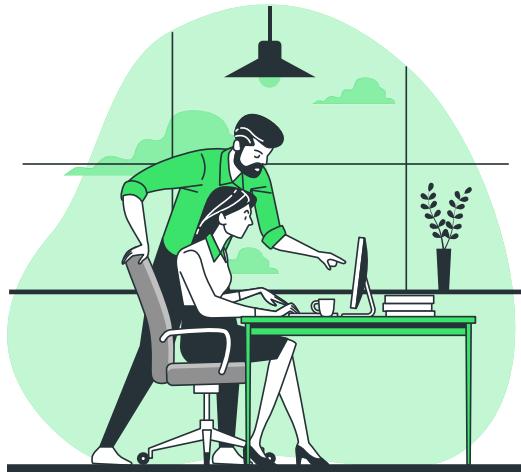
বইটি কাদের জন্য?

- যারা টাকা কীভাবে আয় করবে এই চিন্তায় ঘুমাতে পারে না।
- ঘরে বসে নিজেকে ফ্লিউক্স করে, ফ্রিল্যান্সিং জগতে আসতে চায়।
- আগে কী হয়, পরে কী হবে কোনো কিছুতেই মন বসে না কিন্তু অনেক ইচ্ছা ফ্রিল্যান্সিং করার।
- অমুক ভাইয়া, অমুক আপু ফ্রিল্যান্সিং করে লাখ টাকা আয় করে, তাই তারাও করতে চায়।
- ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে নানা কোর্স করে যারা হয়রান হয়ে গেছেন।

এই বইটি আপনার জন্য যদি আপনি ঘরে বসেই নিজের ভাগ্যকে বদলাতে চান এবং নিজের শেখার গতি বাড়াতে চান। এই বইটি আপনার দেখা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে সেরা একটি বই হবে যদি আপনি এই বইয়ের প্রত্যেকটি কথা নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারেন। বই পড়ে কী ফ্রিল্যান্সিং শেখা যায় নাকি? চলুন বদলাই আপনার ধারণা।

বইটি কিনে আপনি ভুল করেন নি, কারণ আমরা কোনো ফ্রিল্যান্সিং সাহিত্য লিখিনি যা আপনি জানেন না। আমরা লিখেছি ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রথম টিউটোরিয়াল বই যা পড়ে আপনি সত্যিই ঘরে বসে আয় করতে পারবেন।





ধরে বেঁধে সব শেখানো সম্ভব কিন্তু ফ্রিল্যাসিং? বিগ নো নো
মোবাইলে কী ফ্রিল্যাসিং করতে পারব? এটাতেও বিগ নো নো
অনলাইনে প্রতারিত হব? এটাতে অনেক **বড় নো**

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ফ্রিল্যাসিংয়ের অনেক কিছুই তো জানি
আমি, তাহলে পুরো বই পড়ে সময় নষ্ট করব? আমি বইটি লেখার
সময় সুন্দর করে গুছিয়েছি যাতে আপনার এক মিনিট সময়ও নষ্ট
না হয়। তারপরও অনেকেই থাকবেন যারা খুব সহজে সবকিছু খুঁজে
পেতে ভালোবাসেন, এক কথায় আমার মতো অলস মানুষ, মা ভাত
মেখে খাওয়ারে যখন তখন বেশি খাব টাইপ মানুষ। তাদের জন্য
পরবর্তী সেকশনটি গুছিয়ে দিলাম।

নিচের প্রশ্ন গুলো আপনি, কোথাও না কোথাও একবার হলেও করেছেন। কিন্তু এখানে একটি ক্লিকে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

1

ফিল্যাসিং শব্দটি শুনেছি, শুরু কীভাবে করব? আমার জন্য কোনোটি ভালো হবে ?

Click

2

ফিল্যাসিং করে কোথায়? এবং ফিল্যাসিং করার জন্য ওয়েবসাইটগুলো কী কী ?

Click

3

কোনো ক্ষিলেরডিমান্ড বেশি? কীভাবে রিসার্চ করব?

Click

4

পেমেন্ট কীভাবে নিব ফিল্যাসিংয়ে? কীভাবে পেমেন্ট আসে ফিল্যাসিংয়ে?

Click

5

কীভাবে ফিল্যাসিংয়ে কমিউনিকেশন ক্ষিল বাড়ে? প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলসগুলো কী কী ?

Click

6

আপওয়ার্কে কীভাবে কাজ করব? ফাইভার ভালো হবে নাকি আপওয়ার্ক?

Click

7

আমি কেন কাজ পাই না, আমি কীভাবে সুন্দর কভার লেটার লিখব?

Click

আপনার মনোযোগ আর চেষ্টাতে আমার গাইডলাইন মিশিয়ে,
চলুন ঘরে বসেই আয় করি।

ঘরে বসে ফিল্যাসিং কোর্স →

টুপ করে ফ্রিল্যান্সিং পড়ল মাথায়

একবার আমার এক বন্ধু বসে ভাবছিল কী করবে জীবনে তার উপরে তখন কোয়ারেন্টাইন চলছিল। সারাদিন নেটফিল্স আর চিল হচ্ছিল। প্রতিদিন ফেসবুকে তার কাজ চ্যাটিং করা। চ্যাটিং শেষ হলে এদিক সেদিকের ভিডিও চোখ পড়ে। আমি নিছিলাম টেন মিনিট স্কুলে ক্লাস। সেদিন সে দেখে ভাবল, না! জয়িতা যদি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারে তবে আমি কেন পারব না?

তার মাথায় টুপ করে পড়ে গেল ফ্রিল্যান্সিংয়ের ভূত। এবং সে গিয়ে জলদি মার্কেটপ্লেস যেখানে ফ্রিল্যান্সিং করে সেখানে করে ফেলল প্রোফাইল। এবার সে পড়ল গোলক ধাঁধায়।



এখন কী করব? কীভাবে কাজ করব? কী করব আমি?

ফ্রিল্যান্সিং কী বাংলা সিনেমা? আপনি ভাবলেন নায়িকার জন্য বড়লোক হবেন আর হয়ে গেলেন?

না! আপনি নায়ক জসিম না যে আপনার টেইলার্সের দোকান ছুট করে বড় গার্মেন্টস হয়ে যাবে।

বেরিয়ে আসুন স্বপ্নের দুনিয়া থেকে। নতুনা, আমিই নিয়ে আসি আপনাকে বাস্তবের দুনিয়াতে।

সহজ ভাষায়, ফিল্যান্সিং হলো মার্কেটপ্লেসে ক্ষিল সংক্রান্ত সার্ভিস দেয়া এবং অন্যান্য দেশের কোম্পানির সাথে স্বাধীন ভাবে কাজ করা। ধরুন, আপনি আর্টিকেল লিখতে পারেন। এই কাজটি আপনি দেশ ও দেশের বাইরে ক্লায়েন্টের জন্য করতে পারবেন। যেকোনো দক্ষতা বা ক্ষিল থাকলে আপনি মার্কেটপ্লেসের সাহায্য নিয়ে ক্লায়েন্টের সাথে যুক্ত হতে পারবেন।

কিন্তু, মার্কেটপ্লেসে আসার আগে আপনার উচিত যেকোনো ক্ষিলে দক্ষ হওয়া। এবং আগে থেকেই ক্ষিল এবং মার্কেটপ্লেস সম্পর্কে রিসার্চ করা।

যেমন বিয়ের আগে আমরা দেখি না, ছেলেটা কেমন? মেয়েটার পরিবার কেমন? কী পড়াশোনা করেছে? অথবা, কোনো ল্যাপটপ কেনার আগে দেখি না কনফিগুরেশন কেমন, আই- কোর কত? গ্রাফিকস কার্ড আছে কিনা?

তেমনি, ফিল্যান্সিংয়ে আসার আগে আপনাকে ক্ষিল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। কিন্তু দিনরাত সবাইকে ফিল্যান্সিং করতে দেখে আর ডলারে বাহারের কথা শুনে, সবার মাথায় একটা কথাই ঘূরপাক খেতে থাকে,



কিন্তু ভাই, তার আগে জানুন আসলে কী শিখতে হবে ফিল্যান্সিং করতে গেলে?

কোনোটা শিখব আমি ফ্রিল্যান্সিংয়ে?

যখন আমাকে কেউ প্রশ্ন করে, “আমি কী শিখব ফ্রিল্যান্সিংয়ে? আমি পড়ালেখার পাশাপাশি কী কাজটি শিখতে পারব ? ”

এত তাবনা ? কিন্তু আমি যদি আপনাকে এমন কিছু শেখাই যা দিয়ে নিজেই খুঁজে বের করতে পারবেন এর উত্তর? এর জন্য আমি আপনাকে ৪ টি স্টেপ ফলো করতে বলব। প্রথম ধাপে, আপনি নিজের কম্পিউটার সম্পর্কে জানবেন।

আপনার বেসিক কম্পিউটার স্কিল কেমন?

STEP 01

আপনার
ডিভাইস
সম্পর্কে
জানুন



কম্পিউটার/ ল্যাপটপের মডেল কত?

আই-কোর কত?

মাইক্রোসফটের সফটওয়্যারগুলো জানেন

অপারেটিং সিস্টেম কত?

32-bit / 64-bit

আপনি যদি এই সকল তথ্য না জানেন, তবে আপনার কম্পিউটার/ ল্যাপটপের “My Computer” এ ক্লিক করে “Properties” এ গিয়ে দেখে নিতে পারেন।

আমরা ভাবি, ফ্রিল্যান্স শেখার জন্য আপনাকে অনেক হাই-কনফিগারেশন ল্যাপটপ/ কম্পিউটার লাগে। কিন্তু না, আপনি শুরুতে আপনার কাছে যেই ল্যাপটপ/ কম্পিউটার আছে সেটি দিয়েই শুরু করতে পারবেন।

কিছু মানুষ থাকে যারা ফিল্যাসিংয়ে আসার আগে জানতে চায় তারা কোনো স্কিল শিখবে , যা সহজে শিখতে পারবে। নিচের স্টেপগুলো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন আপনি কিছু ধাপ দেয়া আছে। যদি আপনার এরকম ইচ্ছে থাকে এবং আপনি বেসিক কম্পিউটার স্কিল নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চান তবে আপনি কিন্তু সহজ স্কিল শিখে নিতে পারেন।

কখন সহজ স্কিল শিখবেন?

STEP 02

আপনার জন্য
কোনো
স্কিল
ভালো হবে?



১ – ২ মাসে স্কিল শিখতে চান

ইন্টারেটে রিসার্চ করতে পারেন।

সহজেই দক্ষতা অর্জন করতে চান

ইংরেজি দক্ষতা আছে

সহজ স্কিলের মধ্যে পড়ে ডাটা এন্ট্রি, আর্টিকেল রাইটিং, অ্যাডমিন টাক্স, ছোট ছোট ডিজাইন স্কিল যেমন - ব্যানার ডিজাইন ইত্যাদি। আপনার যদি এই ধরনের কিছু শিখতে ইচ্ছে করে এবং রিসার্চ করে ভালো লাগে তাহলে আপনি এগুলো শিখবেন। আমাদের বইয়ের ভেতরে আপনি এই স্কিলগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত জানবেন। চলুন পরের ধাপে চলে যাই, ইন্টারমিডিয়েট স্কিল কখন শিখবেন?

ইন্টারমিডিয়েট স্কিল তখন শিখবেন যখন আপনার মনে হবে আপনি শুধু ফিল্যাসিং না, এর বাহিরেও কাজ করবেন এবং এই স্কিল গুলো সময় নিয়ে শিখবেন। এতে করে ভালো হবে যদি আপনার আগে থেকেই কম্পিউটারের নানা সফটওয়্যার নিয়ে ধারণা থাকে। এর মধ্যে এনালেটিক্যাল স্কিলও আছে, যা আপনাকে সাহায্য করবে জানোতে কোনটি ভালো হবে আপনার প্রজেক্টের জন্য।

কখন ইন্টারমিডিয়েট স্কিল শিখবেন?

STEP 02

আপনার জন্য
কোনো
স্কিল
ভালো হবে?



২-৩ মাসে স্কিল শিখতে চান

ভালো কম্পিউটার স্কিল আছে

টেক স্যাভি অনেক আপনি

এনালাইটিক্যাল স্কিল আছে

ডিজিটাল মার্কেটিং, ডিজাইন, ওয়ার্ডপ্রেস কাস্টমাইজেশন ইত্যাদি আপনি শিখতে পারবেন যদি ইন্টারমিডিয়েট স্কিল শিখতে চান। তবে, ডিজিটাল মার্কেটিংয়েরসব কিছু শিখতে পারবেন না একসাথে। আপনাকে সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ইমেল মার্কেটিং, এফিলিয়েট মার্কেটিং, টেমপ্লেট ডিজাইন আলাদা করে শিখতে হবে।

ইন্টারেমিডিয়েট স্কিল শিখবেন না ভেবে থাকেন, আপনার বেসিক ভালো এবং আপনি একটু সময় নিয়ে স্কিল শিখবেন। তাহলে আপনি কঠিন স্কিল শিখতে পারবেন। অনেকেই থাকে যারা ফ্রিল্যান্সিং জগতে প্রোগ্রামিং, এবং ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত স্কিল শিখতে চায়। এই ক্ষেত্রে তাদেরকে অনেক সময় নিয়ে শিখতে হয়। এবং অধ্যাবসায় লাগে অনেক এই সকল কিছু শিখতে

কখন কঠিন স্কিল শিখবেন?

STEP 02

আপনার জন্য
কোনো স্কিল
ভালো হবে?



৩ – ৪ মাসে স্কিল শিখতে চান

ভালো প্রোগ্রামিং/ ডিবাগিং স্কিল আছে

সফটওয়্যার নলেজ আছে

২ – ৩ ঘণ্টা প্র্যাকটিস/ প্রতিদিন

যদি আপনি সময় নিয়ে শিখে ফেলেন, তাহলে পরবর্তীতে ফ্রিল্যান্সিং বাদেও আপনি এই সকল স্কিল দিয়ে চাকরি করতে পারবেন। তাছাড়া লোকাল মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে পারবেন। কঠিন স্কিলগুলো, আসলে কঠিন নয় যদি আপনি ভালো করে শিখতে পারেন। এখন আপনি নিজে নিজে ভাবুন কোনটি আপনার জন্য ভালো হবে। আমরা পরের ধাপে চলে যাই,

আপনি দ্বিতীয় ধাপে যে স্কিল শিখতে চান – সহজ স্কিল, কঠিন স্কিল, ইন্টারমিডিয়েট স্কিল সেটি নির্ধারণ করুন। পরের ধাপে, আপনাকে এই স্কিলটি শেখার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। আপনি যেই স্কিল শিখবেন, সেই সেক্ষেত্রে কাজ করা ফ্রিল্যান্সারদের প্রোফাইল রিসার্চ করবেন। দেখবেন, তারা কী রকম প্রজেক্ট কমপ্লিট করেছে।

কোন স্কিল শিখবেন নির্ধারণ করুন

STEP 03

যেকোনো
স্কিল
শিখুন



আগে জানুন স্কিলটি কী

স্কিল সম্পর্কিত বিস্তারিত জানুন

প্রাকটিস করুন

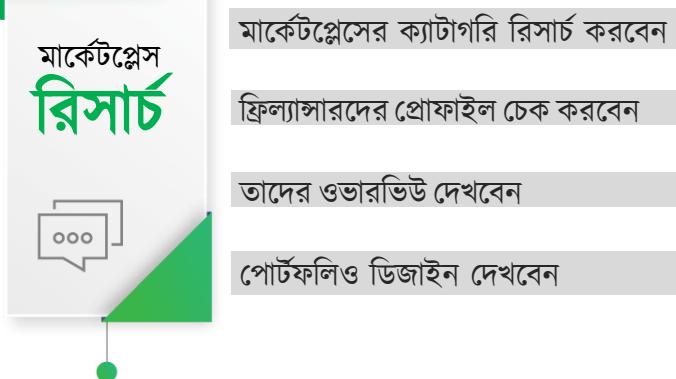
পোর্টফলিও বানান

চাইলে কোনো পরিচিত ফ্রিল্যান্সার থেকে জেনে নিতে পারেন কী কী কাজ করছে। এতে করে আপনি অনেক কিছু সহজেই গুছিয়ে শিখতে পারবেন। একটা ব্যাপার সবসময় মনে রাখবেন, সময় নিয়ে আগে কাজটি শিখবেন। অর্ধেক কাজ শিখে তারপরে রিসার্চ করবেন না। কাজের মাঝে মাঝে রিসার্চ করে নিজেকে সঠিক পথ নির্ধারনে সাহায্য করতে পারেন। এরপরে যাবেন পরের ধাপে।

স্টেপ ০৪ এ, আপনাকে মার্কেটপ্লেস রিসার্চ করতে হবে। এখানে আপনি জানতে পারবেন, কোনো ফিলেরকাজ কীরকম হয়ে থাকে। তাছাড়া, আমাদের সবার উচিত মার্কেটপ্লেসে প্রোফাইল না ক্রিয়েট করে হোম পেইজে রিসার্চ করা। চতুর্থ ধাপে, আপনি শুধু মাত্র দেখে দেখে রিসার্চ করবেন। চাইলে নোট করে রাখতে পারবেন।

রিসার্চ করা শেষ হলে, প্রোফাইল ক্রিয়েট করুন

STEP 04



ধরুন, আপনি ফেসবুক মার্কেটিং শিখবেন। আপনি মার্কেটপ্লেসে গিয়ে যদি এভাবে রিসার্চ করেন, আপনি বুঝতে পারবেন, আপনাকে কী শিখতে হবে। কথায় বলে, চেতের দেখা আমাদেরকে আইডিয়া দেয়। আর এই আইডিয়া থেকেই আপনি পেয়ে যাবেন, কোনো ফিল আপনার জন্য ভালো হবে। কিন্তু অনেকেই ফিল্যাসিংয়ের সংজ্ঞা পায় নি বলে আমাকে বলবে – “আপু, আউটসোর্সিং শিখব না ফিল্যাসিং?” পরের সেকশনে, আপনার এই ধারণাও বদলে যাবে।

ফিল্যাসিং আসলে কাকে বলে?

আমি কোনো ফিল্যাসিং সাহিত্য লিখতে চাই না যা আপনি গুগলে বা উয়িকিপিডিয়াতে পাবেন না। তাও কিছু বেসিক তথ্য জেনে রাখুন যা হয়তো নতুন বলে আপনি নাও জানতে পারেন।

ফিল্যাসিং কী?

ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লায়েন্টের সাথে কাজের চুক্তি করে সেই কাজ শেষ করে অনলাইনের মাধ্যমে ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে আয় করাকে সংক্ষেপে ফিল্যাসিং বলা হয়।
ফিল্যাসিং মানে এক কথায় – Self Employed বলা যায়।

আউটসোর্সিং কী?

কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যখন তাদের কাজ ফিল্যাসারদের দিয়ে করিয়ে নেয় সেই পদ্ধতিকেই আউটসোর্সিং বলা হয়। যেমন forbes Magazine যখন কনটেন্ট লেখার জন্য ফিল্যাসার হায়ার করে তখন তাকে আউটসোর্সিং বলে। এখানে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি আউটসোর্স করিছে।

ফিল্যাসার কারা?

যারা ফিল্যাসিং করে থাকে তাদেরকে ফিল্যাসার বলা হয়।

আশা করি, এখন আর কেউ গুলিয়ে ফেলবেন না। বরং কেউ ভুল বললে সঠিক তথ্য প্রদান করবেন। কারণ, বাংলাদেশে অনেকেই আছে যারা আউটসোর্সিং শেখায়। কিন্তু, আপনি বলুন কীভাবে একজন আউটসোসিং শেখাবে? সবার আগে ফিল্যাসিং শিখতে হবে।

বাংলাদেশে আমরা দেখি আউটসোর্সিং বা ফিল্যাসিং শিখব বলে অনেক হইচই করে কিন্তু আসলে আমরা শিখি হচ্ছে স্কিল। এবং সেই স্কিল কাজে লাগিয়ে মার্কেটপ্লেসে কাজ করে ফিল্যাসিং করি।

আমি চাই আপনারা এই কথা কখনই ভুলবেন না।

মার্কেটপ্লেস কী?

মার্কেটপ্লেস হলো একটি অনলাইন ওয়েবসাইট। এর মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার এবং ক্লায়েন্টরা কানেক্ট হতে পারে একে অপরের সাথে। একজন ফ্রিল্যান্সার নিজেদের কাজের স্যাম্পল দিয়ে প্রোফাইল করে, ক্লায়েন্টরা চাকরির বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে। এই সকল বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে হয় এবং যোগ্য ব্যাক্তি কাজ পায়। এবং যেকোনো দেশ থেকে ক্লায়েন্ট পেমেন্ট করে দিতে পারেন এবং একজন ফ্রিল্যান্সার গ্রহণ করে নিতে পারে তাদের পারিশ্রমিক।

নিচের ইনফোগ্রাফিকের মাধ্যমে পরিচিত হই, আমাদের বহুল পরিচিত ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোর সাথে।



আমাকে একবার একজন বলেছিল, “আপু, আপনি আপওয়ার্কে কেন কাজ করেন? ”

কারণ, আপনি যেই মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন এবং সহজ লাগবে সেই মার্কেটপ্লেসে কাজ করা দরকার আপনার। আমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। আমার আপওয়ার্ক ভালো লাগে, তাই এখানেই কাজ করি।

কোনো মার্কেটপ্লেস গুলো কী কী পেমেন্ট মেথড সাপোর্ট করে?

অনেক সময় দেখা যায় আমরা এমন একটা মার্কেটপ্লেসে প্রোফাইল করি যেখানে পেমেন্ট নিয়ে অনেক ইস্যু। তাই আগে থেকেই জেনে নিন কোনো মার্কেটপ্লেসগুলো আপনি ব্যবহার করবেন এবং কোনো পেমেন্ট মেথড গুলো ব্যবহার করতে পারবেন।



উপরের ইনফোগ্রাফিক, বাংলাদেশে থাকা ৪টি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস পেওনিয়ার এবং ব্যাংক ট্রান্সফার সাপোর্ট করে। এই পেমেন্ট মেথডগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানতে আপনি শেষের দিকে চ্যাপ্টার দেখবেন। এই পর্যায়ে আপনাদের শুধু বেসিক ধারণা দিয়েছি।

Click & Learn

অনেকেই ভাবছে, আগেই পেমেন্টের কথা জেনে কি লাভ? এর থেকে আমরা ফ্রিল্যান্সিং ধাপে ধাপে আরো অর্গানাইজড ভাবে কীভাবে শিখব সেটা জানাবেন কখন?

চলুন আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই।

কীভাবে এগিয়ে যাব?

ফিল্যান্সিংয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার রোডম্যাপ দরকার। অনেকেই অগোছালো ভাবে চলে আসে ফিল্যান্সিং জগতে। অর্গানাইজেশন ক্ষিল না থাকার কারণে কোনো কিছুই ভালো ভাবে শিখতে পারে না। আমার ফিল্যান্সিং শেখার রোডম্যাপটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি,

বিষয়	কোথায় পেয়েছি তথ্য?	লেভেল	কতদিন লেগেছে
ফিল্যান্সিং কী ?	গুগল, ইউটিউব	এক্সপার্ট	১ দিন
রিসার্চ	গুগল, ফিল্যান্সারদের থেকে	ইন্টারমিডিয়েট	৩ দিন
মার্কেটপ্লেস - ফাইভার	ফাইভার ফেসবুক গ্রুপ, ফাইভার অফিসিয়াল ওয়েব সাইট	এক্সপার্ট	৫ দিন
মার্কেটপ্লেস - আপওয়ার্ক	আপওয়ার্ক ফেসবুক গ্রুপ, ফাইভার অফিসিয়াল ওয়েব সাইট, ইউটিউব	এক্সপার্ট	৮ দিন
ক্ষিল সর্টিং	গুগল, মার্কেটপ্লেস	এন্ট্রি লেভেল	১ মাস
ক্ষিল তৈরি করা	উদেমি, অনলাইন রিসোর্স	ইন্টারমিডিয়েট	অনগোইং ক্ষিল
কমিউনিকেশন ক্ষিল	১০ মিনিট স্কুল, টেড টক, বই	এন্ট্রি লেভেল	৫ দিন
পোর্টফলি ও বানানো	ফাইভার, আপওয়ার্ক	এন্ট্রি লেভেল	৩ দিন
প্রোফাইল বানানো	ফাইভার	এন্ট্রি লেভেল	৩ দিন
কাজে অ্যাপ্লাই করার প্রস্তুতি	আপওয়ার্ক	এক্সপার্ট	১২ দিন
নিজের প্রোফাইল মার্কেটিং	টুইটার	এক্সপার্ট	১২ দিন
প্রথম কাজ	আপওয়ার্ক, ফাইভার	২২ জানুয়ারি ২০১৬	

ঠিক এভাবে আমি নিজের লিস্ট বানিয়ে প্রতিদিন আপডেট করতাম।
নিচে আপনি এই ডেমোটা খালি পাবেন নিজের ফিলআপ করার
জন্য।

বিষয়	কোথায় পেয়েছি তথ্য?	লেভেল	কতদিন লেগেছে

আন্তে আন্তে যা শিখবেন এখানে এসে ফিল আপ করে যেতে পারবেন।
এই বইটি কোনো ফিল্যাসিং নিয়ে বকবক লেকচার দেয়া বই না, এটি
আপনার এক্সপেরিয়ান্স করা সেরা বুক টিউটোরিয়াল। আপনি চাইলে
এই খালি জায়গা আপনার কাজ শেখার সময় ফিল-আপ করে ফেলবেন।

রেকর্ড রেকিং

একটি ক্ষুলে খুব ভালো একজন ছাত্র সবসময় সবার আগে বই শেষ করে ফেলত। যখনি ক্লাসের শিক্ষক প্রশ্ন করত “**কে শেষ করেছে এই অধ্যায় ?**” সে সবার আগে হাত তুলে বলত সে শেষ করেছে।

বাকি ছাত্রাদের অনেক চেষ্টা করত এবং শেষও করত। কিন্তু তার আগে পারত না কখনও।

তাই বলে অনেক ছাত্র চেষ্টা করা বন্ধ করে দিলো। কিন্তু একটা ছেলে চেষ্টা করতে করতে একদিন তার আগে শেষ করে ফেলল বই।

এক কথায় সে “**রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলল**”, তারপর আরেকজন চেষ্টা করার সাহস করল, এভাবে সবাই একে একে চেষ্টা করা শুরু করল।

ফিল্যাসিংও তেমন।



আরেকজন সফল হবে এবং আপনি হয়ত দেরিতে সফল হবেন। দেরীতে কাজ পাবেন তাই বলে আপনি হার মেনে নেবেন? আপনাকেও রেকর্ড রেক করতে হবে। আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। খুব সহজে হার মেনে গেলে ফিল্যাসিং জগতে আপনাকে নাকে মুখে ধাক্কা খেতে হবে।

তাই সবসময় মনে রাখবেন - এই জগতে আপনাকে ধাক্কা থেকে বাঁচাবে স্কিলস। আমি প্রতিদিন নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করি এবং আমি জানি হয়ত প্রতিদিন সব স্কিল শিখতে পারব না কিন্তু যদি ২% ও শেখা যায় তাহলে ক্ষতি কী?

ক্ষিল রিসার্চ কীভাবে করবেন?

প্রত্যেক ক্ষিল রিসার্চে কিছু প্রাথমিক নিয়ম আছে তার মধ্যে কয়েকটা একটা হলো আপনাকে গুগলে সার্চ করে দেখতে হবে মার্কেটপ্লেসে কী জব আছে। যেমন ধরুন -

STEP 01

[Open www.upwork.com](http://www.upwork.com)

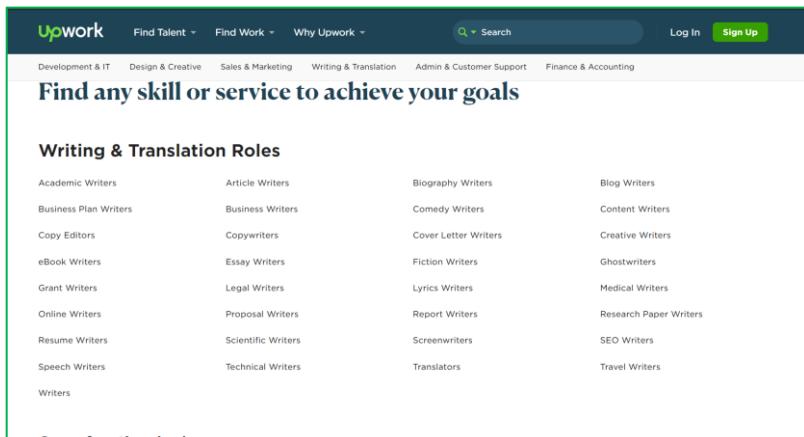
আপওয়ার্ক ওপেন করার পরে উপরে দেখতে পাবেন এখানে প্রত্যেক সেক্টর নিয়ে সেকশন করা আছে যা দেখে আপনি আপনার নিজের পছন্দের সেকশনে চলে যেতে পারবেন।

The Upwork homepage features a large banner with the text "The world's work marketplace". Below the banner, there is a call-to-action button "Engage the largest network of trusted independent professionals to unlock the full potential of your business." To the right of the text, there are two small images of workers: one woman working at a desk and one man working at a desk.

তাছাড়া, হায়ার বাটনের ড্রপ ডাউনে আপনি টাইপ অফ ওয়ার্কেও দেখতে পারবেন কী ধরনের সেক্টর রয়েছে। এবং এইখান থেকে আপনি ফিল্যাপ্সার দের প্রোফাইল ও কাজের ধরন দেখতে পারবেন।

আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন “টপ ফিল্যাপ্সার ইন ডাটা এন্ট্রি সেক্টর আপওয়ার্ক”। তাহলেও আপনি পেয়ে যাবেন ওই ক্ষিল নিয়ে তথ্য। সার্চ করার সময় আপনি শুধু সেক্টর, প্লাটফর্ম এবং কোনো ক্ষিলে সার্চ করবেন লিখে দিলেই হবে।

ধরুন, আপনি রাইটিং করতে চান বা এই সম্পর্কে জানতে চান তাই আপনাকে এই রাইটিং সেকশনে ফ্লিক করে জানতে হবে এখানে কী কী আছে।



The screenshot shows the Upwork homepage with a search bar and navigation links for Find Talent, Find Work, Why Upwork, Log In, and Sign Up. Below the header are category links for Development & IT, Design & Creative, Sales & Marketing, Writing & Translation, Admin & Customer Support, and Finance & Accounting. A main heading reads "Find any skill or service to achieve your goals". Under "Writing & Translation Roles", there are two columns of job categories:

Academic Writers	Article Writers	Biography Writers	Blog Writers
Business Plan Writers	Business Writers	Comedy Writers	Content Writers
Copy Editors	Copywriters	Cover Letter Writers	Creative Writers
eBook Writers	Essay Writers	Fiction Writers	Ghostwriters
Grant Writers	Legal Writers	Lyrics Writers	Medical Writers
Online Writers	Proposal Writers	Report Writers	Research Paper Writers
Resume Writers	Scientific Writers	Screenwriters	SEO Writers
Speech Writers	Technical Writers	Translators	Travel Writers
Writers			

Cross-functional roles

যারা কনটেন্ট রাইটিং নিয়ে কাজ করতে চান তারা দেখে নিতে পারেন কী কী কনটেন্ট লেখা যায় মার্কেটপ্লেসে।



আবার ভাবিয়েন না, এই কনটেন্ট বাংলায় লেখা যাবে। এখানে কনটেন্ট রাইটিং মানেই ইংরেজিতে কনটেন্ট রাইটিং। যাদের ইংরেজি দক্ষতা ভালো, তারা এই স্কিলটি সম্পর্কে রিসার্চ করেই ভালো কিছু কাজের স্যাম্পল নিয়ে শুরু করে দিতে পারে।

অনেকেই বোনাস হিসেবে জানতে পারে, এস ই ও রাইটিং যার অনেক ডিমান্ড রয়েছে। এভাবে আপনি অনেক গুলো সেক্টর এ রিসার্চ করতে পারবেন।

অথবা প্লাটফর্মের নিচে দেখে নিতে পারেন আপনার নিজের
পছন্দের ক্ষিল গুলোর জব আছে কিনা, বা আপনি কী জব
করতে পারবেন এমন কোনো সেট্টার আছে কিনা।

STEP 02

The screenshot shows the Upwork homepage with a dark header bar containing the Upwork logo, a search bar, and navigation links for 'Projects', 'How It Works', 'Enterprise', 'Log In', and 'Sign Up'. Below the header, there are two sections: 'Top skills' and 'Trending skills', each listing various professional roles.

Top skills	Content Writer	Copywriter
Android Developer	Bookkeeper	Facebook Developer
Customer Service Representative	Database Administrator	Information Security Analyst
Front-End Developer	Game Developer	Logo Designer
iOS Developer	Java Developer	Resume Writer
Mobile App Developer	PHP Developer	Software Developer
Sales Consultant	SEO Expert	UX Designer
Software Engineer	Technical Writer	Writer
Virtual Assistant	Web Designer	

Trending skills	Articulate storyline	Atlassian Confluence
Apple UIKit	Apple Xcode	Enterprise architecture
Blockchain	Customer retention	Google Cloud Platform
GitLab	Go development	Risk management
Node.js	Product photography	Volusion
Scala development	SCORM	Vue.js
Dropbox API	iPhone UI design	Microsoft Power BI
Social customer service	HR consulting	React.js
Proposal writing	Vuforia	

এখানে ট্রেন্ডিং ক্ষিল গুলো দেখতে পাবেন এবং সাথে সাথে যে
ক্ষিলগুলোর ডিমান্ড বর্তমানে বেশি সেগুলো দেখতে পাবেন আমরা সবাই
আকাশে তিল মারার মতো বলি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে নেন, ভালো
হবে!

এটা কী আমরা রিসার্চ করে বলি?

মোটেও না !

আমার মনে হয় আমরা ছজুগে চলি, যে দিকে ফিল্যান্সারা যায় আমরাও
হাটতে থাকি। একবারো ভাবি না সবার মেধা কিন্তু এক না। আমার মতে
আপনি যদি একটু ঘুরে দেখেন সব কিছু প্লাটফর্মে তাহলে আপনি নিজের
জন্য একটা ভালো সাজেশন পাবেন। যা থেকে ফ্রাস্টেশন কম হবে
আপনাদের।

ফিল্যান্সিং সেট্টরে আপনি এই ৩ ধরনের কাজ করতে পারবেন।

- **Long Term (1 - 6 Months)**
- **Short Term (1-4 Weeks)**
- **Complex Project (Specific Requirements)**

প্রত্যেক কাজে আপনাকে ২ ধরনের প্রজেক্ট (**Hourly/Fixed Price**) করতে হয়।

যেকোনো ক্যাটাগরি সিলেক্ট করলে আপনার কাছে লেভেল জানতে চাইবে এবং আপনি এন্ট্রি, ইন্টারমিডিয়েট অথবা এক্সপার্ট লেভেল দিতে পারেন। যেহেতু আপনি রিসার্চ করছেন আমার মতে এন্ট্রি লেভেল দেয়া উচিত এবং এই টাইপের জব খোজা ভালো।

মার্কেটপ্লেসে এমন সকল ক্ষিল রয়েছে যা আমাদের আগে থেকেই জানা থাকে। এই ধরনের ক্ষিলকে আমরা বলি বেসিক ক্ষিল। আবার এমন ক্ষিল আছে যা আমাদের জানা নেই। তাহলে যেটা জানা নেই সেটা শিখতে হবে আর যেটা জানা আছে তা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

এভাবে সহজেই আপনি মার্কেটপ্লেসে নানা রকমের ক্ষিল নিয়ে রিসার্চ করে ফেলতে পারবেন। এটি কোনো রকেট সায়েন্স না, বা আপনাদের প্রেমের ভাষাও না যেটা জয় করতে কষ্ট হবে। কয়েকদিন সময় দিয়ে একটু রিসার্চ করলে আপনি জানতে পারবেন নানা ধরনের ক্ষিল নিয়ে।

আমার সাজেশন থাকবে আপনার জন্য আপনি যখনি আপনার রিসার্চ শুরু করবেন তখন আপনি ছোট ছোট কাজ শিখে নেবেন, এতে করে আপনি ফিল্ড প্রাইস এর জবে কাজ করতে পারবেন।

এরপরে আরো ফিল্ড হলে তখন **Long Term** জব করতে পারবেন।



রিসার্চ করতে করতে আবার বুড়ো হয়ে যাবেন তাই আমি একটা চাট দিয়ে দিলাম।



উপরের চাটে একনজরে দেখে নিতে পারবেন সকল প্রকারের
কাজের ধরন। এটি আপনাকে মনে রাখতে সাহায্য করবে। আপনি
স্কিল রিসার্চ করার সময় মনে রাখবেন আপনাকে সবচেয়ে বেশি
সঠিক তথ্য দিবে

ফিল্যাসিং মার্কেটপ্লেস এবং একই সেটেরে থাকা ফিল্যাসারদের
থোকাইল। তাদেরকে মেসেজ করে অথবা তথ্য নিতে কষ্ট করার
থেকে আপনি নিজেই পারবেন রিসার্চ করে নিতে। কী পারবেন না?

এই পর্যায়ে, মার্কেটিংসে থাকা কিছু ক্ষিল দেয়া হলো যা খুব ট্রেন্সিং এবং সবাই এখন ভুমড়ি খেয়ে পড়ে শিখতে চায় এগুলো। আমি দেখি ফিল্যাসিং শিখতে গিয়ে মানুষের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে যায়। কারণ, তারা ক্ষিলকে গুরুত্ব দেয় না। আমি এই বইয়ে এতবার ক্ষিল নিয়ে কথা বলেছি, তার মানে আপনি কি বুঝতে পারছেন যে ক্ষিলেরকত বেশি গুরুত্ব?

Administrative Support	Marketing	Design
Virtual Assistant	SEO (On-Page & Off-Page)	Graphic Design
Transcription	Social Media Marketing	UX/UI Design
Data Entry	Email Marketing	Web Design
Web Researcher	Google Marketing	3D Modelers
Project Management	Advert (Facebook & Instagram)	Illustrators
Lead Generation	Content Creator & Strategist	Social Media Content Designer

আমার মতো সহজেই যারা ফিল্যাসিং শিখতে চায়, তারা অ্যাডমিল্পট্রেটিভ জবের সেট্টেরে যেতে পারেন। কারণ, অনেক কিছু আমরা এই সেট্টের আগে থেকেই জানি এবং অল্পতে শিখে নিতেও পারি। আপনি যেকোনো মার্কেটিংসে এই ক্যাটাগরি গুলো সিরিয়ালি দেখতে পারবেন। যেটা আপনি শিখতে চান তা লিখে রাখবেন।

অনেক মানুষ আছে যারা নিজের মশারিও টানিয়ে ঘুমায় না। রাতে তাদের অনেক মশায় কামড়ায়। তাও কী দরকার বলুন? প্রয়োজনে মাথায় কাঁথা দিয়ে ঘুমাব কিন্তু কষ্ট করব না।

আর সেই মানুষের মধ্যে যদি আপনি একজন হয়ে থাকেন, তাহলে বিছানা থেকে নামেন এবং মশারি টানান। কারণ, জীবনে সবকিছু সিম্পল ফিল্ড দিয়ে হলেও ফ্রিল্যাসিং কিন্তু হবে না। কারণ অনলাইনে হাজারো মানুষ আপনাকে মশার মতো কামড়াবে যদি আপনি আপনার নলেজ দিয়ে মশারি না বানিয়ে নেন।

উপরের এত কিছু পড়ে আশার পড়ে কী মাথা ঘৃড়চ্ছে? একটু ব্রেক নিন। তারপর এসে খাতা কলম নিয়ে আমাদের রোডম্যাপ সেকশনের রোডম্যাপটি বানান। এর পড়ে কম্পিউটারে একটা মার্কেটপ্লেস ওপেন করেন। তারপর আস্তে আস্তে দেখেন কোনো ক্ষিল আপনি শিখবেন। যদি পেয়ে যান লিখে ফেলুন।

মনে রাখবেন, আপনার মাথায় আসবে, কালকে করব। কিন্তু, সবকিছু কালকের জন্য রেখে দেবেন নাকি আজকেও একটু কাজ করবেন? যখন যেটা মাথায় আসবে, যখন যেটা জানতে পারবেন, নোট করে রাখবেন। দেখবেন আপনাদের অনেক কাজে লাগবে।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি মনে মনে বলছেন, আপু চেকলিস্ট বানিয়ে দেবেন একটা? যেটা আমরা পূর্ণ করতে পারব?

কেন পারব না? চলুন বানিয়ে দি।

লার্নিং চেকলিস্ট

১ ফিল্যাঞ্জিং সম্পর্কিত বেসিক জানি

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

২ কী স্কিল লাগবে জানি

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

৩ মার্কেটপ্লেসগুলো নিয়ে জানি

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

৪ পেমেন্ট মেথড নিয়ে জানি

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

৫ স্কিল নিয়ে রিসার্চ করতেপারব

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

৬ অনেক কিছু নতুন জেনেছি

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

৭ রোডম্যাপ বানাতে পারব

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

৮ মার্কেটপ্লেসগুলো সার্চ করেছি

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

৯ নোট করে রেখেছি সব

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

১০ কোনটা শিখব বুঝতে পেরেছি

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Checklist of Freelancing

হয়ত আপনি ভাবছেন, আবার কিসের চেকলিস্ট? আমরা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে গেলে আমাদেরকে পরের চেকলিস্টটি মনে রাখতে হবে। কারণ আগের চেকলিস্টে আপনি বই পড়ে কিছু জানতে পারছেন কিনা সেটা জানানো হলো।



উপরের প্রত্যেকটি ধাপ পার হয়ে আপনি ডলারের স্বপ্ন দেখতে পারবেন। কারণ এই ধাপ গুলো পার হয়ে গেলেই, আপনার এই জগতে পা দেয়া হয়ে যাবে। পরের সেকশনগুলোতে আমরা বিভিন্ন সেকশন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানব যা আপনাকে সেটার সিলেষ্ট করতে সাহায্য করবে।

ক্ষিল ০১ - গ্রাফিক ডিজাইন

আমার দেয়ালে আকাতাকি অনেক ভালো লাগত ছোটবেলায়। মা বলতো আমি বড় হয়ে আটিস্ট হয়ে যাব। কিন্তু কেউ আমাকে বলেনি আমি কম্পিউটারে ডিজাইন করতে পারব। যদি জানতাম তাহলে ক্যানভাস না কিনে বাবাকে বলতাম কম্পিউটার কিনে দিতে। কিন্তু এরপরে যে মাইর বাবা দিত সেটা আলাদা। ওইটা সহ্য করে ২-৩ বছর আবেদন করে যেতাম।

মা-বাবা সরকারি অফিসের মতো। কোনো কিছু চাইলে তা ২-৩ বছর আগে চেয়ে রাখবেন এবং তার পিছনে শর্ত আরোপ চাই।

আমি আমার কম্পিউটার পেয়েছি ২০১৪ তে। আমার কাছে কম্পিউটার ওপেন করে কী করে এটা বের করতে সময় লেগেছিল। কারণ, তখন না এরকম আনলিমিটেড ইন্টারনেট ছিল, না ইউটিউব ছিল। একদিন বাসায় চুপি চুপি সুয়িচ অন করে দেখতে দেখতে হঠাৎ অন হয়ে গেল কম্পিউটার। এবার আরেক জ্বালা। বন্ধ করব কী করে এই কম্পিউটার?

যাই হোক, কারেন্ট চলে গেলে বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে ভয় রয়ে গেল নষ্ট হলো কিনা।



পরে এসে আমার ভাই আমাকে এক গাদা বকা দিল, মা বাবাও ফিরতে দিল। সেদিন ভাবলাম কিছু একটা শিখতে হবে। আমাদের সময় প্রচুর সাইবার ক্যাফে ছিল। ২০ টাকায় একগুচ্ছ কম্পিউটার চালানো যেত। আমি সাইবার ক্যাফেতে বসে থাকতাম। আমার প্রথম ইমেল সাইবার ক্যাফেতে খোলা। তারপর আমার প্রথম সার্চ।



কীভাবে টাকা আয় করব?

মানে ছোটবেলাতেই মাথায় ভূত। অনেক খুঁজে পেলাম গ্রাফিক ডিজাইন এর সেক্টরটা। কিন্তু আমার কাছে না ছিল নলেজ কীভাবে করব। ডিজাইন সেক্টরটা অনেক বড়। এখানে রয়েছে

- Graphic Design
- UX / UI Design
- Creative Flyer Design
- Social Media Poster Design
- Thumbnail Design
- Banner Design
- Web Design
- Instagram Theme Design, Highlight Design etc.

সেটরটা এত বড় যদি আমি সারাদিন বসেও লিখি তাও শেষ হবে না।
আমরা এই ফিল্যাপ্সিং করতেপারব সহজে ওইগুলো দেখব একখানে।

গ্রাফিক ডিজাইন ক্ষিল শুধু মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে পারবেন এমন না।
আপনি চাইলে ডিজাইন কম্পিউটশনে অংশ নিতে পারবেন। তাছাড়া
মাইক্রোস্টক মার্কেটপ্লেস (অডেৱি, ফ্রিপিঙ্ক, সাটারস্টক) আপলোড করে
প্রতি ডাউনলোডের জন্য আয় করতে পারবেন।

আমরা আমাদের কোর্সে আপনাকে কিছু বেসিক গ্রাফিক ডিজাইন ক্ষিল
শেখাবো যেগুলো দিয়ে আপনি প্রফেশনলাল সফটওয়্যার ছাড়াও ডিজাইন
করে আয় করতে পারবেন এবং আপনারপোর্টফলিও ডিজাইন করতে
পারবেন।

আপনি যদি সুন্দর করে আপনার কাজ প্রেসেন্ট না করতে পারেন,
তাহলে কিন্তু আপনি পিছিয়ে থাকবেন।



আপনি কি থামনেইল ডিজাইন
করা শিখতে চান?

তাহলে নিচের বাটনে ক্লিক করে
শিখে ফেলুন

Click & Learn

যারা ফটোশপের কাজ পারে না তারা ক্যানভা ব্যবহার করতে পারে।
কিন্তু ক্যানভা দিয়ে আপনি ভালো রেজুলেশন পাবেন না। তাই আমি
আপনাকে ছোট কিছু গ্রাফিকসের একটি ছোট কাজ শিখিয়ে দিব।

আপনার কাছে যদি অডোবি ফটোশপ থাকে, তাহলে আপনি ফটোশপ
ওপেন করে নেবেন। আর না থাকলে সিডি কিনতে পাওয়া যায় বা
অনলাইনে পাওয়া যায়। আমার কাছে যে ভার্সন আছে সেটা হলো
অডোবি ফটোশপ ২০২০। তাই বেসিক বুরো নিলেই হবে।

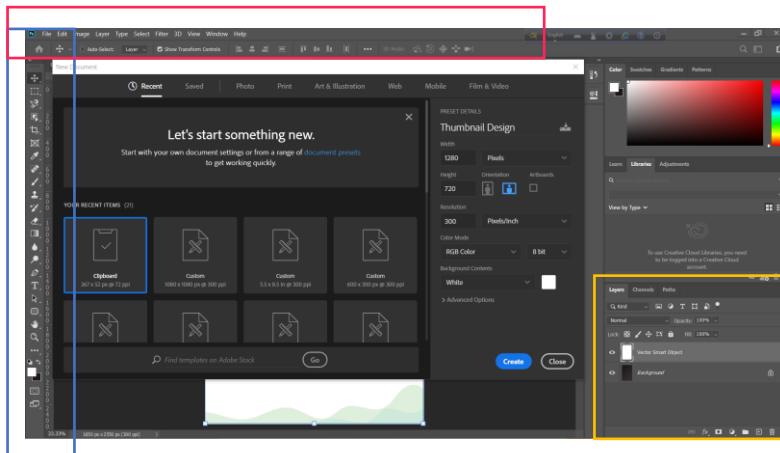


প্রথমে আপনার কম্পিউটারের এই অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করে নেবেন।
এবং তারপরে আপনাকে ফটোশপের কাজ করতে হবে।

আমি আপনাকে ২ টি কাজ শেখাবো। থাম্বলেইন ডিজাইন এবং ইল্টাগ্রাম
পোস্ট ডিজাইন। যা খুব সহজ। আপনি হয়তো আমাকে বলতে পারেন,
“আপু, আপনার কাছে সহজ লাগে কারণ আপনি পারেন”। কিন্তু
বিশ্বাস করেন আপনি পরের পেইজ গুলোতেই পেয়ে যাবেন গাইডলাইন।

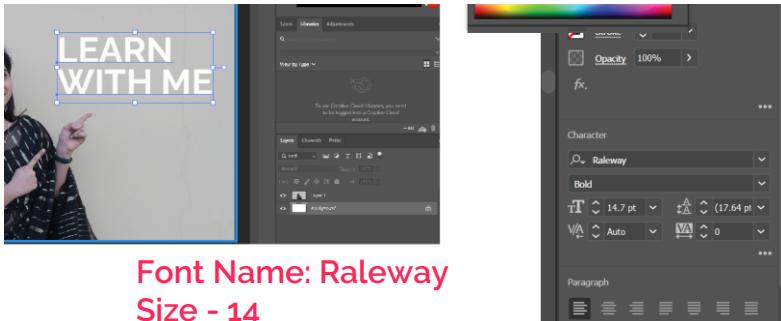
আমার মনে হয় আপনি যদি ভালোভাবে কালার সেঙ্গ নিয়ে ডিজাইন
শিখতে চান তাহলে আপনি **Behance, Dribbble, Shutterstock**
ইত্যাদি প্লাটফর্ম গুলোতে ভিজিট করে বাকি ডিজাইনারদের প্রোফাইল এবং
পোর্টফলিও দেখবেন। আমার একটা ব্যাপার অনেক ভালো লাগে তা হলো
গ্রাফিক ডিজাইন সেক্ষেত্রে যদি কোন একটা ডিজাইন পাঠে এক্সপার্ট হওয়া যায়
তাহলেই ফ্রিল্যান্সিং জগতে পা দেয়া সহজ হয়ে যায়।

Thumbnail Design



- এই অংশে আপনি ফটোশপের সকল টুল দেখতে পাবেন যা ব্যবহার করতে পারবেন। আমার মনে হয় আপনি “ T ”, “ Paint Bucket ” কাজ করতে পারবেন।
- ফাইলে ক্লিক করলে নিউ এ গিয়ে আপনি প্রিসেট বা সাইজ সেটআপ করার অপশন পাবেন। এবার যেহেতু আপনি থাস্বলেইন বানাবেন আপনার 1280×720 দিলেই হবে। বা আপনি চাইলে 1920×1080 দিতে পারেন। নিচে আপনি দেখবেন রেজুলেশন 300 দেয়া। এর মানে ছবিটা হাই রেজুলেশন এ থাকবে। আপনি RGB দেবেন যাতে করে আপনার ডিজাইন সুন্দর থাকে। যদি প্রিন্ট করতে চান তবে আপনি CMYK দেবেন।
- প্লাস একটা বাটন দেখবেন। যখন ডিজাইন করবেন তখন প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এখানে আলাদা করে দেবেন নতুন লেয়ার দিয়ে। একে লেয়ার বলে। উপরে 100% দেখা লেখা গুলোকে ফিল বলে। এর মানে আপনি ফিল এ পাইলে কোনো কিছুর অপাসিটি কমিয়ে দিতে পারবেন। যখন আপনি নতুন ফাইল ক্রিয়েট করবেন ব্লু রঙ এর ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করে আপনি দেখতে পাবেন একটা তালা দেয়া ব্যাকগ্রাউন্ড লেখা অপশন আসবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হোয়াইট। এভাবে আপনি বেসিক কিছু জানলেন চলুন আমরা ডিজাইন করি।

যে ছবিটা থাস্বনেইলে ব্যবহার করবেন তা ড্রাগ করে নেবেন। নাহলে ফাইলে ক্লিক করলে প্লেইস করার অপশন পাবেন। এরপরে নিচে দেয়া ইনফরমেশন দিয়ে ক্যানভাসে বসাবেন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডকে। এরপরে আপনি টেক্সট এ ক্লিক করে



**Font Name: Raleway
Size - 14**

টেক্সট এর ফন্ট গুলো আপনি গুগল ফন্ট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। পাশে দেখেন ক্যারেকটার মানে হলো ফন্টের নাম। এরপরে আপনি নিচে দেখলে সাইজ বড় ছোট করতে পারবেন। তারপর আমি যেভাবে লিখেছি একটা স্যাম্পল টেক্সট “ **Learn with me** ” আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা লিখবেন। এইটুকু কাজ কী খুব কঠিন লাগলো?

আপনি ভিন্ন ভিন্ন ফন্ট ব্যবহার করে কালার ব্যবহার করে অনেক রকমের থাস্বলেইন বানাতে পারবেন। আরো প্রফেশনাল কাজ করতে চাইলে আপনি পোস্টার বা থাস্বলেইন ডিজাইন লিখে ইউটিউবে সার্চ করলে অনেক টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবেন।

যদি আপনার শেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে আপনি একই ভাবে ইল্টাগ্রাম পোস্ট ডিজাইন, ফেইসবুক কভার ডিজাইন, ব্লগ ব্যানার ডিজাইন এই কাজ শিখে নিতে পারেন। হয়তো একটা ভিডিও দেখে আপনি সহজেই শিখে যাবেন। এরপরে করবেন প্রাক্টিস, আর প্রাক্টিস করে কী হবে বলেন?

প্রাকটিস আপনাকে পারফেক্ট হবার কাছাকাছি নিয়ে যাবে। তাও আপনি যদি ভালো ডিজাইন শিখতে চান তাহলে নিচের ইউটিউব চ্যানেলগুলোকে ফলো করতে পারেন।



PiXimperfect

ট্যাপ/ক্লিক করুন



Satori Graphics

ট্যাপ/ক্লিক করুন



Graphic Tweakz

ট্যাপ/ক্লিক করুন



Graphic School

ট্যাপ/ক্লিক করুন



Canva

ট্যাপ/ক্লিক করুন

এই সাইটগুলো থেকে আপনি টিউটোরিয়াল দেখে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আপনার যদি শেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে আপনি ফ্রিতে এইখান থেকে শিখে নিতে পারবেন। আর যদি একদম বেসিক থেকে শিখতে চান গ্রাফিক ডিজাইন তবে একটা প্রফেশনাল কোর্স করে নেবেন। এতে করে আপনার জন্য ধাপে ধাপে শেখা সহজ হবে।

আমি তো আপনাকে আইডিয়া দিলাম কী করতে হবে। আপনি ভাবতে পারেন বই পড়েই শিখে নেয়া যাবে কিন্তু এমন কিছু না। বই পড়ে শেখা যায় না। এই ধরনের স্কিল প্রাকটিস স্কিল। যত প্রাকটিস করবেন ততো ভালো করে শিখতে পারবেন।

চলুন আমরা ক্যানভা নিয়ে কিছু বেসিক জানি যা আপনাদের কাজে লাগবে।

Canva

ক্যানভা এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে আপনি সহজেই সব কিছু ডিজাইন করতে পারবেন। এখানে সোস্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকে সব কিছু ডিজাইনের জন্য টেমপ্লেট রয়েছে। আপনাকে শুধু মাত্র ক্যানভাতে প্রোফাইল করে নিজের যে ডিজাইন লাগবে সেটির ট্যামপ্লেট সার্চ বারে সার্চ করবেন।

কী ডিজাইন করতে চান
সেটির ট্যামপ্লেট খুঁজে নেবেন
সার্চ বারে সার্চ করে নাহলে
ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করে
কাস্টম ডাইমেনশন সিলেক্ট
করবেন

ডিজাইন ড্যাশবোর্ডে আপনি
আপলোড করা থেকে শুরু
করে, টেক্সট, ইলিমেন্ট এবং
সেইপ বসানোর জন্য অপশন
দেখতে পাবেন

এবার আপনি ডিজাইন করে
উপরে ডাউনলোড অপশনে
জে পি জি বা পি এন জি
ফরম্যাট ডাউনলোড করে
নিতে পারবেন

01

02

03

04

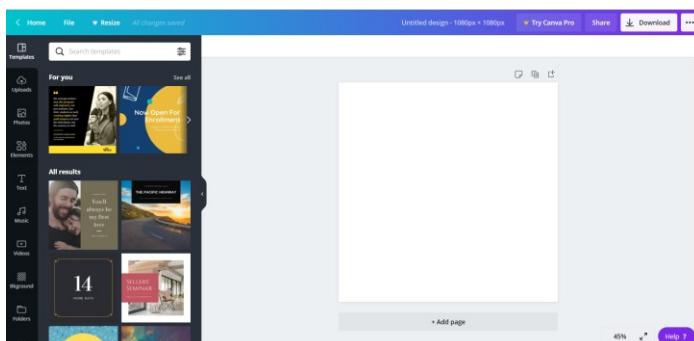
05

06

প্রথমে ক্যানভাতে লগইন
করবেন এবং ফি ভার্সনেই
হয়ে যায় বেসিক ডিজাইন

ডিজাইন ড্যাশবোর্ডে আপনি
আপলোড করা থেকে শুরু
করে, টেক্সট, ইলিমেন্ট এবং
সেইপ বসানোর জন্য অপশন
দেখতে পাবেন

ড্যাশবোর্ডে উপরে দেখবেন
নামা রকমের কালার
পরিবর্তন, ফ্রন্ট, বোল্ড করার
অপশন রয়েছে। যা আপনার
কাজে লাগবে।



ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করে আপনি ডিজাইন ক্রিয়েট করা শুরু করবেন। এখানে অনেক ট্যাম্পলেট আগে থেকেই দেয়া আছে। আপনি ডিজাইন রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী নিজের ট্যাম্পলেট খুঁজে ডিজাইন করে ফেলতে পারবেন। আমার মতে আপনি যেহেতু সহজেই ডিজাইন করতে চান এবং জলদি, তাই আপনি ক্যানভা ব্যবহার করতে পারবেন। তাছাড়া ক্যানভা এর ইউটিউব চ্যানেলে অনেক টিউটোরিয়াল আছে যা আপনাকে অনেক সাহায্য করবে।

তাহলে শুরু করে দিন আপনার ডিজাইন প্রাকটিস। নিজে নিজে শিখেই ফিল্ম্যাস্সিং সেটের কাজ করার পথে পা দিতে পারবেন

যদি আপনি ডিজাইনের কাজ আরও শিখতে চান তবে চাইলে আমার ইউটিউব জয়িতা ব্যানার্জী নামে দেয়া আছে সেখানে শিখতে পারবেন।



কিছু গ্রাফিক ডিজাইনিং সাজেশন

কথায় বলে না “ লোকে কী করে তা আগে দেখি এবং জানি ”। তারপর শুরু করব আমাদের নিজেদের কাজ, যাকে বলে কম্পিউটিশন রিসার্চ। তাই ফিল্যাসিংয়ে ৩ জন ডিজাইনের প্রোফাইল দিলাম যারা কী কাজ করছে দেখতে পারবেন এবং তাদের প্রোফাইলে গিয়ে পোর্টফলিও দেখতে পারবেন।

- [প্রোফাইল ০১](#)
- [প্রোফাইল ০২](#)
- [প্রোফাইল ০৩](#)

আমি নিজেও গ্রাফিক ডিজাইন শিখছি। সব চেয়ে ভালো লাগে যখন আপনি নিজে ডিজাইন করতে পারবেন। এবং যদি আপনি ভালো কালার সেঙ্গ রাখেন তাহলে গ্রাফিক ডিজাইন এমন একটা সেট্টর যার এখন ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে।

এখন সোস্যাল মিডিয়া পোস্ট বানানোর জন্য মার্কেটপ্লেসে পেয়ে যাবেন ২০ ডলারের উপরে পারিশ্রমিক। তার মানে ১৪০০ টাকা।

ওরে! কত টাকা!

কিন্তু তার আগে এই স্কিলটি সময় নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন। আর যদি মনে হয় যে পারবেন, তাহলে আপনি মার্কেটপ্লেসে সংসার করা শুরু করতে পারেন।

ডিজাইন স্কিল অনেক প্রাকটিক্যাল স্কিল। তাই আমরা স্কিল অ্যাসেসমেন্ট করব আপনাদের। নিচে ৩ টি লেভেলের প্রশ্ন আছে, আপনি যদি ৩ টা লেভেল পুরো ক্ষেত্র দিয়ে পার করেন। তাহলে আপনি রেডি। কিন্তু আপনাকে আরো শিখতে হবে।

টেস্ট ১.১

লেভেল : Easy

ক কোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রফেশনালরা গ্রাফিক ডিজাইন করে?

- ১** Adobe Photoshop CS
- ২** Adobe Premiere Pro
- ৩** Adobe Illustrator

খ গ্রাফিক ডিজাইন জানতে হলে প্রশিক্ষণ দরকার?

- ১** দরকার আছে
- ২** না, আমি নিজে পদ্ধিত মশাই
- ৩** প্রশিক্ষণ এবং প্র্যাকটিস ২টি দরকার আছে



Click

উভয় দেখতে এখানে ক্লিক করুন

টেস্ট ১.১

লেভেল : Intermediate

ক

আইকন ডিজাইনের জন্য নিচের কোনো
ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারবেন?

১ Upwork.com

২ Flaticon.com

৩ Facebook.com

খ

ফ্রি ডিজাইন স্যাম্পল কোথায় পাওয়া যাবে?

১ Freepik.com

২ Instagram.com

৩ Behance.com



Click

উভয় দেখতে এখানে ক্লিক করুন

টেস্ট ১.১

লেভেল : Expert

ক) প্রিন্ট করার জন্য ফটোশপ এ ফাইলকে কী করা লাগে?

১) RGB

২) CMYK

৩) যেকোনো একটা দিলেই হয় কী দরকার

খ) ইউটিউবে ভিডিও ব্যানারের সাইজ কত হয়?

১) ১২৮০*৭২০

২) ১৯৭০*৫৬০

৩) ১০৮০*১০৮০



Click

উভয় দেখতে এখানে ক্লিক করুন

আপনাদের প্রত্যেকটা অ্যাসেমেন্টে এরকম অনেক কিছু জানবেন। যদি আপনি ৬ পেয়ে থাকেন তাহলে তো আপনি বস আর যদি না পেয়ে থাকেন।

অনুশীলন করুন।



ঘরে থাকতে বনে ঘুরবেন কেন? যারা গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে চান তারা আসিফ ভাইয়ার বই থেকে অনেক ভালো করে শিখতে পারবেন। বইয়ের ভেতরে ভাইয়া সব ফান্ডাতো দিয়েছেন তার উপরে আবার অনেক রিসোর্সও দিয়েছেন। তো আপনি টুপ করে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এখনি

[ডাউনলোড করুন “গ্রাফিক ডিজাইনের আসল ফান্ডা”](#)

ক্ষিল ০২ - ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট

মাঝে মাঝে অবাক লাগে। আমি রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন বইয়ের লেখা গুছিয়ে নেই স্বপ্নে। তারপর খুব সকালে উঠে একটা খাতায় নেট করি তারপর গুছিয়ে লিখি। আমি ছোটবেলা থেকেই গুছিয়ে শিখি যেকোনো কিছু।

আমার বই পড়তে পড়তে হয়তো বুঝতেই পারছেন। আমরা যারা ফ্রিল্যান্সিং করি বা ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে আছি তারা জানি ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট সেক্টরটি অনেক এক্সপেলিভ সেক্টর কারণ এখানে কোনো কাজের মূল্য কিন্তু ১০০ ডলারের নিচে নেই বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে ৩০০০ ডলারও পার হয়ে যায়।



আমার এক বন্ধু জিসান, সে ওয়েবসাইটের সিকুরিটি চেক করে এবং, ঘণ্টায় ১০০ ডলারের মতো নেয়। আবার আমার আরেক বন্ধু সে শুধু পিএসডি টেমপ্লেটকে কনভার্ট করে, অনেক কাজের জন্য সে ৫০ ডলার থেকে ৪০০ ডলার নেয় আবার বেশি কমও নেয়।

আমার এক পরিচিত আপু যে শুধু ওয়েব (ওয়ার্ডপ্রেসে) ডেভেলপ করে থাকে এবং সে অনেক ভালো কাজ করছে।

আমাদের কাছে অনেক সময় ওয়েব ডেভেলপমেন্টটা কঠিন লাগে, কোডিংয়ের কারণে। আপনি পরীক্ষার সময় শুধু এদিকে ওদিকে তাকান, ভাবেন পাশের ছাত্র থেকে দেখে করে নেবেন, বাসায় পড়তে ইচ্ছা করে না। কারণ, ঘুম থেকে উঠে কাজ করার মানসিকতা সেট করা অনেক কঠোর।

সেখানে আবার কোডিং...

বাবারে...

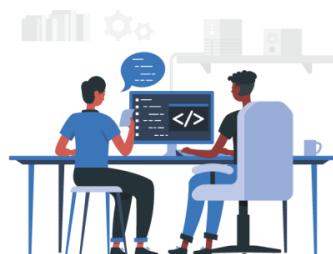
আমাদের একটি ভুল আছে যার কারণে আমরা ফিল্যাসিংয়ে কাজ পাই দেরিতে এবং অনেক সময় আমাদের মানসিক অবস্থা ঠিক থাকে না।
কারণ,
“ অনেক সময় লাগে বলে ”

আমি যদিও নিজে মাকেটিংয়ের কাজ করি কিন্তু যদি আমাকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে বলে ফিল্যাসিংয়ের জন্য তাহলে আমি কী করব?

যে শিখতে বলেছে , তার গলায়
বুলে যাব?

সেটা আমি গেলাম বুলে কিন্তু তার
আগে আমাকে আসে পাশে একটু
রিসার্চ করলে ভালো হয় না?

- - কীভাবে ? কীভাবে ?
- একদম সোজা, মাকেটিংয়ে যাব,
তারপরে সার্চ বারে লিখব আমরা
যে ধরনের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট
করতে চাই। সাথে সাথে চলে
আসবে। তারপর আপনি নোট করে
শিখে নেয়া শুরু করতে পারেন।



STEP 01

Open “Fiverr.com”
 সার্চ বার এ আপনি “Web Development” সার্চ
 করলেই আপনি রিলেটেড জব দেখতে পাবেন

The screenshot shows the Fiverr homepage with a search bar at the top containing "web development". Below the search bar, there's a sidebar with categories like "Services", "Users", and "Recently Viewed". The main content area displays several gig listings related to web development, such as "INSTAGRAM DESIGNERS", "MODERN POWERPOINT", and "219 GRAPHICS". Each listing includes a thumbnail, the seller's name, their rating, and a "See All" button.

The screenshot shows the Fiverr search results page for "web development". It features a header with filters for "Category", "Service Options", "Seller Details", "Budget", and "Delivery Time", along with buttons for "Local Sellers" and "Online Sellers". The results are sorted by "Relevance". There are six gig listings displayed, each with a thumbnail, the seller's name, their rating, and a starting price. The sellers include "ainabashed", "csgseek", "laravell.expert", "ajaycco1985", "Laravel", and "php Developers".

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বলতে গেলে আমার নিজের মনে হয়

“ওবাবা! কী কঠিন! ” , কী সব CSS, HTML, PHP, LARAVEL, WORDPRESS etc.”

আমি বংকার মাহমুদ ভাইয়ার একটা ভিডিও দেখলাম, ওইখানে ভাইয়া
ভাবিকে প্রোপজ করে কোডিং দিয়ে, যদিও আমাদের তেমন কেউ নেই
তাই নিজেকে ভালোবেসে একটু কোডিং করলাম।

আসলে আয়মান ভাইয়ার মতো কিন্তু ফর্মুলা একটাই! রুলস আর
ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক জানলে আর কোনো ফর্মুলা কঠিন লাগবে না।
আপনিও হয়তো ভয় পেতে পারেন কারণ অনেক দিন লাগে এটি
শিখতে। হাঁ! অনেকদিন না, সারাজীবন লাগে। কিন্তু আপনি ছোট
ছোট কাজগুলো শিখে ফ্রিল্যান্সিংয়ে পা দিতে পারবেন।

কেউ মারবে না। ধরুন, একজন মানুষ শুধু ফর্ম ক্রিয়েট করতে জানেন,
সে শুধু মার্কেটপ্লেসে এই কাজটি করতে পারবে। অল্প বিদ্যা আপনার
ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। তাই আরো নতুন কিছু
শেখার চেষ্টা করবেন।



কোথায় শিখবেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট

আমি না পারলেও কিছু মানুষ আছে যারা আপনাকে শেখাতে পারবে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। তাই নিচের রিকমেন্ডেড কিছু চ্যানেল দেখে আপনি সহজেই শিখে নিতে পারবেন ঘরে বসেই। কিন্তু, মনে রাখবেন এই সেট্রিটি কিন্তু অনেক বড় তাই আপনাকে জানতে হবে কী শিখবেন। ফাইভার বা আপওয়ার্কে গিয়ে দেখে নেবেন কী কী কাজ আছে এই সেট্রে তারপর শুরু করবেন এই জর্নি।

নিচের দেয়া ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবেন অনেক টিউটোরিয়াল,

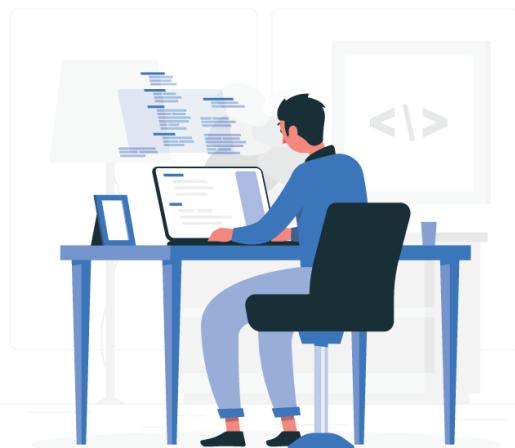
- | | | |
|----------|--------------------------|------------------|
| ১ | Brad Hussey | ট্যাপ/ক্লিক করুন |
| ২ | Derek Banas | ট্যাপ/ক্লিক করুন |
| ৩ | LearnCode.academy | ট্যাপ/ক্লিক করুন |
| ৪ | Codecourse | ট্যাপ/ক্লিক করুন |
| ৫ | DevTips | ট্যাপ/ক্লিক করুন |

আমার মনে হয় আপনি চাইলেই এইখানের ইউটিউবের চ্যানেলে গিয়ে প্লেলিস্ট দেখবেন। আপনি এই ভিডিওগুলো দেখা শুরু করলেই এবং পেয়ে যাবেন নানা তথ্য। আমার মনে হয় যদি শিখতে চান তাহলে আপনি বাংলাদেশেও অনেক কোর্স করতে পারবেন। কিন্তু তার আগে একটু যাচাই করে নেবেন ভিডিও দেখে যে ইচ্ছা শক্তি থাকে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় শেখা শুরু করি অনেক টাকা দিয়ে কিন্তু আমাদের কাজে লাগে না, আর ইচ্ছে করে না শিখতে। তাই আপনি একটু বালাই করে নিতে পারবেন।

ওয়েবসাইট বানানো মানে অনেক ইনভেস্টমেন্ট।
এবং আপনার কাজের জন্য আপনাকে টাকা দিলে
যত্ন নিয়ে কাজ করে,
সেটি জমা দিতে হবে। নাহলে আপনার কপালে বাজে রিভিউ এবং
এই রিভিউ থেকে উঠে আসা অনেক কষ্ট।

তাহলে এই ক্ষিল গুলো শিখে নিয়ে আপনি শুরু করে দিন ফ্রিল্যান্সিং।
কিন্তু আপনি কী রেডি?

চলুন যাচাই করে আসি একটু



টেস্ট ১.২

লেভেল : Easy

ক

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ডিজাইন সেক্টরের ডিমান্ড কেমন?

১ মোটামুটি

২ অনেক

৩ নেই

খ

নিচের কোনটি বর্তমানে বহুল পরিচিত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে?

১ Wordpress

২ ফেসবুক

৩ রিডিট

Click



উত্তর দেখতে এখানে ক্লিক করুন

টেস্ট ১.২

লেভেল : Intermediate

ক

ওয়েব ডিজাইন এ কী ডিজাইন ফিলের দরকার আছে?

১ দরকারি

২ এত কিছু শিখে কী লাভ?

৩ দরকার নেই

খ

HTML - এর ফুল ফর্ম কী ?

১ Hyper Mark Text

২ Hypertext Mark Language

৩ Hypertext Markup Language



Click

উত্তর দেখতে এখানে ক্লিক করুন

টেস্ট ১.২

লেভেল : Expert

ক Laravel কিসের ফ্রেম ওয়ার্ক?

- ১** HTML
- ২** Wordpress
- ৩** পিএইচপি

খ বেসিক ডেভেলপমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কোনোটা?

- ১** Wordpress
- ২** পিএইচপি
- ৩** HTML & CSS



Click

উভয় দেখতে এখানে ক্লিক করুন

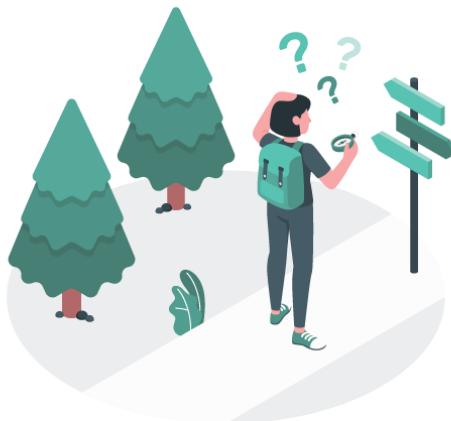
আমার কেন জানি মনে হয় আপনি এখানে ফুল ক্ষেত্র না পেতে
পারেন। কঠিন লাগতে পারে। কারণ এই সেক্টরটি এমন। প্রতিটা
টেস্টের পরে আপনি প্রত্যেক সেক্টর সম্পর্কে একটু হলেও জানবেন।
আমি আপনার এখন পর্যন্ত লেভেলকে যদি একটা মিটারে দি
তাহলে আপনি ঠিক এইটুকু জানেন এখন।

অনেকেই আমার থেকে আশা করেছিলেন যে আমি হয়তো আপনাদের
বলব, অনেক কিছু জানেন আপনারা। কিন্তু এইখানে সবুজ রঙ আছে
যতটুকু ততোটুকু আপনার জানার পরিধি এই সেক্টর সম্পর্কে।

এখন হয়তো আপনি ভাবছেন – তাহলে মানুষ কেন বলে এক কোর্সে
সব শিখুন? একবার ভেবে দেখুন আসলেই কী সম্ভব?

আমার ক্ষেত্রে হলে সম্ভব হতো না।

আপনার ব্যাপারটা আমি আপনার উপরে ছেড়ে দিলাম।



ক্ষিল ০৩ - ডিজিটাল মার্কেটিং

এক সেমিনারে গিয়েছিলাম। আমার আশেপাশে বড় বড় ব্যক্তিত্ব। এক এক জন সিইও, মোটিভেশনাল স্পিকার, যাদের কথা আমি সারাদিন অনলাইনে শুনতে থাকি। এদের সামনে আমাকে কথা বলতে হবে। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে স্টেজে ডাকা হলো আমাকে নিয়ে কিছু বলার জন্য এবং সবাইকে মোটিভেট করার জন্য “ঘরে বসে মেয়েরা এগিয়ে যেতে পারে এই বিষয়ে”

সবাই দেখলাম এদিক সেদিক তাকাচ্ছে, একজন আরেকজনকে নানা কথা বলছে। আমি স্টেজে উঠে এদের অ্যাটেনশন গ্র্যাব করব। আমি খুব শান্ত একজন মানুষ। মাইক হাতে নিয়ে নিলাম, আর বললাম

“আপনারা এখানে কয়জন আছেন যারা বাসায় বসে থাকবেন, শুয়ে থাকবেন - আর মানুষের সোসায়াল মিডিয়াতে কমেন্ট করবেন- তাদেরকে আমি মাসে ১ লাখ টাকা দিব, এবার বলেন কে কে এই কাজ করবেন?”

সবাই হাত তুলল।

আমি বললাম কেন? কেন করবেন এই কাজ আপনি?

একজন বললো - আপু!
আমি এই কাজ প্রতিদিন
করি, স্ট্যাটাস দি, কমেন্ট
করি, লাইক করি, শেয়ার
করি, কন্টেন্ট পোস্ট করি।
এটার জন্য টাকা পেলে
করব না কেন?



ঠিকই তো!

আপনি এই কাজ করে যখন টাকা পাবেন তাহলে বাসায় বসে কেন করবেন না? শুধু আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি হয়তো এই কাজটি একজন মানুষের জন্য করবেন, অথবা কোনো ব্রান্ডের জন্য করবেন। না হলে করবেন নিজের মার্কেটিংয়ের জন্য।

ক্ষুলের সবচেয়ে পপুলার ছেলে মেয়ের মতো ফিল্যালিংয়ে এখন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের অনেক বেশি ভ্যালু। কারণ নতুন নতুন কোম্পানি হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের অনলাইন প্রজেক্ট বাঢ়ছে। কিন্তু এই সেক্টরটি অনেক অনেক বিশাল। আমরা এক নাগাড়ে দেখে নেই আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং সেক্টর এ কী কী আছে।

Large Marketing Sectors	Social Media Marketing	Advance & Top Marketing Job Sectors
<ul style="list-style-type: none"> • Social Media Marketing • SEO(On-Page & Off - Page) • Content Marketing • SSL Marketing • Website Marketing 	<ul style="list-style-type: none"> • Facebook Marketing • Instagram Marketing • Twitter Marketing • Linkedin Marketing • Pinterest Marketing • Youtube Marketing 	<ul style="list-style-type: none"> • Facebook Marketing (Promotion - Organic & Paid) • Instagram Growth Marketing • Content Design • SEO • Content Marketing • Platform Interface Design

এই সেক্টরগুলোতে জব বাড়ছে অনেক বেশি। আমি নিজে যখন কোনো কাজ করি আপওয়ার্ক বা ফাইবারে আমার মনে হয় কাজ আসতেই থাকে কারণ সবার এখন সোস্যাল মিডিয়াতে গ্রোথ টিপস দরকার। এখন সবাই সোস্যাল মিডিয়াতেই বেশি সময় কাটায়।

আপনি যদি কখনো ইঙ্গিটার্গ্রাম ব্যবহার করেন তাহলে দেখবেন, ইঙ্গিটার্গ্রামে দেখায় আপনি কতক্ষণ এই প্লাটফর্মটি ব্যবহার করেছেন। জরিপে দেখা যায়, একজন মানুষ ৩০ মিনিট হলেও একটা প্লাটফর্মে ঘুরে এবং ঘুরতে ঘুরতে সে ৩ টা কোম্পানির অ্যাড দেখে।

অনেক সময় দেখা যায় একজন মানুষ অনলাইনে মাসে ১টি প্রোডাক্ট হলেও কিনে থাকে। তাহলে?



যাদের মার্কেটিং ক্ষিল ভালো তারা সেল এবং সার্ভিস প্রোভাইডের দিক থেকে এগিয়ে। অনেকেই যারা ডিজিটাল মার্কেটিং করতে চায় তারা কিন্তু ভাবে কীভাবে ভিডিও এডিট করব? কীভাবে সহজেই নিজের মোবাইল ব্যবহার করে ছোট ছোট কাজ গুলো করে নিব?

মার্কেটিং করার জন্য কিছু প্রচলিত ভিডিও এডিটিং অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। আমি আমার মার্কেটিংয়ের ভিডিও এডিটিং এর জন্য ইনশ্ট ব্যবহার করে থাকি। যদিও আপনি ভাবছেন এগুলো ক্ষি অ্যাপ্লিকেশন কিনা? না! সব গুলো ক্ষি না। পরের সেকশনে, কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশন দেয়া হলো যা দিয়ে আপনি সহজেই করতে পারবেন মোবাইল থেকে ভিডিও এডিটিং।

আস্তে আস্তে আপনি সামনে গেলে দেখতে পাবেন কীভাবে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের নানা রকম ব্যবহার এবং সাজেশন।

ভিডিও এডিটিং অ্যাপ্লিকেশন

নিচে আমরা সেই সকল অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিলাম যা দিয়ে আপনি সহজেই ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন। এখানে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের টেক্সট অ্যাড করতে পারবেন। এবং চাইলে আপনি প্রো ভার্সন নিতে পারবেন। কিন্তু ফি ভার্সনেই আপনি বেসিক এডিট করতে পারবেন।



স্মাইস ডাউনলোড করতে

ক্লিক করুন



ইনশট ডাউনলোড করতে

ক্লিক করুন



ক্যাপকাট ডাউনলোড করতে

ক্লিক করুন



ভি এন ডাউনলোড করতে

ক্লিক করুন



প্রিকুয়েল ডাউনলোড করতে

ক্লিক করুন

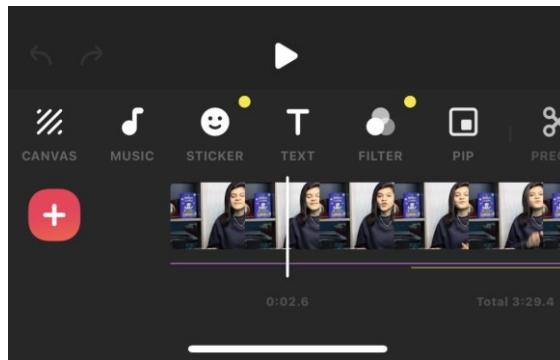
প্রত্যেকটি অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার একইই রকম। এখানে আপনি স্মাইস এপ্লিকেশনটি শুধু মাত্র **IOS** ভার্সন পাবেন। কিন্তু বাকি সব গুলো চেক করলেই পেয়ে যাবেন এবং আপনার মোবাইল দিয়েই করতে পারবেন, প্রফেশনাল ভিডিও এডিটিং।

ইনশট এডিটিং ট্রিকস

১

ইনশটে এডিটিংয়ের পরে আপনারকে প্রশ্ন করে লোগো রিমুভ করবে কিনা। তখন আপনি রিমুভ দিস ওয়াঙ দিয়ে রিমুভ করে নিতে পারবেন। তাহলে আর লোগো দেখাবে না। তাছাড়া ভিএন এ আপনি অনেক সুন্দর ইফেক্ট দিতে পারবেন। মজার ব্যাপার হলো, আপনি যদি টিকটক করে থাকেন, তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো আপনাকে কুলেস্ট বানিয়ে দিবে।

আর তাছাড়া সোস্যাল মিডিয়া তো আছে। ইন্সট্রাগ্রামে কিন্তু এখন ছোট ভিডিও কে রিল বলে। আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে তাও এডিট করতে পারবেন।

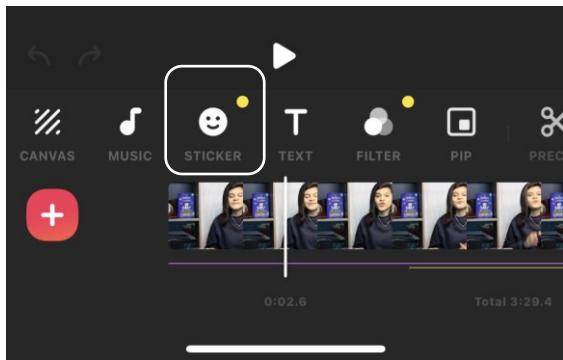


২

ক্ষিনশট এ আপনি ক্যানভাস নামের জায়গাতে গিয়ে আপনার ভিডিওয়ের সাইজ ঠিক করতে পারবেন এবং জুম ইন অথবা আউট করতে পারবেন। এই খানে খুব সহজেই আপনি মিউজিক অ্যাড করতে পারবেন। আমার সব চেয়ে ভালো লাগে সোস্যাল মিডিয়াতে ভিডিও পোস্ট করার জন্য।

৩

যদি আপনার কোনো লোগো বা পিএনজি ছবি ভিডিওতে অ্যাড করতে হয়, সেগুলোকে আপনি আপনার ফোনের গ্যালারিতে সেইভ করবেন এবং স্টিকার অপশনের মাধ্যমে অ্যাড করে দেবেন।



৪

নিজের পছন্দের মিউজিকগুলো ইমপোর্ট করে অ্যাড করে নিতে পারবেন।

৫

অন্যান্য এপ্লিকেশনের থেকে ইনশটে অনেক বেশি ফন্টের অপশন আছে। এবং আপনি চাইলে এনিমেশনও দিতে পারবেন।

আমরা ভাবি ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য আমাদের প্রিমিয়ার প্রো অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কম্পিউটারে এডিট করতে হবে। কিন্তু না, আপনি চাইলে এভাবে সহজে ভিডিও এডিট করতে পারবেন। এটা শুধু আপনার মাকেটিং কনটেন্ট বানাতে সাহায্য করে না, পাশাপাশি আপনাকে এই ক্ষিলেও দক্ষ করে গড়ে তুলবে। কিন্তু কীভাবে ইমেজ এডিট করব। পরের সেকশনে আপনি কীভাবে ইমেজ ইডিট করবেন, সেটি নিয়ে জানতে পারবেন।

এখন হয়তো ভাবছেন আপু, আমি যদি ভালো করে ভিডিও এডিটিং শিখতে চাই, তাহলে কাকে ফলো করব?

আমি জানি তো, আপনি এই প্রশ্ন করার আগেই আমি এই উভর দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। নিচের কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেলকে ফলো করলেই আপনি জানতে পারবেন আসলে কীভাবে আরো ভালো এডিটিং করে।



Cinecom.net

ট্যাপ/ক্লিক করুন



RocketStock

ট্যাপ/ক্লিক করুন



Peter McKinnon

ট্যাপ/ক্লিক করুন



PremiumBeat

ট্যাপ/ক্লিক করুন



Billi 4 You

ট্যাপ/ক্লিক করুন

উপরের ইউটিউব চ্যানেল বাদেও আপনি অনেক জায়গা থেকে শিখে নিতে পারবেন।

ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে আপনি অনেক গুলো
অ্যাপ্লিকেশন দেখবেন যা দিয়ে আপনি খুব
সহজেই ডিজাইন করতে পারবেন
মোবাইলে। এতে করে আপনার কাজের
স্পিড বেড়ে যাবে এবং প্রফেশনাল লাগবে।



ক্যানভা দিয়ে
সহজেই এডিট
করতে পারবেন।



পিঞ্জল্যার অনেক
পরিচিত ইমেজ
এডিটিং।



আপনি ভিডিও
এবং ইমেজ
এডিট করতে
পারবেন এখানে।



ম্যাপসিডের
মাধ্যমে আপনি
আপনার ছবিকে
আরো সুন্দর করে
নিতে পারবেন।



এই অ্যাপ্লিকেশন গুলোর মধ্যে আপনি আরো কিছু এডিট করতে
পারবেন। আমরা ভাবি আমাদের অনেক প্রফেশনাল অ্যাপ্লিকেশন
লাগে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে। কিন্তু দেখুন, এগুলো আপনার মোবাইলে
হয়তো আছে। আপনি হয়তো নরমাল ভাবে ব্যবহার করেন কিন্তু
আমরা এটা কে প্রফেশনালি ব্যবহার করে থাকি।

ফিল্যাসিংয়ে ডিজিটাল মার্কেটিং কীভাবে করবে?

আমার এক ছাত্র আমাকে মেসেজ করে প্রশ্ন করে,

“আপু, আমি জানি ডিজিটাল মার্কেটিং করা যায়, কিন্তু আসলে কাজটা কী? ক্লায়েন্ট কীভাবে কাজ দিবে এবং আমি কী করে জমা দিব?”

পুরো সেক্ষ্টরটি নিয়ে কেউ আপনাকে কাজ দিবে না। সবার যেকোনো সেক্ষ্টরের ছেট কাজ করা লাগে। যেমন হতে পারে - আপওয়ার্ক বা ফাইবারে একজন ক্লায়েন্টের ইন্সটাগ্রাম আছে।

সে চায় আরো ফলোয়ার বাড়ুক এবং কনটেন্ট পোস্ট হোক। আপনি যদি এই কাজটা পারেন তাহলে আপনি সেখানে অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবেন। আবার এমন হতে পারে ক্লায়েন্টের একটা ফেসবুক অ্যাড রান করে দিতে হবে কারণ উনি ভালো করে রান করে রেজাল্ট পাচ্ছেন। আপনি এইটাও করতে পারেন। কিন্তু এত বিশাল সেক্ষ্টর সম্পর্কে আপনি কীভাবে জানবেন বলুন?

দেখি আমি আপনাকে কত টুকু গুছিয়ে বলতে পারি।



ডিজিটাল মার্কেটিং সেন্টারগুলো

গতকালকে এক জায়গায় পড়লাম, আমাদের দেশে যত বড় ধোকা তা হলো ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে। আসলেই এত বিশাল সেন্টারকি এত সহজেই শিখতে পারবেন? তাই যদি ডিজিটাল মার্কেটিং সেন্টার গুলো আমরা নিচে দিয়ে দিলাম। যদি শিখতে চান তাহলে ধাপে ধাপে একটি একটি করে শিখবেন

- ১** সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং
- ২** ইমেল মার্কেটিং
- ৩** মোবাইল মার্কেটিং
- ৪** এস ই ও
- ৫** গুগল মার্কেটিং
- ৬** এফিলিয়েট মার্কেটিং
- ৭** কনটেন্ট বা ব্লগ মার্কেটিং

যখনি এসব কিছু শিখতে যাবেন সব সময় মনে রাখবেন, পুরো সেন্টারে কেউ এক্সপার্ট হতে পারে না। একসাথে এত কিছু অ্যালগরিদম আপনার মাথার উপরে দিয়ে যাবে। তাই আপনি একটি একটি করে শিখবেন।

পরের সেকশনে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের বেসিক কিছু জব নিয়ে কথা বলব যা থেকে আপনি আইডিয়া পেয়ে যাবেন, কেমন জব আছে মার্কেটপ্লেসে এবং আমরা এই বইয়ে হয়তো সব সেকশন নিয়ে একসাথে কথা বলতে পারব না। তাও আমরা ফেসবুক মার্কেটিং এবং অ্যাডভার্ট নিয়ে আপনাদের গাইডলাইন দিয়েছি। কারণ আমার মনে হয় সবাই এই সেন্টারে বেশি ইন্টারেস্ট রাখে।



এসইও হলো যখন আপনি কোনো গ্রয়ের সাইটকে গুগলে রাংকিংয়ে আগে দেখবেন। ধরুন আপনি একটি আর্টিকেল সার্চ করলেন এবং প্রথম পেইজে কিছু আর্টিকেল চলে আসল সেই আর্টিকেলগুলো এসইও করার কারণে গুগলে রাংক করে থাকে। এর জন্য ফিল্যাপারা অনেক উপায় ব্যবহার করে থাকেন।

এই ধরনের কাজের অনেক ডিমান্ড বেশি মার্কেটপ্লেসে। কেউ এসইও জানে মানে, সে কনটেক্ট মার্কেটিং এবং রাইটিংয়ে এই ট্রিকস গুলো ব্যবহার করে অনেক আর্টিকেল রাংক করে নিতে পারে। তাছাড়াও রয়েছে আরো অনেক পদ্ধা। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

Social Media Manager with Graphic Design Experience

Hourly: \$10.00-\$35.00 - Intermediate - Est. Time: 1 to 3 months, 10-30 hrs/week - Posted 27 minutes ago

I'm looking for a part time social media manager for my Financial Coaching business. I'm looking to hire a strategic thinker who can be a partner to my business, not just someone who follows a daily task list. My brand is approachable, female focus ... [more](#)

[Instagram Stories](#) [Instagram](#) [Instagram Marketing](#) [Social Media Management](#) 9 more

Proposals: Less than 5 Payment verified

\$100 spent United States

Instagram Caption Creation

Hourly - Intermediate - Est. Time: More than 6 months, 10-30 hrs/week - Posted 19 minutes ago

I closed my fashion jewelry store and plan to launch a website as soon as I get all of the elements together. In the meantime, I want to start engaging on IG and FB. I have been using them intermittently but pain to be consistent as I relaunch. My initial goal is to increase qualified followers to engage with them to create trust to feel comfortable buying from me. I have some jewelry photos and quotes but writing captions that will increase engagement is not my forte. What would you charge per week to write 3-4 captions? Cathy H. [less](#)

[Instagram Marketing](#) [Instagram](#) [Instagram Stories](#) [Facebook Marketing](#) [Content Marketing Strategy](#) 6 more

Proposals: Less than 5 Payment verified

\$2k+ spent United States

এই কাজগুলো শিখতে কোর্স করে নিতে পারেন কিংবা আমাদের ঘরে বসে ফিল্যাসিং কোর্সেও এনরোল করে নিতে পারেন।

INTERESTING JOB**Digital Marketing Specialist**

Hourly: \$10.00-\$15.00 - Intermediate - Est. Time: More than 6 months, 30+ hrs/week - Posted 5 hours ago

We are currently looking for a marketing specialist to create the below strategies for our business:

- Digital Marketing strategy
- Social Media Marketing (Facebook, Instagram, LinkedIn)
- Content Marketing

Please contact us only if you can meet all of the above requirements [less](#)

Social Media Management Content Marketing Social Media Advertising

Proposals: **20 to 50**

Payment verified **\$1k+ spent** **Cyprus**

এখানে একজন ডিজিটাল মার্কেটারকে খুঁজছে ক্লায়েন্ট। যে কিনা তাদের সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করবে এবং স্ট্রাটেজি বানিয়ে দিবে। এখন আপনি যদি এই কাজ গুলো পারেন তবেই আপনি কাজ করতে পারবেন। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে, আপু মার্কেটপ্লেসে কী জব থাকবে এটা শিখলো? তাই এই উদাহরণটি আপনাদের দেখানো হলো।

সব সময় মনে রাখবেন, এই সেট্টেরটি অনেক বেশি বড়। তাই এই সেট্টের টিকে থাকতে হলে আপনাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

আপনি যদি ভালো ভাবে মার্কেটিং শিখতে চান তবে নিচের কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে শিখতে পারবেন। পুরো পুরি না হলেও ভালো আইডিয়া হয়ে যাবে। আমরা আপনাকে ইন্সটাগ্রাম মার্কেটিংয়ে কীভাবে ১ লাখের বেশি রিচ পাবেন তা দেখাবো। এবং আপনি জানেন হয়তো কীভাবে করে ইন্সটাগ্রামে মার্কেটিং তাও আমরা শিখব একসাথে কীভাবে অর্গানিক মার্কেটিং দিয়ে কাজ করতে হয়।

ইন্সটাগ্রামে বাজিমাত

যেকোনো কিছু শেখার জন্য আপনাকে রোডম্যাপ করে নিতে হয়। এবং যদি আপনি রোডম্যাপ করে ধাপে ধাপে শিখেন তাহলে আপনার শেখা এলোমেলো লাগে না। তাছাড়া সবাই বলে ফ্রিতে কীভাবে শিখবো ?

যেহেতু ফ্রিতে শিখবেন আপনার একটু কষ্ট করতে তো হবে। ধরুন, আপনি ইন্সটাগ্রাম মার্কেটিং শিখবেন। প্রথমে আপনি যেখানে ইন্সটাগ্রাম প্রোফাইল সেটাপ করবেন।

1

Professional Instagram Account Setup

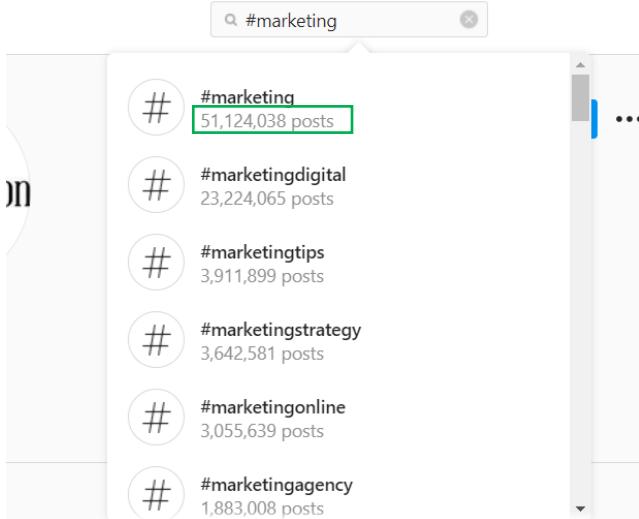
যেকোনো মার্কেটিংয়ের জন্য আপনাকে প্রথমে প্রোফাইল সাজাতে হবে সুন্দর করে। যাতে আপনার অডিয়াসের কাছে মনে হয় এই ব্র্যান্ডের প্রফেশনালিজম আছে। বায়ো যত শর্ট এবং স্পেসেফিক হবে ততো ভালো। যদি আপনি অনেকগুলো লিংক একসাথে দিতে চান তবে আপনি linktr.ee নামক সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি একই কাজ বাকি সোস্যাল মিডিয়ার জন্য করতে পারবেন।

2

How to post Content in Instagram

ইন্সটাগ্রামে প্রতিদিন পোস্ট করবেন। যদি প্রতিদিন পোস্ট না করেন তাহলে কিন্তু গ্রোথ করে যাবে। এবং আপনাকে মনে রাখতে হবে পোস্টে ক্যাপশন লিখে এবং হ্যাশট্যাগ রিসার্চ করে প্রফেশনাল পোস্ট করতে হবে।

ইন্সটাগ্রামে পোস্টে আপনি ৩০ টি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এর জন্য আপনাকে রিসার্চ করতে হয়। কিন্তু কীভাবে? ২০২১ সালে এসে আপনাকে ১ লাখ কেন? ২ লাখের বেশি রিচ এনে দিবে এই টিকসগুলো।



যখন আপনি ইন্সটাগ্রামে হ্যাশট্যাগ সার্চ করবেন তখন সেখানে একটা নাম্বার দেয়া থাকে। ওই হ্যাশট্যাগের নিচে যে নাম্বার দেয়া থাকে, সেটির মানে কত পোস্টে এটি ব্যবহার করা হয়েছে। রিসার্চ করার সময় কয়েকটা ধাপে করবেন।

প্রথমে, ছোট ধাপের হ্যাশট্যাগ নিতে হবে। তার মানে যে হ্যাশট্যাগ গুলোতে ০ থেকে ৫ লাখের মধ্যে থাকে সেই গুলোর ৩০ টা হ্যাশট্যাগ নিয়ে একটা সেট বানাবেন। এই হ্যাশট্যাগ গুলোতে পোস্ট থাকে কম, তাই আপনি অনেকক্ষণ টপ পোস্টে থাকবেন। এতে আপনার রিচ বেশি থাকবে। এবং পরের সেট এ আপনি ৫ লাখ থেকে ১ মিলিয়ন পোস্টের হ্যাশট্যাগ গুলো রেখে দেবেন। এগুলোতে পোস্ট অনেক কম থাকে, কিন্তু এগেইজমেন্ট ভালো থাকে।

শেষে আপনি ১ মিলিয়ন থেকে ১০ মিলিয়ন এর পোস্ট রাখবেন। এগুলোতে এগেইজমেন্ট বেশি থাকলেও অনেক মানুষ এই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করার কারণে আপনি হয়তো পোস্ট রাংক করিয়ে রাখতে পারবেন না বেশিক্ষণ।

এভাবে আপনি অনেকগুলো সেট বানাবেন। এবং বানানো পরে আপনাকে সেট গুলো ব্যবহার করে পোস্ট করতে হবে। মনে রাখবেন, ইন্সটাগ্রাম কিন্তু অনেক বেশি নিজেকে ভালোবাসে। তাই যারা তাদের নতুন ফিচার ভালোবাসে, সেইগুলোকে তারা বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নতুন ফিচার এর মধ্যে একটি ফিচার হচ্ছে একাধিক ছবি ব্যবহার করা একটি পোস্টে।

আপনি ১০ টি ছবি ব্যবহার করতে পারবেন। এর কারণে, আপনার পোস্টে মানুষের ভিড টাইম বেশি থাকবে এবং রিচ বেশি হবে।

এরপরের ট্রিক্স অনেক সোজা।

আপনাকে তো দেখতে হবে কত রিচ হলো। তাই সেটিংস এ গিয়ে আপনি আপনার প্রোফাইল কে বিজনেস প্রোফাইল করে নেবেন।

3

Consistent Posting

এবার আপনি কী করবেন? আপনাকে ৪-৫ বার পোস্ট করতে হবে। এবং দেখবেন আপনার পোস্টে অনেক রিচ এবং ফলোয়ার।

আপনার ইচ্ছে হলো আপনি কিউট বিড়াল নিয়ে পোস্ট করবেন। এবং আপনার ইন্সটাগ্রামে শুধু বিড়ালের ছবি। আপনি আস্তে আস্তে ১০,০০০ ফলোয়ার করে ফেলেছেন। এখন কী করবেন?

আপনি চাইলে এই প্রোফাইল বিক্রি করে দিতে পারেন। আবার হয়তো আপনি চাইলে এই প্রোফাইলকে কাজে লাগিয়ে প্রোডাষ্ট বিক্রি করতে পারেন।

কী প্রোডাক্ট?

আপনি কী টিশার্ট বিক্রি করার সাইটগুলোর নাম শুনেছেন? জি, আপনি একটি যদি টিস্প্রিং লিখে সার্চ করেন তবে দেখতে পাবেন, এখানে নানা ডিজাইনের টি-শার্ট এর ডিজাইন আপলোড করে বিক্রি করা যায়।

আপনি যদি মার্কেটিং শিখে যান এবং মার্কেটিংয়ে শুধু ফ্রি ট্রাফিক আনেন ট্রিক্স ব্যবহার করে। তাহলে আপনি আপনার প্রোফাইলে এগুলো সেল করে আয় করতে পারবেন। সবসময় মনে রাখবেন আপনি চাইলে যেকোনো ডিজাইন আপলোড করতে পারবেন।

কিন্তু, আপনি যেহেতু বিড়ালের ভিডিও আপলোড করে ইন্সটাগ্রামে ফলোয়ার বাড়িয়েছেন সেহেতু আপনার ফলোয়াররা বিড়াল পছন্দ করে। এবং আপনি যদি বিড়াল নিস এর শার্ট বিক্রি করেন তাহলে আপনি আরো ভালো সেল পাবেন। এতে কী আপনার টাকা খরচ হলো?

না! তাই আমি আপনাকে কিছু শিখাতে পারি না পারি, ঘরে বসে আয় করার অনেক অনেক পথ দেখিয়ে যাচ্ছি।

আমার মনে আছে, যখন আমি নিজে এগুলো নিয়ে কাজ করছিলাম তখন তা বছিলাম, বাংলাদেশে কত ছেলে - মেয়ে বাড়িতে বসে আছে চাকুরির আশায়।

কিন্তু তারা অনলাইনে একটু যদি রিসার্চ করত এসব ব্যাপারে। তাহলে কারো বসে থাকা লাগত না।

কীভাবে শিখব মার্কেটিং?

ধরুন আপনি ইন্সটাগ্রাম মার্কেটিং শিখবেন। এরজন্য একটি সূচিপত্র বানাবেন। যেমন এরকমঃ

- ✓ Professional Instagram Account Setup
- ✓ How to post Content in Instagram
- ✓ How to increase followers in Instagram
- ✓ How to make theme on Instagram
- ✓ Software's to use for Instagram
- ✓ Scheduling Software's for Instagram
- ✓ How can I get fast growth in Instagram

একেকটা সেকশন পাবেন এবং এই সেকশনগুলোর ভিত্তি ও দেখে ব্লগ পড়ে, নোট রেখে আপনি নিজেকে নিজেই শিখিয়ে ফেলতে পারবেন মার্কেটিং। আবার অনেকে আছেন যারা প্রত্যেক ক্ষিল শেখার জন্য এমন আউটলাইন বানাবেন, তাদেরকে বলি – আপনারা আসলে পারবেন এই সেষ্টের জয় করতে। কিন্তু আমাদের কোনো কিছু শিখতে গেলে সমস্যা কোথায় হয়?

আমাদের সমস্যা এখানে। আমরা নিজেরা অসহায় অনেক। নিজেদের অলসতা কাটিয়ে শিখতে গেলে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। কিন্তু যদি আপনি ফ্রিল্যান্সিংকে নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চান তাহলে আপনাকে অলসতা কাটাতে হবে।

ডিজিটাল মার্কেটিং মানে আমরা শুধু মার্কেটিং বুবি। কিন্তু এটা শুধু মার্কেটিং না। এখানে আপনাকে অনেক কিছু জানতে হয়। যেমন ধরণ আপনি একটা নতুন ব্রাউন্স প্রমোট করতে চান। এরজন্য আপনাকে কী করত হবে?

প্রথমে আপনাকে চেকলিস্ট বানাতে হবে। যেমন –

ফেসবুকে কী কী করা লাগবে?

- পেইজ বানাতে হবে প্রফেশনাল
- পোস্ট করতে হবে প্রতিদিন
- নানা গ্রুপে শেয়ার করা লাগবে
- প্রতিদিন পেইজের ইনসাইটস চেক করতে হবে
- ফেসুবকে হয় অ্যাডভার্ট রান করতে হবে



ঠিক এভাবে আপনাকে নিজের মাথাকে কাজে লাগিয়ে বের করতে হবে কী করা দরকার। একটা ব্যাপার সবসময় মনে রাখবেন আপনার আসে পাশে এত মানুষ মার্কেটিং করে কিন্তু আপনার হৃদিস থাকে না। আপনি অপেক্ষা করেন কখন আপনাকে হাতে ধরে শেখাবে।

ধরণ, আপনি আমার বই পড়লেন তারপর আপনার মনে হাজারটা প্রশ্ন আসবে তাই না? তাহলে আপনার এই হাজারটা প্রশ্ন আপনি কোথায় করবেন আমাকে? আপনি চাইবেন আমি আপনাদের হাতে ধরে শেখাই। তার জন্য আপনাকে কী করতে হবে? আপনার সব প্রশ্নের জন্য ১০ মিনিট স্কুলের গ্রুপে জয়েন করে ফেলবেন।

সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং

ফেসবুক, টুইটার, ইনস্ট্রাগ্রাম, পিন্টারেস্ট, লিংকডইন ইত্যাদি সোস্যাল মিডিয়াতে মার্কেটিং করাকেই বলে সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং। এর মাধ্যমে মূলত সোস্যাল মিডিয়া গুলোতে ইনগেইজমেন্ট বাড়ানো হয়। প্রত্যেক মার্কেটিংয়েরকিছু কমন স্টেপ আছে, চলুন জেনে নি,

১

পেইজ বা প্রোফাইল ক্রিয়েশনঃ যেকোনো সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করার জন্য আমাদের অন্যতম স্টেপ হলো ক্রিয়েশন। সব সময় মনে রাখতে হবে পেইজ এবং প্রোফাইল ক্রিয়েশনের আগে আপনাকে প্রফেশনাল ব্যানার এবং কভার, ডেসক্রিপশন লিখতে হবে। এতে করে আপনার অডিয়ান্সের ট্রাস্ট বাড়বে। কেন? কারণ যেই পেইজটা দেখে মনে হয় এফোর্ট দেয়া হয়েছে সেখানে অডিয়ান্স রিচ বেশি থাকে।

২

কনটেন্ট ক্রিয়েশনঃ যেকোনো কনটেন্ট সোস্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করলে কী কাজ হবে? আপনাকে আপনার সোস্যাল মিডিয়া অনুযারি কনটেন্ট প্লান করতে হবে। মনে রাখবেন প্রত্যেক প্লাটফর্মের মধ্যে কিন্তু আপনার আলাদা আলাদা সাইজ মেইনটেইন করতে হবে। এবং মনে রাখবেন যত বেশি ভ্যালু মেরিং কনটেন্ট পোস্ট করবেন ততো সোস্যাল মিডিয়ার রিচ বেশি থাকবে।

৩

প্লানিংঃ সবসময় মার্কেটিং করার আগে জেনে নেবেন আপনার টাগেট কত? এক সপ্তাহে আপনি কত পোস্ট করবেন? কত ফলোয়ার এবং লাইক লাগবে? কত মানুষকে এগেইজড করবেন? এরপরে নিজের জন্য মার্কেটিং ক্যালেন্ডার বানিয়ে নেবেন। সব কিছু গুচ্ছয়ে রাখা যাবে।

আপনি হয়তো মনে মনে বলছেন “আপু, আপনি কী নিজের আলমারি গুছিয়ে রাখেন? আপনি কী এলোমেলো না?”

সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি যেই টেবিলে বসে বই লিখছি সেই টেবিল অগোছালো থাকলে মনে হয় আমার অনেক টাইম বেশি খরচ হয় কাজ করতে। তাই আমি সব সময় সব কিছু গুছিয়ে রাখতে ভালোবাসি।

যেকোনো মার্কেটিং করার ক্ষেত্রেও আমি অনেক গুছিয়ে কাজ করি।

8

পেইড মার্কেটিং: যদি সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করতে গিয়ে পেইড মার্কেটিং করতে হয় তাহলে সহজ ভাষায় একে আমরা বলি অ্যাডভার্ট রান করা। এক কথায় – এক মরিচিকার জগত। সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ের অন্যতম ধাপ হলো পেইড মার্কেটিং। এর মাধ্যমে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করে মানুষের টাইমলাইনে বা তাদের ম্যাসেঞ্জারে স্পন্সর অ্যাডভার্ট দেখাতে পারবেন। যারা মার্কেটিংয়ে পেইড মার্কেটিং ভালো পারে তারা অনেক বিজনেসের ভাগ্য বদলে দেয়।

৯

অভিযাস ফ্যাক্টর: বিভিন্ন প্লাটফর্মের বিভিন্ন নিয়ম। আপনি ইনস্টাগ্রামে মার্কেটিং করবেন? আপনাকে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে হলে হ্যাশট্যাগ রিসার্চ করতে হবে। আপনি ফেসবুকে অর্গানিক রিচ বাঢ়াবেন? তাহলে গ্রুপ বিল্ড করে নিজের কমিউনিটি বানাতে পারবেন। লিংকডইন এ কানেকশন বাঢ়াবেন? তাহলে ভালো আর্টিকেল লিখতে পারেন। টুইটারে এনগেইজমেন্ট লাগবে? বেশি টুইট করবেন। এই অভিযাস ফ্যাক্টর গুলো জানতে হবে তাহলেই আপনারা সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ে ভালো করবেন।

ফেসবুক মার্কেটিংয়ের কমন কিছু স্টেপ আপনাদের জন্য

ফেসবুক মার্কেটিংয়ের কয়েকটি স্টেপ আপনাদের জন্য আমি গুছিয়ে লিখে দিচ্ছি। ধরন, আপনাকে বললাম আমার নতুন একটা কোম্পানি মার্কেটিং করে দিতে হবে তাহলে কীভাবে কাজ করবেন?

পেইজে কনটেন্ট
রেডি করবেন।
ভিডিও, কুইজ, ইমেজ
ইনফোগ্রাফিক

পেইজে যদি
অর্গানিক ট্রাফিক
চান, তবে গ্রুপ
ক্রিয়েট করে
নেবেন।

যেই পোস্টে
এঙ্গেজমেন্ট বেশি
থাকবে সেগুলোকে সব
সময় পিন পোস্ট করে
দেবেন। এতে বেশি
ট্রাস্ট বিল্ড হয়ে থাকে

01

02

03

04

05

06

প্রথমে আপনি ফেসবুক
পেইজ ক্রিয়েট করবেন
এবং ফেসবুক পেইজের
সব বেসিক
ডেসক্রিপশন অ্যাড
করে নেবেন

একশন প্লান বানাবেন,
যাতে প্রতিদিন কত
পোস্ট হচ্ছে এবং
গ্রোথ মনিটর করা যায়

যদি আপনি আরো গ্রোথ
চান, তবে রিলেইটেড
গ্রুপে জয়েন করে লিস্ট
করে রাখবেন

মনে রাখবেন ফেসবুক মার্কেটিং করার আগে সব সময় অর্গানিক
মার্কেটিংয়ে ফোকাস করবেন এবং অর্গানিক মার্কেটিং করে রিচ
বাড়িয়ে ফেসবুক পেইড মার্কেটিংয়ে যাবেন। অনেকেই ফেইসুবক
পেইড মার্কেটিং করতে গিয়ে অনেক কিছু জানে না। তাদের জন্য
আমার কিছু গাইডলাইন রয়েছে।

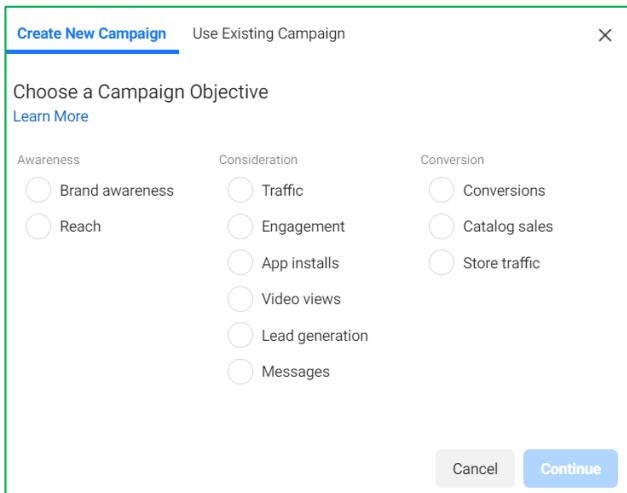
কীভাবে হবেন ফেসবুক অ্যাডভার্ট এ প্রো?

ফেসবুকে মার্কেটিং করতে গিয়ে সবার মাথায় পড়ে একটা বিশাল আপেল। এখন আপনি তো আর নিউটন না যে ফেসবুকের অভিকর্ষ সুত্র আবিষ্কার করে ফেলবেন। তাই আপনাকে কিছু ব্যাপার ফেসবুক। অ্যাডভার্ট সম্পর্কে জেনে রাখা ভালো।

কী কী জেনে রাখা ভালো? কখনো কী ভেবেছেন কোনোটা ভালো? কোনোভাবে অ্যাড রান করলে ভালো হবে? কীভাবে বুঝবেন কত দিন অ্যাড রান করবেন? কীভাবে বুঝবেন কোথায় দরকার কিসের?

জি! সেইখানেই আমার সাজেশন আসবে আপনার আছে।

প্রথমেই জেনে নিন কোনো ক্যাম্পেইন কীভাবে বুঝবেন সেটাকে কী দিয়ে রান করলে ভালো রেজাল্ট আসবে?



ক্যাম্পেইন অবজেকটিভ হচ্ছে আপনার ফেসবুক অ্যাডভার্ট রান করার প্রথম ধাপ। এই ধাপে আপনাকে ভাবতে হয় কীভাবে অ্যাড দিলে ভালো হবে।

একবার ভাবেন আপনার অডিয়োল কী করতে ভালোবাসে এবং সোস্যাল মিডিয়াতে কতটা এনগেইজড। এটার একটা ইকুয়েশন করে দি আপনারদের। প্রথমে আপনার প্রোডাক্ট যখন আপনার অ্যাড দেয়ার জন্য রেডি তখন.....

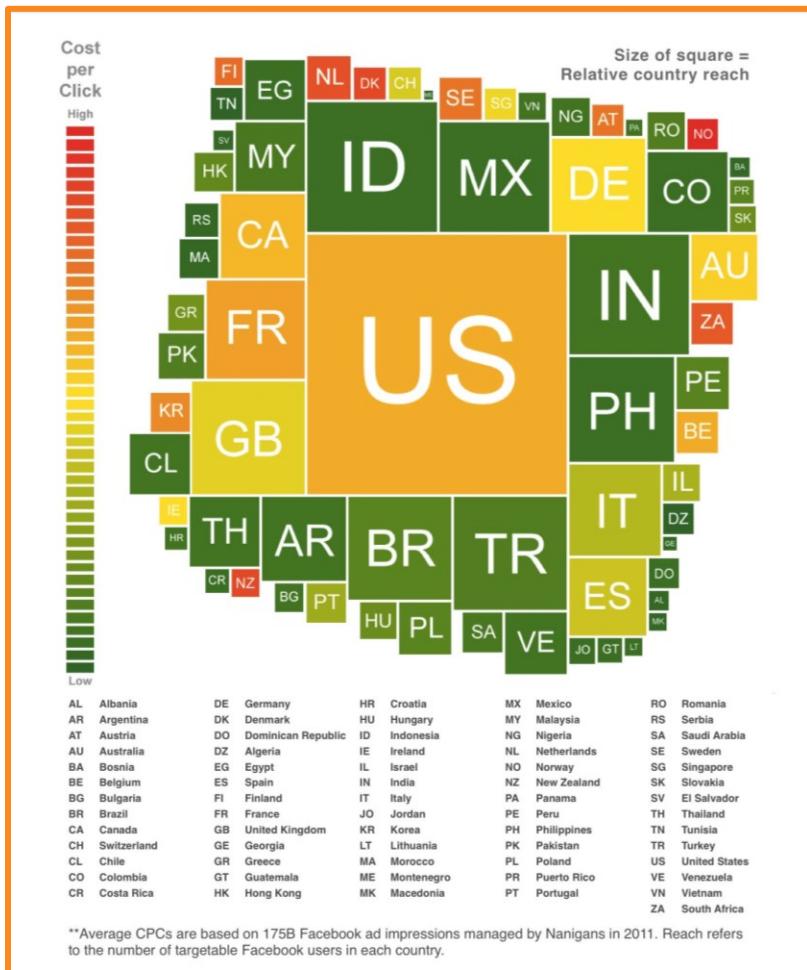


- চেক করবেন তারা কোনো সোস্যাল মিডিয়াতে কত অ্যাকটিভ
- তারা কী করতে ভালোবাসে পারচেইজ, নাকি মেসেজ, নাকি পোস্ট দেখে মেসেজ করতে পারবে
- এই যে তারা একশন নিচ্ছে এটার জন্য ফেসবুক আপনার থেকে কী রকম টাকা কাটবে

মনে রাখবেন – টপ ৫ টা দেশে অ্যাডভার্টের খরচ অনেক বেশি। সেই ৫ টা দেশ হলো – ইউনাইটেড স্টেট (ইউএস), ইউনাইটেড কিংডম (ইউকে), অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ।

আচ্ছা এভাবে না বলে আপনাদের কে একটা লিস্ট দি যা দিয়ে আপনি আইডিয়া করতে পারবেন কোনো দেশে অ্যাড দিতে কত টাকা লাগবে পে-পার-ক্লিকে। এখন একটা ব্যাপার মনে রাখবেন এটা কিন্তু পরিবর্তন হয়। তাই আপনি আমাকে মাইর দিয়েন না যদি এটা পরিবর্তন হয়।

এটি দেখে দেখে আপনি বের করতে পারবেন কোনো দেশে কত বেশি খরচ পড়তে পারে।



তাও অনেকের কাছে কনফিউজিং লাগতে পারে আর তাদের জন্য উপদেশ হলো আপনারা গুগলে সার্চ করবেন “ফেসবুক অ্যাডভার্ট লো কস্ট কন্ট্রি” তাহলেই পেয়ে যাবেন নতুন ডিটেইলস।

এটি দেখে দেখে আপনি বের করতে পারবেন কোনো দেশে কত বেশি খরচ পড়তে পারে। যে সকল দেখে দেখবেন ক্লিক রেইট কম সেখানে আপনি ক্যাম্পেইন অবজেকটিভ যেটাই নেন না কেন স্টো মেসেজ ক্যাম্পেইন হোক আর এনগেইজমেন্ট ভালো রেজাল্ট দিবে।

কারণ এই ক্লিক রেইট তখনি কম হয় যখন ফেসবুকের মানুষকে রিচ করতে কষ্ট না হয়।

তার মানেই ভালো রেজাল্ট।

কী? আমি বুঝাতে পারলাম?

এখন আসছে পরের প্রশ্ন যেটা আমাকে সবাই **করে “আপ, অডিয়াল সাইজ কেমন দিব?”**

ফেসবুক আপনার জন্য অনেক কষ্ট করে। কিন্তু আপনি যদি বেশি বড় অডিয়াল দিয়ে বলেন ভালো রেজাল্ট দিতে ফেসবুক কিন্তু অলস হয়ে যাবে।

তার মানে ফেসবুক আপনাকে ভালো রেজাল্ট দিবে না। ফেসবুকের জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা হলো ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ অডিয়াল। এটার মধ্যে রাখার চেষ্টা করবেন।



আপনাদের আমি কয়েকটা টিপস দেব ফেসবুকের অ্যাডভার্ট রান করার জন্য যা আপনাদের ধারণাই বদলে দেবে। কীভাবে?

চলুন দেখি!

STEP 01

অ্যাড কপি

প্রফেসশনাল
লিখতে হবে



২ টা মানুষ ২টা অ্যাড রান করছে। ২ জনেই ডগ নিস। একজন টি-শার্টের ছবি দিয়ে অ্যাডে ৫০% অফ দিয়েছে।

আরেকজন বললো ৫০% অফ এবং
একটা শার্ট কিনে আপনি ৭ টা মানুষকে
ডোনেট করতে পারবেন। আমি এটা
বলছি না আপনি চেরিটি করেন মিথ্যা
মিথ্যা। কিন্তু পরেরজনের অ্যাডটি অনেক
মানুষের কাছে মনে হবে “কিনে ফেলি”।
কেন?

কারণ তাদের ইমোশন ত্রিগার করেছে।
সব সময় মনে রাখবেন একটা গ্রেট কপি
অ্যাডভার্টের সব সময় উপকার করছেন
এরকম লাগবে হবে। তাহলেই দেখবেন
আপনার সেল কীভাবে বাড়ে আর না
বাড়লে আমাকে আমার ফেসবুকে মেসেজ
দিয়ে বলবেন আপু বাড়ে নি।

ফেসবুক মাকেটিংয়ের অ্যাডভার্ট রান করার আগে থেকেই আপনার অ্যাড
কপি লিখে রাখা ভালো। এবং সব সময় মনে রাখবেন যাতে টেক্সট বড় না
হয়। যাতে মানুষ আপনার অ্যাডভার্ট একসাথে দেখতে পাবে। আর “সি
মোর” এ ক্লিক করা না লাগে।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে, আপু একটা অ্যাডভার্ট কখন বন্ধ করা উচিত। তাদের এই স্টেপ টি ফলো করা উচিত।

কারণ কেন আপনি শুধু শুধু আপনার কষ্টের টাকা নষ্ট করবেন। আর একজন ভালো মার্কেটার কখনোই ফেসবুকে অ্যাড দিয়ে বসে থাকে না। বার বার চেক করে যাতে কোনো কিছু ভুল না হয়।

STEP 02

অ্যাড রেজাল্ট না পেলে



আমার মনে হয় যখন আপনাদের অ্যাডে অনেক লাইক পড়ে ক্লিক আসছে মানেই আপনার অনেক অনেক সাকসেস আসবে। আপনাকে অনেক ফেসবুকের মনিষী বলেছে, ফেসবুকের অ্যাড চালাতে গেলে অনেক ধৈয়শীল হতে হবে।

কিন্তু আমি বলছি আপনার যত হাজার ক্লিক পড়ক না কেন, যদি আপনার ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ রিচ না করে বেশিক্ষণ অ্যাড অন রেখে টাকা নষ্ট করবেন না। যদি সেল চান অ্যাড দিয়ে সেল না হলে, অ্যাড বন্ধ করে দেখবেন কী ভুল হয়েছে।

সাধারণত আপনি সব ইন্টারেস্ট একসাথে দিলে বুঝবেন না যে কোনোটা থেকে রেজাল্ট আসছে না। তাই সবসময় চেষ্টা করবেন যাতে আলাদা আলাদা ইন্টারেস্ট হয়। যদি আপনি শুধু Clothing টার্গেট করেন তাহলে হয়তো ন্যারো করতে (অডিয়ালকে ছোট করতে) ইনগেইজড শ্পার দেবেন কিন্তু একসাথে অনেক গুলো ইন্টারেস্ট দেবেন না। এতে আপনার রেজাল্ট কোথা থেকে আসছে বুঝবেন না। তাই আলাদা আলাদা ইন্টারেস্ট দিয়ে অ্যাড ভার্ট স্প্লিট টেস্ট করতে পারবেন।

একটা বাড়ী বানায় কীভাবে? পিলার বানিয়ে বানিয়ে আসতে আসতে কাঠমো গড়ে। আপনি কী কখনো বাড়ি কিনে এনে আমার জমিতে বসিয়ে দিতে পারবেন? পারবেন না।

তেমনি আপনি জেনে শুনে সাক্ষেসফুল অ্যাড রান করতে পারবেন না। আপনাকে অনেক অ্যাড চালাতে হবে। এরমধ্যে কিছু কাজ করবে কিছু করবে না। আপনি ইন্টারেস্ট পরিবর্তন করে করে চেষ্টা করে দেখবেন আর এভাবেই আপনি আপনার অ্যাডভার্টের সাক্ষেসফুল দুনিয়া বানাবেন।

আপনাকে অ্যাডের ভেতরে বার বার পরিবর্তন করে দেখতে হবে। এখন আপনি আমাকে বলতেই পারেন আপু কী পরিবর্তন করব।

STEP 03

স্টেপ টু স্টেপ গাইডলাইন



Ad Design

- ✓ Image
- ✓ Text
- ✓ Headline
- ✓ Call to action
- ✓ Value proposition

Targeting

- ✓ Country
- ✓ Gender
- ✓ Interests

প্রথমে ধাপে ধাপে এগুলো ঠিক করে নেবেন এবং পারলে একটা ডকুমেন্টে সিরিয়ালি লিখে নেবেন কী কী করতে হবে। তাহলে খুব সহজেই পরিবর্তন করতে পারবেন।

ধরুন আপনার স্টেপ-৩ তে আগের কাজগুলো হয়ে গেল। এরপরেও কিন্তু শেষ হয় নি। আপনাকে আরও কিছু স্টেপ ফলো করতে হবে। যাতে করে আপনার কোনো ভুল না থাকে।

STEP 03

স্টেপ টু স্টেপ
গাইডলাইন



Age

- ✓ Custom Audiences
- ✓ Relationship Status
- ✓ Purchase Behaviors
- ✓ Education Level

Miscellaneous

- ✓ Landing Page/Product Page
- ✓ Ad Placement
- ✓ Campaign Objective
- ✓ Ad Type

এখন নিশ্চয় আপনার মাথায় প্রশ্ন আসবে কীভাবে করবেন এই কাজটা? নিচে আপনাদের কে আমি আরেকটা গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছি। যাতে আপনি ফেসবুক মার্কেটিং শিখে অ্যাডভার্ট রান করতে গিয়ে মাথার ঘাম পায়ে না ফেলেন।

কী শান্তি বলেন? আমার মতো মেন্টর আমি যদি একটা পাইতাম, তাহলে আমার হাজারো ডলারের লস দিতে হতো না।

সব সময় মনে রাখবেন আপনার শেখার কোনো শেষ নেই। যত প্রাণিকাল হবেন তো ভালো শিখবেন।

তাই প্রাকটিস করুন, গুগলে সার্চ করুন সাকসেসফুল অ্যাড কপি অডিয়োস।

এভাবে নিজের নলেজ বাড়ান।

আমি কিন্তু কম্পিউটার সাথে পড়ালেখা করেছি। কিন্তু আমার অনেক বেশি ইন্টারেস্ট মাকেটিংয়ের উপর। আমি এই চার বছরে প্রায় ৪০ টা কোম্পানির সাথে কাজ করেছি। আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো কন্টেন্ট মেকিং। আর একদিনে আমি কোনো কিছু শিখি নি। এরজন্য আমার ৪ বছর কষ্ট করা লেগেছে। মাকেটিংয়ে হট করেই অ্যালগারিদম পরিবর্তন হয়ে যায়। আর তার জন্য আমাদের নতুন ট্রাটেজি বানাতে হয়। আমার নলেজ বাড়ানোর জন্য আমি সব সময় টপ মাকেটার্সদের ফলো করে থাকি।

আপনি চাইলে নিল প্যাটেল, সানি লিউনারদুজি, রিচেল বেল ব্রেয়ান ডিন এদের ফলো করতে পারেন। এতে করে আপনি প্রতিনিয়ত নতুন কিছু জানবেন।

আর আশা করি আপনাকে আমি অনেক কিছু জানাতে পেরেছি। যদি অন্ন কিছুও জানাতে পেরে থাকি তবে আপনি আমাকে মেসেজ করে জানাতে ভুলবেন না। তাছাড়া যদি মনে হয়, আরো জানতে চান, তাহলে আমি সব সময় আপনাদের সাজেশনের অপেক্ষায় বসে থাকি।

পরের সেকশনে চলুন আমরা কিছু ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নিয়ে জানি, যা আমাদের সোস্যাল মিডিয়াতে কাজ করতে অনেক সাহায্য করতে। কিন্তু বর্তমানে ফেসবুকে কিন্তু ক্রিয়েটিভ স্টুডিও এসে গেছে। তার মানে আপনি যদি এই পেট্রিড সফটওয়্যার ব্যবহার না করতে চান, তাহলে এই ক্রিয়েটিভ স্টুডিও ব্যবহার করতে পারবেন।

সোস্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন

আপনি ধরুন মার্কেটিং করছেন কিন্তু আপনি জানেন না কীভাবে আপনার পোস্টগুলো আপনি আগে থেকেই পোস্ট হবার জন্য Scheduled করে রাখবেন এবং আপনার ক্লায়েন্টকে আপনাকে বলতেই হবে আপনি এই সফটওয়্যার গুলোর ব্যাপারে জানেন নাহলে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে মার্কেটার ভাববে না। নিচের সফটওয়্যার গুলোর ফি ভার্সন দিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করবেন এবং ক্লায়েন্ট আপনাকে পেইড কিনে দিতে পারে প্রয়োজনে।



এদের বলে সোস্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এবং এদের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই আপনার সোস্যাল মিডিয়া ম্যানেজ করতে পারবেন। কিন্তু এখন আপনার নজেল পরিষ্কার সময় চলে এসেছে

টেস্ট ১.৩

লেভেল : Easy

ক) নিচের কোনটি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের অংশ?

- ১** সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং
- ২** ডাটা এন্ট্রি
- ৩** ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভিস

খ) সোস্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের টুল কোনটা?

- ১** Buffer
- ২** Hastagify
- ৩** Linktr.ee



উভয় দেখতে এখানে ক্লিক করুন

টেস্ট ১.৩**লেভেল : Intermediate**

ক নিচের কোনো প্লাটফর্ম এ ইন্টাৰেস্ট পিন কৱা
যায়?

১ Pinterest

২ Facebook

৩ LinkedIn

খ কোনো প্লাটফর্মে কিওয়ার্ড রিসার্চ কৱা যায়?

১ Google Adwords

২ Twitter

৩ Instagram



Click

উভয় দেখতে এখানে ক্লিক কৱুন

টেস্ট ১.৩

লেভেল : Expert

ক) হ্যাশট্যাগ দিলে কী হয়?

- ১**) অডিয়ো রিচ করা সহজ হয়
- ২**) অডিয়ো রিচ করা সহজ হয় না
- ৩**) এমনিতেই দিতে হয়

খ) ফেসবুক অ্যাডভাটে সবচেয়ে ইম্পট্যান্ট পার্ট কী ?

- ১**) অডিয়ো এবং ইন্টারেস্ট
- ২**) ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ
- ৩**) HTML & CSS



উত্তর দেখতে এখানে ক্লিক করুন

ক্লিল ০৪- ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট

আমার এক বন্ধু ছিল, যার ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাওয়া আমার কাজ ছিল।
ক্লাসের পড়া শুরু হলে তার খাতা কলম আগে বের করে তারপর আমি
আমারটা বের করতাম। যদিও আমি বুবুতাম না যে আমি পার্সোনালি
তার এক প্রকার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গিয়েছি।

যাই হোক, বাংলাদেশে পার্সোনাল অনলাইন অ্যাসিস্ট্যান্ট কিন্তু খুব কম।
কারণ আমরা এই কনসেপ্টের সাথে পরিচিত না আসলে। কিন্তু যদি
আমি আপনাকে বলি ফ্রিল্যান্সিংয়ে সবচেয়ে নামকরা একটি ফ্রিলের মধ্যে
পরে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স।

এরকাজ কী মূলত, আমরা একটু দেখে নি জব রিকোয়েরমেন্ট।

Virtual/Administrative Assistance

Posted 3 hours ago

► Specialized profiles can help you better highlight your expertise when submitting proposals to jobs like these. [Create a specialized profile.](#)

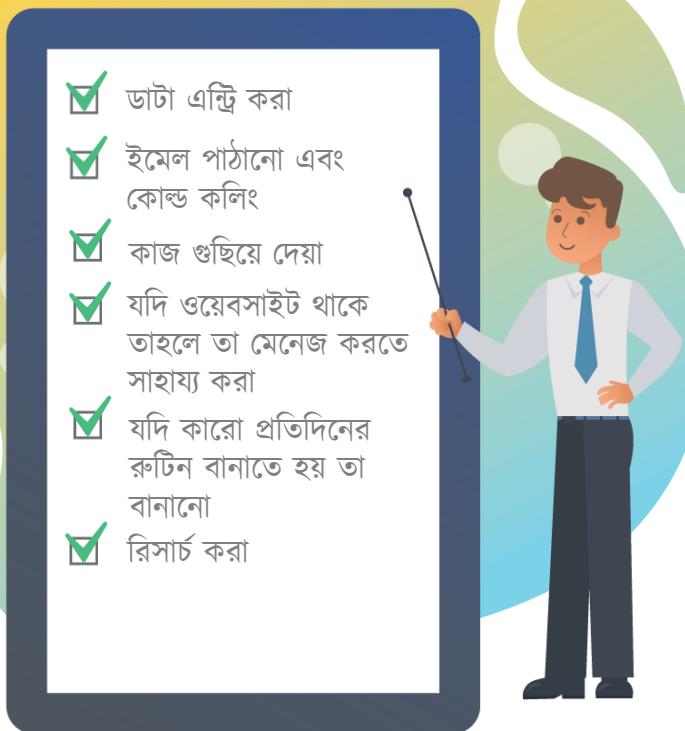
We are looking for someone to help organize our business structure on the administrative side of things by creating processes and projects in airtable, we also need someone to reach out to influencers and assist in general admin work for an online fashion e-commerce business

- Must be experienced with Shopify, SMM
- Strong administrative & organizational skills
- Experienced in using airtable, managing and organizing processes and admin

ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট যেকোনো কিছুর হতে পারে। যেমন ধরণ
একজন মানুষ নতুন বই পাবলিশ করবে। তার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট
তাকে কী কী সাহায্য করতে পারে?

অথবা ধরণ, একজন ব্যক্তি নতুন কোম্পানি করেছে, তার অ্যাডমিন
টাক্ষণ্ডে করার জন্য কাউকে দরকার।

এখন অ্যাডমিন টাক্স কী ?



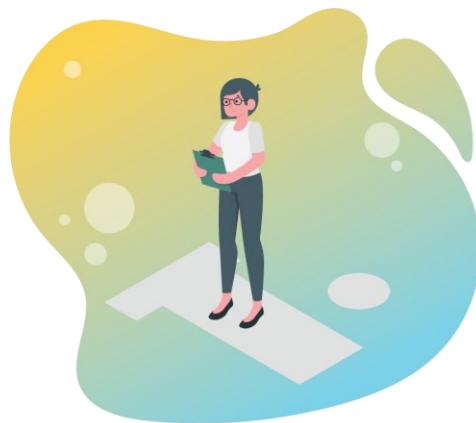
যেকোনো ক্ষিলের ক্ষেত্রে আপনি কারো অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে কাজ করতে পারেন। ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করা মানে হলো আপনি অনেক নতুন কিছু শিখবেন। এটির জন্য আপনাকে ইংরেজিতে দক্ষ এবং শুধুমাত্র টেক স্যাভি হলোই হয়।

কারণ যদি আপনাকে কোনো নতুন কিছু টাক্ষ দেয়া হয় আপনি অনলাইনে সার্চ করে বের করে নিতে পারবেন এর মাঝে আপনার অনেক নতুন নতুন কিছু শেখা হবে।

যদি আপনি নতুন হন ফিল্যাসিংয়ে তাহলে আপনি এই সেক্টরকে কাজে লাগাতে পারেন। অনেকেই অফিস এ অ্যাডমিন জব করে তাদের জন্য এই ধরনের ফিল্যাসিং জব করা খুব সহজ। তারা খুব সহজে এই কাজটি অল্প সময়ে শিখতে পারবে।

তাছাড়া বর্তমানে আমেরিকার মতো শহরে যেকোনো কাজের জন্য তারা কারো সাহায্য নিতে পছন্দ করে। এমনও হয়ে থাকে, কারো শুধু বাজারের লিস্ট বানানোর জন্য একজন অনলাইন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার হয়ে থাকে তাহলে আপনিও কিন্তু চাইলে জব ডেক্সিপশন পড়ে তাদের জানাতে পারেন কেন আপনি এই কাজটি করতে পারবেন।

ব্যাস! হয়ে গেল! এভাবে আপনি এই সেক্টরে কাজ করতে পারেন।



ক্ষিল ০৫ - ডাটা এন্ট্রি

আমি আমার বাবাকে দেখতাম কম্পিউটারে বসে সারাদিন এক্সেল খুলে অনেক হিসাব করত। আমি বাবাকে বলতাম -

- “বাবা, কী কর”
- বাবা বলতো ডাটা এন্ট্রি করছি, বিরক্ত করবে না ভুল হয়ে যাবে।

আমাকে কেউ কিছু করতে নিষেধ করা মানে আমি আরো বেশি করে করি।
আমি বাবাকে আবার প্রশ্ন করলাম-

- “বাবা, ডাটা এন্ট্রি কী?”

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে ভাবল বলবে না, তারপর আমি পেছন ছাঢ়ব না তাই বলেই ফেলল

- মা, ডাটা এন্ট্রি হলো কোনো একটা টপিকে ডাটা খুঁজে গুছিয়ে এক্সেলে ইনপুট দেয়া। যেমন আমি এখন যত ট্রেনিং সেন্টার আছে বাংলাদেশে তাদের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগের নাম্বার, ওয়েবসাইট, সোস্যাল মিডিয়া খুঁজে এখনে রাখছি। এরকম ২০০ টা খুঁজে বের করতে হবে এবং অফিসে জমা দিতে হবে। এইতো ডাটা এন্ট্রি।



যখন আমি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি দেখলাম এটাতেও ফ্রিল্যান্সিং করা যায়। হাজারো অনলাইনের ডাটা কালেক্ট করে আপনার ক্লায়েন্টকে পাঠিয়ে অনেক বড় এবং ভালো পরিমাণের টাকা পাওয়া যায়।

ডাটা এন্ট্রির একটি কাজের উদাহরণ

Data Entry

Posted 1 hour ago

► Specialized profiles can help you better highlight your expertise when submitting proposals to jobs like these. [Create a specialized profile.](#)

I have a pdf that organizes companies by county and then lists all employees of specific locations of that company within that county. I need to take each individual person noted and put there information into an excel file for our CRM and management. Attached are the fields to capture in excel and the source PDF that all the information should come from. Let me know if there are any questions.

Thanks!

এমন হতে পারে আপনার স্লায়েন্টকে আপনার একটা পিডিএফের লেখা মাইক্রোফট ওয়ার্ডে তুলে দিতে হবে। এই ছোট কাজগুলো করেও আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন। অনেকেই ভাবে আমি আসলে কী কাজ করব?

সবকিছু শিখতেই তো সময় লাগে। দেখুন, কত সহজ কাজ শিখে ফেলা যায়।

তাহলে একটি নিজে নিজে চেষ্টা করে শিখে নিতে পারি কাজটি এবং ফ্রিল্যান্সিং করতে পারি।

কোথায় ফ্রিল্যান্সিং করা যায়

ফ্রিল্যান্সিংয়ের ফিল নিয়ে আমরা কথা বলব কিন্তু তার আগে আমরা কয়েকটি ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট দেখব যেখানে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন।



সবসময় মনে রাখবেন কখনো এই সাইটগুলোতে ফিল ব্যতীত প্রোফাইল বানাবেন না। কীভাবে প্রোফাইল বানাবেন এবং কীভাবে নিজের ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবেন তা নিয়ে আমরা কথা বলব অনেক জলদি। তাই একটু নিজেকে বলেন “আস্তে ভাই! আস্তে!”

আমি যখন ফিল্যান্সিং শুরু করেছিলাম, যদি আমাকে কেউ বলে দিত
কোথায় ফিল্যান্সিং করা যাবে তাহলে আমি ফিল্যান্সিং করে সব টাকা আয়
করে ফেলতাম। কিন্তু হলো না!

আমার জীবনে আজকে আমি ৩ বছর ফিল্যান্সিং করছি, কিন্তু ৬ মাস আমি
শুধু কীভাবে করব আর কোথায় করব ভেবে দিন কাটিয়েছি।

কিন্তু আপনি অনেক ভাগ্য নিয়ে এসেছেন, কারণ আপনি এখন জেনে
যাবেন কোথায় করে ফিল্যান্সিং।

ফিল্যান্সিং করার জন্য কয়েকটি ওয়েবসাইট আছে এবং এদেরকে বলা হয়
মার্কেটপ্লেস। এখানে ক্লায়েন্ট এসে নিজেদের প্রয়োজন মতো একজন
ফিল্যান্সারকে কাজ দিয়ে থাকে এবং কাজ দেয়ার পরে তাকে পেমেন্ট
করে কাজ নিয়ে রিভিউ দিয়ে চলে যায়।

এটি হলো সহজ ভাষায়।

এরকম প্লাটফর্মের মধ্যে রয়েছে -

- ১। আপওয়ার্ক
- ২। ফাইভার
- ৩। ফিল্যান্সার ডট কম
- ৪। পিপল পার আওয়ার

এছাড়াও আরো অনেক প্লাটফর্ম রয়েছে যেখানে বাংলাদেশিরা কাজ করে
থাকে। প্রত্যেক প্লাটফর্মের কাজের ধরন আলাদা এবং একেক প্লাটফর্মে
কাজ করা ফিল্যান্সারাও অন্যরকম

Upwork

আমার মতে সবচেয়ে কঠিন প্লাটফর্ম এবং এখানে কাজ করার জন্য প্রফেশনালিজম খুব জরুরি। ধরুন, আপনি একটা ক্ষিলের 80% কাজ জানেন কিন্তু আপনার মোটেও উচিত হবে না এই প্লাটফর্মে কাজ করার জন্য প্রোফাইল বানানো।

এখানে কাজ করার আগে আপনাকে কয়েকটি ধাপ পার করতে হবে এবং সেই ধাপ পার করলেই আপনার এখানে প্রোফাইল করা ঠিক হবে।

কী কী করা উচিত আপওয়ার্কে প্রোফাইল বানানোর আগে?

প্রোফাইল বানানোর আগের প্রস্তুতিঃ প্রোফাইল বানানোর আগে নিচের বক্সে থাকা সকল ডিটেলসগুলো আমাদের আছে কিনা চেক করতে হবে

	হ্যাঁ	না
পোর্টফলিও আছে?		
ভোটার আইডি অথবা পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে? (ভেরিফিকেশনের জন্য)		
ওভারভিউ আছে?		
টাইটেল সিলেকশন হয়ে গেছে?		
প্রোফাইল পিকচার আছে?		
ক্ষিল স্টিং করা আছে?		

এই সব কিছু রেডি হলেই আপনি আপওয়ার্কে প্রোফাইল বানানোর জন্য তৈরি। এরপরে আপনার প্রোফাইল তারা অ্যাপ্রুভ করে দিবে।
আপওয়ার্কে কাজ করতে হলে আপনাকে প্রোফাইল একপ্রত্ব করাতে হবে নাহলে আপনি কাজ করতে পারবেন না।

অনেকেই আছে যারা প্রোফাইল বানিয়ে অ্যাপ্রুভাল পায় না। কারণ তাদের প্রোফাইলে প্রফেশনালিজম থাকে না।

আপনি একজন প্রফেশনাল, এটি আপনার প্রোফাইল দেখে আমাকে বুঝতে হবে।

শুরুতে আপনি ২০টি কানেক্ট পাবেন। কানেক্ট হচ্ছে আপওয়ার্কের আবেদন করার কারেসি। এই কারেসি কেটে নেয় যখন আপনি জবে আবেদন করেন। ধরুন আপনি একটি কাজে অ্যাপ্লাই করছেন, কোনো জবে আপনার ৬টি কানেক্ট লাগে, কোনো জবে ৪ বা ২টি। কিছু জব আপনি না পেলে এই কারেসি ফেরত দিয়ে দেয়। কিন্তু আপনি যখন আবেদন করবেন অনেক সচেতন হয়ে আবেদন করা ভালো, যাতে আপনার কারেসি নষ্ট না হয়।



তাছাড়া আপওয়ার্কে এখন ডি঱েক্ট কনট্যাক্ট আছে যার মাধ্যমে আপনি বাইরের ক্লায়েন্ট এনে কাজ নিয়ে সেই পেমেন্ট নিতে পারবেন। এরজন্য আপনার হতো ৩ পারসেন্টের একটু বেশি টাকা কেটে রাখবে ওরা।
আপওয়ার্কে এখন বর্তমানে ২০% টাকা কেটে রাখে প্রত্যেক পেমেন্টের।
এবং এখানে আপনি ২ ধরনের জব করতে পারবেন

ঘণ্টায় (Hourly): যদি আপনি ঘণ্টায় কাজ করেন তার মানে প্রতি ঘণ্টা কাজের জন্য আপনি পেমেন্ট পাবেন এবং এই পেমেন্ট ট্রাক করা হয় টাইম ট্রাকার দিয়ে। প্রতি ১৫ মিনিট পরে এই কারণে স্কিন ক্যাপচার করা হবে এবং আপনি কাজ করছেন কিনা দেখা হয়। এতে আপনার টাইপিং স্পিড এবং অ্যাকটিভ মনিটর করা হয় যার কারণে আপনার ক্লায়েন্টের বুকাতে সুবিধা হয়। প্রতি রবিবার এই ট্রাকিং শেষ হয় এবং বুধবারের মধ্যে বিলিং হয়। আপনি পরবর্তী শুরুবার টাকা তুলতে পারেন।

ফিক্সড প্রাইস (Fixed Price): কোনো ফিক্সড প্রজেক্টের জন্য আপনি এখানে কাজ করে থাকেন। ক্লায়েন্ট আপনার জন্য মাইলস্টোন সেট করে এবং কাজ জমা দিলে আপনি পেমেন্ট পেয়ে যান। এবং ৫ দিন পরে আপনি সেটি তুলতে পারেন। ঘণ্টায় কাজের পেমেন্ট ১৪ দিন লাগে কারণ ৫ দিন ক্লায়েন্টকে সময় দেয়া হয় আপনার কাজ চেক করার জন্য।

এছাড়াও আপওয়ার্কে আপনি প্রত্যেক স্কিলের জন্য আলাদা **Specialized Profile** করতে পারবেন।

যেমন ধরুন আপনি মার্কেটিং করেন এর জন্য একটি প্রোফাইল এবং পাশেই একই প্রোফাইলে **Specialized Profile** করতে পারবেন।

নতুন স্কিলের জন্য আপনাকে নতুন প্রোফাইল করা লাগে না এখন আর। এবং আপওয়ার্ক বা যেকোনো প্লাটফর্মে আপনি একের অধিক প্রোফাইল করতে পারবেন না। এবং আপওয়ার্কে আপনার প্রোফাইলের নাম ভোটার আইডের নাম একই হতে হয় ভেরিফিকেশনের জন্য।

প্রোফাইল বানানো অনেক সহজ আপনি স্টেপ স্টেপ ফলো করে বানিয়ে ফেলতে পারবেন।



যা না জানলেই নয়

কিছু ব্যাপার আপওয়ার্কের ব্যাপারে না জানলেই নয়। এরমধ্যে রয়েছে আপওয়ার্কের নতুন ব্যাজ, কানেক্ট ডিটেইলস এবং পেমেন্ট মেথড। আমার মনে হয় আপনি আগেই জেনে গেছেন পেমেন্ট মেথড নিয়ে। তাই আমরা হয়তো ব্যাজ গুলো নিতে জানতে পারি। **Rising Talent, Top rated, Top rated plus, Expert- Vetted** এগুলো আপওয়ার্কের কিছু ব্যাজ। আপনি যখন কাজ করবেন এবং ক্লায়েন্ট আপনাকে ফিডব্যাক দেবে। তখন আস্তে আস্তে আপনি এই ব্যাজের ক্রাইটেরিয়া পার করে যাবেন।

যখন আমরা বই লিখছি তখন আরও কিছু ব্যাজ চলে এসেছে। Top Rated Plus যাকিনা আপনি টপ রেইটেড থেকে ১২০০০ ডলারের এর বেশি আয় করলে ১২ মাসে, তাহলেই পেয়ে যাবেন।

তাও যদি অনেক অনেক বামেলা লাগে আপনি টুপ করে একটা সার্চ করে নিতে পারেন এখানে আপওয়ার্ক কমিউনিটিতে। কেননা এখানে আপনি সব গাইডলাইন পাবেন আর না পেলে আমাদের কোর্স তো আছেই। আপনি হয়তো ভাবছেন, আপু কোর্সের একটা প্রমোশন করে দিল। হয়তো অনেকে বই পড়ে বলবে আপু প্রাণ্টিকাল কিছু শিখলাম না। তাই বলে রাখলাম আপনাদেরকে কোর্সের কথা।

বাংলাদেশ থেকে আপওয়ার্কে কাজ করতে গেলে অনেকেই ভাবে প্রোফাইল অ্যাপ্রভ করানো কঠিন। কিন্তু না, আপনি যদি যে কাজ পারেন তা সুন্দর করে আপনার প্রোফাইলে থাকে। তাহলে কাজ নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হয় না। আর আপওয়ার্কের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপওয়ার্কেই এর উত্তর পাবেন।

Upwork help

fiverr

যা না জানলেই নয়

আমার মতে কাজ করে মজা পাওয়া যায় ফাইভারে। ধরুন, আপনি একদম নতুন আপনি ছেট কাজ পারেন। হতে পারে শুধু আপনি ডাটা এন্ট্রি পারেন। ফাইবারে আপনি কাজ করতে পারবেন। ফাইভার হচ্ছে গিগ বেসড প্লাটফর্ম। এখানে কাজ করার জন্য আপনাকে গিগ বানাতে হয়।

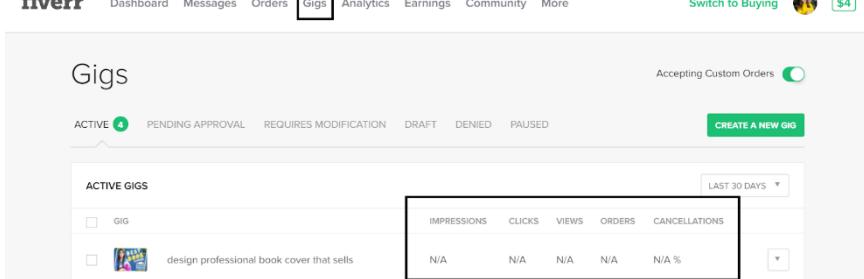
এবার ভাবছেন গিগ কী? আপনি যখন কোনো দোকানে যান এবং দোকানে অনেক রকমের আইটেম সাজানো দেখেন। তেমনি ফাইবারেও সেম

The screenshot shows the Fiverr search interface with filters for Category, Service Options, Seller Details, Budget, and Delivery Time. It also includes toggles for Local Sellers and Online Sellers. The search term is 'web development'. Below the filters, there's a 'Top Rated Seller' filter applied. The results are sorted by Relevance. The first result is 'RESPONSIVE WORDPRESS WEBSITE CREATION' by 'aanabrasheed', starting at \$90. The second is 'PHP WEBSITE OR WEB APPLICATION' by 'csgEEK', starting at \$25. The third is 'I will do any kind of web design or web development related...' by 'laravel_expert', starting at \$100. The fourth is 'WEBSITE DEVELOPMENT' by 'ajayceo1985', starting at \$230. The fifth result is 'Laravel' by 'Laravel', starting at \$10. The sixth result is 'GAME DEVELOPMENT' by 'Game Developers', starting at \$10.

এখানে এভাবে গিগ সাজানো থাকে। আপনি ইউটিউবে দেখে খুব সহজে গিগ বানিয়ে ফেলতে পারবেন।

কিন্তু এই নরমাল কথাটা বইয়ে বলার কী দরকার বলুন? কী স্পেশাল আপনাদের বলব আমি?

ফাইবারে কাজ পাওয়ার জন্য গিগ এবং Buyer Request অপশন থাকে। এই অপশনে আপনার বায়ার কী কাজ লাগবে লিখে দেয় আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হয়। আমরা কভার লেটার সেকশনে শিখব আসলে কীভাবে লিখে কভার লেটার। এবং যখন আপনি আপনার গিগ প্রোমোট করবেন আপনি ইন্প্রেশন দেখতে পাবেন কত ক্লিক হলো।



এই স্ক্রিনশটে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফাইবারের প্রোফাইলের একটি অংশ। এখানে মেসেজে আপনি মেসেজ দেখতে পাবেন। অর্ডারে আপনি অর্ডার দেখতে পাবেন এবং অ্যানালিটিকসে আপনি আপনার মেট্রিক্স দেখতে পাবেন। এবং কমিউনিটিতে আপনি নানা রকমের ইনফরমেশন, ব্লগ এবং কোর্স দেখতে পাবেন।

গিগ বানানোর সময় মনে রাখবেন কিওয়ার্ড এবং কভার ইমেজ যাতে সুন্দর হয়। এবং এতে করে আপনার অর্ডার পাওয়ার চাঙ বেড়ে যায়। এবং আপনি চাইলে আপনার গিগ এ আপনার বিহেসের প্রোফাইল, পোর্টফলি ও প্রোফাইল অ্যাড করে রাখতে পারেন।

খুব সহজ একটি প্লাটফর্ম কিন্তু কোনো প্লাটফর্মে আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে মেসেজে বলতে পারবেন না বাইরে মেসেজ করতে এবং যোগাযোগের কোনো তথ্য শেয়ার করতে। তাহলে আপনি ব্যান হয়ে যেতে পারেন।

ফিল্যাসার ডটকম আমার কাছে অনেক বেশি কঠিন লাগে কাজ করার জন্য। আমার মনে হয় এখানে কাজ করার জন্য কাজের থেকে আপনার প্রোফাইল সেট-আপ করতে ঝামেলা হয় বেশি। আমার মনে হয় এত মার্কেটপ্লেসে নিজেদেরকে নিয়োজিত না করে, শুরুতে আপনি ফাইভারে গিগ বানিয়ে নিতে পারেন। এবং গিগ প্রমোশন করতে থাকবেন।

এরপরে পাশাপাশি আপনার আপওয়ার্কের প্রোফাইল গুছিয়ে নেবেন। আমাদের বইয়ের ভিতরে রয়েছে আপওয়ার্কের সাফল্যতার গাইডলাইন।

আপনি যদি এই গাইডলাইন ফলো করে চলেন আমার মনে হয়, আপনার জন্য আপওয়ার্কে কাজ পাওয়া আরো সহজ হয়ে যাবে।

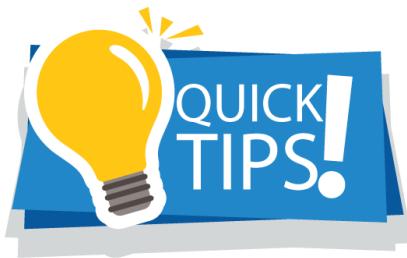
তাও, কিন্তু অনেক দ্রুত হবে না। কারণ, আপনার প্রোফাইল গুছিয়ে নিয়ে চাকরিতে আবেদন করতে অনেক সময় লাগে। তাই, আপনি চেষ্টা করবেন এই সকল কিছু পালন করার পর প্রোফাইল বানাতে।

আমার সকল ছাত্র-ছাত্রিণি সময় নিয়ে কোনো দক্ষতা অর্জন করে, তার পোর্টফলিও বানিয়ে নেয়। এরপরে তারা রিসার্চ করে মার্কেটপ্লেসের সকল চাকুরী নিয়ে।

এতে করে তাদের সাফল্যে তাড়াতাড়ি আসে। তাই, আমি আপনার শিক্ষক হিসেবে আপনাকে এই উপদেশ দিলাম যাতে আপনি বলতে পারেন, “জয়িতা আপু, আমি সাফল্যতা পেয়েছি আপনার দিকনির্দেশনায়”

আচ্ছা, খুব ভালো হতো না যদি আপনাকে আমি আরো কিছু দিকনির্দেশনা দিতাম?

চলুন আমরা পরবর্তী অংশে আপনাদের আরো কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করি। প্রদান করি একটি কঠিন বাংলা হয়ে গেল। তাই না?



কিছু ব্যাপার যা না মানলেই নয়ঃ

- ১। সবসময় মার্কেটপ্লেসে নিজেকে অর্গানাইজড রাখা ভালো এবং তার জন্য আপনাকে নানা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। যেমনঃ গুগল ড্রাইভের সফটওয়্যার এবং Slack, Trello এগুলোর ব্যবহার জানতে হবে। যাতে ক্লায়েন্ট আপনাকে টেক স্যাভি ভাবে।
- ২। ফ্রিল্যান্সিংয়ে টাইমিং EST মেইনটেইন করে এবং আপনিও এই টাইমে বেশি কাজে অ্যাপ্লাই করার মানসিকতা রাখবেন।
- ৩। সব সময় দেখে নেবেন ক্লায়েন্টের পেমেন্ট ভেরিফাইড কিনা। ফাইবারে লাগে না কিন্তু আপওয়ার্কে জবে অ্যাপ্লাইয়ের আগে দেখে নেবেন।
- ৪। যখন আমরা বই লিখছি তখন আপওয়ার্কে একটি আপডেট এসেছে সেটি হলো আপনার ক্লায়েন্টের সাথে কোনো জব পাওয়ার আগে কোনো পারসোনাল কনটাক্ট ইনফরমেশন শেয়ার করা যাবে না।



৫। সবসময় আপনার ক্লায়েন্টকে ইন্টারভিউ সাজেস্ট করবেন যদি বড় প্রজেক্ট হয়। কারণ কাজের আগে বুঝে নেয়া ভালো যাতে আপনাকে বাজে রিভিউ না দেয়।

৬। আপওয়ার্কে এবং ফাইবারে ব্যাজ থাকে। আপওয়ার্কে টপরেইটেড এবং রাইজিং টেলেন্ট ব্যাজ থাকে এবং এগুলো আপনি ভালো কাজ করে গ্রাইটেরিয়া মিট করলেই পাবেন। প্রত্যেক কাজের জন্য জব সাকসেস থাকে। ৯০% হতে পারে ৮০% হতে পারে। এবং ফাইবারে লেভেল থাকে। লেভেল ওয়ান, লেভেল টু এবং টপ রেইটেড সেলার। এগুলো আপনি সাকসেস এবং রেসপন্স রেইট মেইটেইন করলেই পাবেন।



৭। সবসময় প্লাটফর্মে অ্যাক্টিভ থাকবেন যাতে জলন্দি রিপ্লাই করে আপনি কমিউনিকেশনে ভালো দেখাতে পারেন।

বাবারে! অনেক বোরিং লেকচার হয়ে গেল। এবার শুনুন, টাকা কিন্তু ফিল্যাপিংয়ে গাছে ধরে। কিন্তু আপনাকে ভালো গাছ খুঁজে বের করতে হবে এবং নিজে পরিচর্যা করতে হবে। তাহলেই কিন্তু ফল দিবে। নাহলে কিন্তু মাকাল ফল হয়ে রয়ে যাবে।

ফিল্যাসিং করার আগে প্রস্তুতি

ফিল্যাসিং শুরুর আগে আপনাকে অনেক কিছুর প্রিপারেশন নেয়া উচিত। কারণ যেই সেট্টারে কাজ করবেন তার সাথে আপনাকে বানাতে হয় অনেক কিছু। কিন্তু শিখে তো আপনি ফিল্যাসিং শুরু করে দিতে পারবেন না। এরপরেও আপনাকে নিতে হবে কিছু প্রিপারেশন।

প্রথম প্রিপারেশনে আপনার ভোটার আইডি বা পাসপোর্ট আইডি না থাকতে ভেরিফিকেশন করতে পারবেন না। তারজন্য এটা আপনাকে রাখতেই হবে। এর পরে কী লাগবে?



পোর্টফলিওঃ

আপনি যে স্কিলে দক্ষ তার জন্য আপনাকে কাজের স্যাম্পল বানাতে হয় এবং তাকে বলেপোর্টফলিও। এই পোর্টফলিও আপনি প্রোফাইলে অ্যাড করবেন বা আপনার ক্লায়েন্টকে পাঠাতে পারবেন।

ওভারভিউঃ

আপনার প্রোফাইলের ডেসক্রিপশন এবং আপনার ইন্ট্রো আপনাকে সুন্দর করে লিখতে হয় সিভির মতো আর এটাকে বলে ওভারভিউ

কভারলেটারঃ

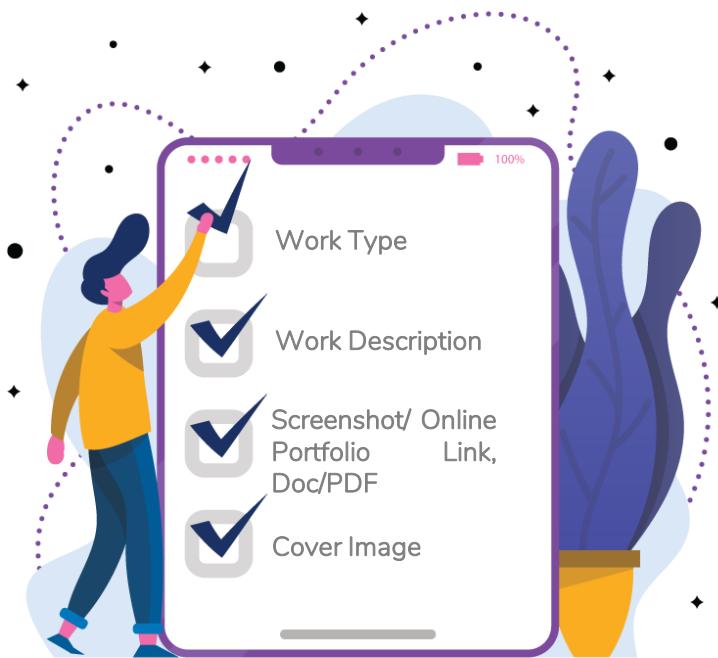
জবে অ্যাপ্লাই করতে হলে আপনাকে কভার লেটার লিখতে হবে এবং কভার লেটার লিখতে হলে আপনাকে জানতে হবে কীভাবে সাকসেসফুল কভার লেটার লিখে। এগুলো আপনি পরবর্তী সেকশনে পেয়ে যাবেন।

এসব কিছু যদি আপনি জানেন এবং ভালো করে রঞ্চ করেন তবে আপনাকে আর কিন্তু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না।

পোর্টফলিও কীভাবে বানাবো

ফিল্যাসিং করছেন বা করতে চাচ্ছেন তার মানে পোর্টফলিও থাকা জরুরি। আবার সাইডে চেপে সিভির কথা ভুলে গেলে হবে না। সিভি এবং পোর্টফলিও দুটি খুব জরুরি।

পোর্টফলিওয়ের একটা ফরম্যাট রয়েছে। এই ফরম্যাট মেইনটেইন করে বানালে দেখতে ভালো লাগে। আসলে বলতে গেলে কোনো ফরম্যাট নেই। কিন্তু আপনি তো বাতাসে উড়তে ফিল্যাসিং শিখছেন না, সাক্ষেসফুল হতেই শিখছেন। তাই আপনাকে সব আগে থেকে গুছিয়ে রাখতে হবে।



Portfolio

Sample & Elegant Presentation

Fashion Presentation

এখানে আপনি দেখতে পাবেন কীভাবে কভার ইমেজ দিতে হয় এবং প্রফেশনাল ইমেজ বানাবেন নাহলে আপনি কাজ পাবেন না। এগুলা আপনি নানা ক্ষেত্রে সফটওয়্যার দিয়ে বানাতে পারবেন। নিচে আরও ভালো করে দেখতে পারবেন।

Presentation Formats:

Google Slides PowerPoint

Project description

This is one of my favorite projects that I have made for one of my client. All the professional presentation will be made in Adobe Illustrator where the presentation will be on amazing looks. The color combinations are from clients and the theme chosen by him too.

Presentation Design
February 2020

আপনারা নিজেরাই এখন দেখে বুঝবেন কীভাবে বানাবেন পোর্টফলিও। যদি মার্কেটপ্লেসে না বানাতে পারেন তাহলে গুগল স্লাইডে বানিয়ে রাখতে পারেন এবং আপনার ক্লায়েন্টদের শেয়ার করতে পারবেন।

পোর্টফলিও বানানোর সময় মনে রাখবেন যেন দেখতে খুব প্রফেশনাল লাগে এবং আপনার ক্লায়েন্টকে দেখানোর মতো হয়। যদি আপনি এমন কাজ করেন যার এরকম কিছু বানানো যাবে না, সেক্ষেত্রে স্ক্রিনশট করে রাখতে পারবেন।

আমাদের পোর্টফলিও বানানোর উপায় দেখানোও শেষ। আপনার কিন্তু লেভেল বেড়ে যাচ্ছে শেখার।



চাকরি না পেয়ে ঘেউ ঘেউ না ভালো ওভারভিউ ?

আমার বরাবর সুন্দর মানুষ ভালো লাগে । এখন আমিতো মন খুলে এই সত্য স্বীকার করে নিলাম । করজনে পারে বলুন?

আপনার ও নিচয়ই সুন্দর মানুষ ভালো লাগে । কিন্তু আপনার আবার স্মার্ট মানুষ ভালো লাগে, যার কথা সুন্দর তাকেও ভালো লাগে । যার ফেসবুক প্রোফাইল সুন্দর তাকেও ভালো লাগে ।

আপনার এত কিছু ভালো লাগা আছে আর একটা প্রফেশনাল মার্কেটপ্লেসে আপনাকে ভালো লাগার জন্য একমাত্র উপায় কিন্তু পোর্টফলিও এবং আপনার প্রোফাইলের ওভারভিউ ।

এই ২ উপায়ে ক্লায়েন্ট জানবে আপনি কত কাজ জানেন আপনি কত স্মার্ট । তো আপনি যদি ওভারভিউ এ লিখেন

“Hello,

this is Ripon video, I make your life happy with my work. Give me work, I will show you everything. I am proud Bangladeshi. Why not hire me? I am smart and my English is top class. I give me my 100%

”

টপ ক্লাসের কথা আমি জানি না কিন্তু আপনি যে কী পরিমাণ টাকলামি করলেন আপনি নিজেও জানেন না । তাই আপওয়ার্কে আপনার প্রোফাইল বুলে থাকে, আপনি কাজ পান না, তারপর নিজের মাথা নিজে ফাটান ।

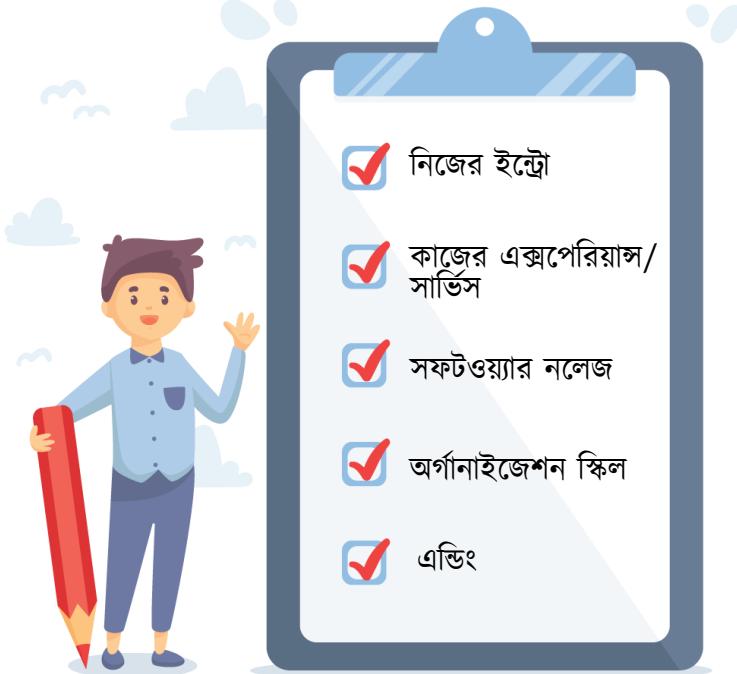
প্রত্যেক ওভারভিউয়ের একটি ফরম্যাট আছে।

আমি আপনাকে একটা দেখাচ্ছি আপনি কপি করে নিয়েন।

কী নেবেন তো?

এই ভুল জীবনেও করবেন না। যদি ক্লায়েন্ট বা প্লাটফর্ম টের পায় তাহলে ব্যান খাবেন মান সম্মান যাবে। যার ওভারভিউ কপি করেছেন রিপোর্ট করে দিলে শেষ।

তাই আমি আপনাকে ফরম্যাট দিচ্ছি, মানে ভাতে মেখে দেয়ার ঘর্তো। আপনি হাত দিয়ে খেয়ে নিয়েন।



আমি কীভাবে লিখেছি আমার ওভারভিউ?

➥ Do you Need a POWER BOOSTER for your Brand's Online Marketing?

Well! You are in the right place, because I can help you reach that marketing growth that you need for your brand.

I have been working as a Digital Marketer for four years now. I have worked with top brands like Anastasia Beverly Hills, Belle Bar Organic, DefendIt and list goes on.

I can provide you a **PERFECT MARKETING STRATEGY** to boost your brand. My services includes

★ SOCIAL MEDIA MARKETING

- Facebook Marketing, Expert Facebook Advert Conversion for Product and Services, Daily Professional Posting and scheduling content, Organic Marketing and Building Audiences, Designing Graphics for Social Media etc
- Instagram Marketing, Organic Follower Growth without any Automation, Targeted Reach, Daily Posting, Instagram Successful Advert running and also Influencer Marketing
- Twitter Marketing, Tweet making and posting, Twitter advert conversion and many more

I am also expert in Pinterest Marketing, Youtube Marketing , LinkedIn Marketing, Content and Blog Marketing and Email Marketing.

★ COMMUNICATION

I am a very organized person and to maintain that I always use software like Excel (Google Drive Software and others.

★ SPECIAL NOTE

I am a very tech-savvy person and I always like to do work before deadline. If you are looking for a SMART MARKETER, You can definitely contact me.

Thanks!

পুরো ওভারভিউতে শুরুর দিকে আমি তাদের অ্যাটেনশন নিলাম। এর মানে তাদেরকে বলা

“আপনাদের কী একজন বেস্ট মার্কেটার লাগবে আপনার ব্রান্ড গ্রো করার জন্য?”

সে মনে মনে ভাববে “হ্যাঁ, লাগবে”

এবং আমি তারপর বললাম তাহলে আপনি আমার প্রোফাইলে এসে ভালো করেছেন কারণ আমি এটাই করি এবং করছি ৩ বছর ধরে। আপনি কী বুঝতে পারছেন? আপনার ওভারভিউ হতে হবে আপনার ক্লায়েন্টের সব প্রশ্নের উত্তর। আপনি যখন ওভারভিউ লিখবেন তখন খুব মনোযোগ দিয়ে লিখবেন এবং আপনার মনে হতে হবে এটি আপনি কনভারসেশন করছেন। আমাদের সবার মাঝে একটা স্কিল থাকে না এবং সেটা হলো শব্দ সিলেকশন স্কিল ফরমাল ভাবে।

যদি আপনি বলেন

“I have two years experience”, তখন মনে হয় ২০ জন একই কথা বলে কানের সামনে। তাই সব সময় এমনভাবে আপনার বাক্য গঠন করুন যেটা পড়ে মনে হয়, আরো পড়া যায়।

এবং সব সময় মনে রাখবেন, ইংরেজি আপনার দূর্বলতা!

কী মনে রাখবেন এটা?

একদম না। ইংরেজি কেন? ইংরেজি ছাড়া ফিল্যাসিংয়ে আপনি বিশাল হাবুড়ুবু থাবেন। ইংরেজিতে ভালো করতে মুনজেরিন আপু বই পড়ে নিয়ে নেবেন। অনেক অনেক ভালো ভাবে প্র্যাকটিস করতে পারবেন।

সব প্লাটফর্মে ওভারভিউ লাগে না। কিন্তু আপনার ইন্ট্রো বা আপনি কী কাজ করছেন এই ব্যাপারটি লেখা লাগে। তাই শুধু আপওয়ার্ক না, যেকোনো প্লাটফর্মের জন্য আপনি গুগল ড্রাইভে রাখবেন। কী রাখবেন তো?

হ্যাঁ
না

ওভারভিউ লিখবেন আগে?

নিজের কাজের ডেসক্রিপশন ও বায়ো লিখে রাখবেন?

যখন এগুলো লিখে রাখবেন যখন তখন যেখানে লাগবে সেখানেই পেইস্ট করে দিতে পারবেন। অনেক গুছানো হয়ে গেল ব্যাপারটা।

আমি মেয়েটাই এমন। ভালো ভালো অনেক কিছু শিখালাম আপনাদের। ওভারভিউ শেষ এখন আমরা কভার লেটার দিয়ে কীভাবে যেকোনো জব পাবো সেটা নিয়ে কথা বলব।

ওভারভিউ স্যাম্পল দেখতে ক্লিক করুন

কভার লেটার দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং যুদ্ধ জয়

আমার বন্ধু ফারিহা একবার ছোটবেলায় আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। আমি বেশ খুশি হয়েছিলাম তখন। আমিও লিখেছিলাম। যদিও আমাদের স্কুলে প্রতিদিন দেখা হতো তাও একটা চিঠি, কাগজের টুকরা অনেক কিছু। কিন্তু সে যদি আমাকে এই যুগে কিছু লিখত তাহলে হয়তো ফেসবুকে লিখত এবং আমি পড়ে

“আরেহ! ধন্যবাদ দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম”

মোটেও না, আমি খুশিতে পাগল হয়ে যেতাম কারণ আমার অ্যাটেনশন ভালো লাগে।

ঠিক তেমনি আপনার ক্লায়েন্টেরও অ্যাটেনশন ভালো লাগে। আপনি কীভুল করেন জানেন? আপনি সব সময় একইকভার লেটারে কিওয়ার্ড পালিয়ে কাজ চালাতে চান। কিন্তু আসলে তা কী ঠিক?

যদি আমার বন্ধু আমাকে যে চিঠি লিখেছে তার নাম পালিয়ে ১০ জনকে দিত তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়ে যেত না?

কভার লেটার হচ্ছে আপনার সাথে ক্লায়েন্টের কথা তৈরি করার এক প্রকার পথ। নিচের জবের ডেসক্রিপশনটি দেখুন,

Graphic Design
Posted 4 minutes ago

Hi there

We urgently need 1x business card design done. Minimal please
Logo files provided and content provided
I would like a design very similar to the below

Will need proper bleedlines as we need to organise for print today

\$20 Fixed-price	\$\$\$ Expert level I am willing to pay higher rates for the most experienced freelancers
----------------------------	---

Flag as inappropriate

Required Connects to submit a proposal: 2

Available Connects: 22

About the client

Payment method verified

Singapore
Singapore 09:39 am

133 jobs posted
28% hire rate, 58 open jobs

View total report

এর উভয়ে আপনি যদি বলেন

“ Hi, I am interested in doing this job because I know graphic design. My services are blah blah ” 

আপনার ক্লায়েন্ট পড়বেই না। মনে রাখবেন আপওয়ার্ক হোক আর যেকোনো মার্কেটপ্লেসে হোক, ক্লায়েন্ট প্রথম লাইন দেখে বুঝে নেয় পরবর্তীতে উনি কী পড়বে?

আপনার প্রথম লাইন হওয়া উচিত অ্যাটেনশন নেয়ার মতো এরকম

“ Dear Concern, 

My three years of experience in the Graphic Design sector and availability seems like a perfect fit for this job. I have designed tons of business cards quickly without losing the design quality and provided my clients with the best designs.

You can check my previous work on my Upwork profile or in Behance : **(Provide link)**

I will be able to deliver these today and also I will be able to work until you are satisfied with the design. You haven't attached the file to the job. Are you able to send these to me, so that I can check and make you similar designs that you like?

Best Regards,

Your Name ”

একবার জবটি পড়ে দেখুন এবং কভার লেটার পড়ে দেখুন। আমরা কী কোনো অ্যাক্সেন্ট কথা লিখেছি? লেখিনি, কারণ প্রয়োজন নেই, এমনিতেই উনি তাড়াহত্তোতে আছেন এবং সকালে যখন আমরা অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন নিচে জব প্রোপোজাল ৫ জনের কম মানুষ দিয়েছিল।

তার মানে আমাদের জব পাওয়ার পসিভিলিটি বেশি। যদি দেখতাম ২০ জনের বেশি হয়ে গেছে তাহলে অ্যাপ্লাই করে কিন্তু কানেক্ট নষ্ট করতাম না।

Project Type: One-time project	44 hires, 24 active \$7.31/hr avg hourly rate paid 93 hours Member since Sep 30, 2019
Skills and expertise	Job link
Graphic Design Deliverables	https://www.upwork.com/
Business Card	Copy link
Activity on this job	
Proposals: 2 Less than 5	
Interviewing: 0	
Invites sent: 0	

এভাবেই আপনি যদি পাশে দেখেন দেখবেন, উনি ৭ ডলার ঘণ্টায় দিয়েছেন। তার মানে আপনি যদি ঘণ্টায় জবে অ্যাপ্লাই করতেন তাহলে কিন্তু এই বাজেটে করলে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে জবে হায়ার করার পসিভিলিটি বেশি থাকে।

এছাড়াও আপনার প্রোফাইল এবং প্রোপোজাল ভালো হলে আপনিও আমার মতো অনেক জব পেয়ে যাবেন।

Thursday, April 9, 2020	6:24 PM
 Joyeta Banerjee sent the proposal on April 09, 2020	
★ Dear Concern,	
After reading the job description, it seems like something I have been doing for four years now. I have been working as a Social Media Manager and has vast knowledge managing community groups and also Youtube too. I have my own channel with 11,000 + Subscribers and I have been using tools like Adobe Illustrator To Design Content) and Adobe Premier Pro (Video Editing). Particularly, I can help you convert your posts and videos into professional videos and also my suggestions will help you grow faster in the run.	
As for email newsletter, I will be able to design content and also sent out letters where it will look super professional. My English is very good in that matter and also I can write emails from the voice notes. I will be suggesting you content for your brand which will help you get growth faster then anyone.	
I am very well organized and love to work in a timely manner. If you are looking for someone very professional in this particular job, you can have an interview with me to know more about my skill. And you will be very impressed with me because of my past working ethics and results.	
I will be looking forward to hear back from you.	
Thanks!	
Joyeta	
View details	
 Sarah Sampana	6:24 PM
Thank you for proposal. It sounds like you have a lot of the experience I am looking for. What experience have you got in content repurposing?	

আরেকটি উদাহরণ কীভাবে আমি প্রত্যেকটি জব পেয়ে যাই।

 Joyeta Banerjee sent the proposal
Hi Maximilian,

Glad that you have invited me to submit an application in this job post which seems really appealing to me. I have been working as a virtual assistant for the last three years. And in these three years, I have worked with top brands like Belle Bar Organics, Anastasia Beverly Hills directly with their creative direction and help them to manage their work online.

As I read the description, all the responsibilities you have mentioned, I have done these before. I am really organized when it comes to working as a VA, so I will describe what I have done before one by one. I have done social media marketing using pages and groups. My responsibility was to accept group member and capture their data by setting up a couple of question to enter the group and put their answers in a google sheet. Also interact with group members in the group and message, post, comment every day about latest news of product launch or discussing problems. I have done a lot of amount of research, data entry to collect podcast information, competitor research, finding out companies, collecting their emails to contact.

Also, I am really good at Adobe Photoshop and Canva, I have designed a lot of flyers and banners, including marketing pdf using it. I can easily book travel and set up meetings with discussing. I have always worked on reports such as sales report, marketing campaign results report.

I am really tech savvy person, so I have knowledge about a lot of analytical platforms and I am a problem solver person. So, I really love to find the solution to problems if I have any while working. I can craft professional emails.

All these responsibilities you have mentioned are my favorite kinds of works to do because I have done these previously. These might be a lot of work for one person but I am really organized and I distribute work using master calendar where I keep track of the amount of the work I am doing. I am really fond of google spreadsheets and docs always.

In the last, I want to say, I am a very happy and dedicated person. I always look for an opportunity where I can continue to grow and learn. I will be very happy if I heard back from you and I would recommend you take an interview of me to know a lot more about me.

Thanks for your time!

In the last, I want to say, I am a very happy and dedicated person. I always look for an opportunity where I can continue to grow and learn. I will be very happy if I heard back from you and I would recommend you take an interview of me to know a lot more about me.

Thanks for your time!
Have a great day!

Best,
Joyeta

[View details](#)

Mark Lachance joined the room 10:47 PM

 **Mark Lachance**
Hello Joyeta, your experience looks very interesting. We are looking for somebody that is intelligent, witty and writes very well in English. In this position you will be tasked with responding to all of the comments generated from our Facebook ads. We want somebody that is interested in helping people along their journey to find information. Please let me know if this is something that you can thrive at.

 **Joyeta Banerjee**
Hello Mark,
I am really interested in this position. I think I can really do this!

10:59 PM

 **Mark Lachance**
great
Please let me know if you are available for a call 11:22 PM

এভাবে আমি প্রত্যেক জবে আমার ক্লায়েন্টদের পটিয়ে ফেলি। এখন আপনার একটা আইডিয়া হয়ে গেল। পেয়ে গেলেন নীলনকশা, এবার আপনিও প্রত্যেক জবে সাকসেস আনতে পারবেন।

উফ! কী মজা, আমাকে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না আপনাদের কেমন সাকসেস এল।

আরেকটা আমি ম্যানুয়ালি লিখে দিচ্ছি আপনার সুবিধার জন্য। যাতে আপনার কোনো কনফিউশন না হয়।

INTRODUCTION PART TO SEAL THE JOB

Well! Getting the best Virtual Assistant in Upwork is very difficult nowadays, you know? And with the requirements that you have, maybe it's impossible. But you are lucky! I have been working on something similar before.

Dear Concern,

With the knowledge of the latest technology and tools to make work more comfortable, I have worked as a Virtual Assistant for three years now. When reviewing the job, I was thrilled to discover how well your requirements match my qualifications and experiences. From my previous experience while I was working with a German firm Executive Director, that made me interested in this particular job where I can give my best which I have done for my previous clients before.

পরের পাটটি আপনি এভাবে লিখতে পারবেন

WHY SHOULD WE HIRE YOU?

I have vast knowledge in Social Media Marketing, Maintaining Emails, Organizing Clients calendars, and I can collect data and leads if necessary. As an Executive Director, you might have tons of tasks that you need to organize, and in that case, I can help you with,

- I have used many project management software before to remove the hassle of clients and operate efficiently from this. I can make sure that your only focus is on your tasks. Maybe you will not have any if you hire me
- I have hired tons of team members for my previous clients, and I can assure you that I will find you the best team member. Well! I have the right eye for finding a skilled person.
- I make sure that every client has a master calendar that I operate where I can handle all the tasks efficiently and so that my clients never miss an update. Also, every job is up to date.

এরপরের পাটটি আপনি এভাবে লিখতে পারবেন

SOFTWARE KNOWLEDGE & ORGANIZATIO NS SKILLS –

So, I am a perfect match for this job. As bonus skills, I know Adobe Photoshop, Premiere Pro, and other related software. I have a software background in my education; that's why I am very tech-savvy and eager to adapt to new things.

PROPOSE A INTERVIEW IN A COOL WAY

You might get a little idea about my work from upwork profile, but if we have a meeting over this, I think you will be really happy to talk about the possibility of growing our company together.

Or,
Before diving into this project, let's have a meeting over this. It will help us both to learn more about the project.

Best of luck!

Sincerely,

এই ফরম্যাটে চেষ্টা করে দেখুন, আমার মনে হয় আপনি পেয়ে জাবেন আপনার প্রথম জব।

ফিল্যান্সিংয়ের পেমেন্ট মেথড

অনেক স্বপ্নের পড়ে এবার আপনাদের প্রিয় পার্ট সেটা হলো টাকার গন্ধ। কীভাবে পাবেন এই ফিল্যান্সিংয়ের টাকা। এক ডলারের কনভার্সন মানে বাংলাদেশের কারেণ্সিতে ৮২ টাকার বেশি। আমার প্রথম আয় ছিল ৯ হাজার টাকা, প্রায় ১২০ ডলারের মতো। প্রত্যেক প্লাটফর্মে একটা ফি থাকে। যেমন, আপনি আপওয়ার্কে এবং ফাইবারে টাকা ট্রান্সফার করলে সেখান থেকে টাকা কেটে নেয়।

চলুন, ধাপে ধাপে জানি আমরা এব্যাপারে

প্রত্যেক প্লাটফর্মে ৩ টি মেথড খুব কমন - ব্যাংক উইথড্র, পেওনিয়ার, পেপাল। কিন্তু পেপাল বাংলাদেশে নেই



এটি একটি অনলাইন মাস্টারকার্ড বেইসড প্লাটফর্ম এবং এটিতে অ্যাকাউন্ট করে আপনি প্লাটফর্মে অ্যাড করতে পারবেন। এবং ১০০ ডলার আসলে অ্যাকাউন্টে ৩০ ডলার কেটে রেখে ওরা একটি মাস্টারকার্ড পাঠায় যা গ্লোবাল অ্যাকসেস্ট করে এবং যেকোনো অনলাইন শপে আপনি কেনা-কাটা করতে পারবেন এবং চাইলে ফেসবুক অ্যাড রান করতে পারবেন।

এই প্লাটফর্মে আপওয়ার্ক থেকে টাকা পাঠালে অন্ত ডলারের মতো কাটে কিন্তু ব্যাংক ট্রান্সফারে একটু বেশি রেট পাওয়া যায় ডলারে।

এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করে আপনার ফিল্যান্সিংয়ের গাছে ধরা টাকা তুলতে পারবেন।



কীভাবে প্রোফাইল করবেন?

ফ্রিল্যান্সিংয়ে তখন পেওনিয়ার প্রোফাইল তখন বানাবেন যখন আপনার আর্নিং শুরু হবে এর আগে বানিয়ে রাখলে আপনার কোনো কাজে লাগবে না। তাও আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি কীভাবে বানাবেন এই প্রোফাইল।



Let's find the right account for your needs:

I'm a

I'm looking to



Step 3

Fill up the blanks

1 Payoneer Sign Up

Getting Started Contact Details Security Details Almost Done

Please fill in the fields in English characters only

Individual Company

First name	?
Last name	?
Email address	?
Re-enter email address	?
Date of birth	?

By clicking "NEXT", you confirm that you have read and understood the Payoneer [Privacy & Cookie Policy](#), and agree to its terms.

NEXT

রেজিস্টারে ক্লিক করার পরে আপনি চারটি অপশন দেখবেন এবং এই চারটি অপশনের পাবেন। আপনার ভোটার আইডি অনুসারে ফিল আপ করে নেবেন। অনেকেই বলে আপু আমাদের আইডি নেই তাহলে কী করব?

আইডি ছাড়া ভেরিফিকেশন সম্ভব হবে না। তাই আপনাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে –

- পাসপোর্ট
- ভোটার আইডি
- ড্রাইভিং লাইসেন্স

এই তিটির যেকোনো একটা লাগবে এবং এইগুলোর সাথে মিল রেখে প্রোফাইল করতে হবে।

বাসায় অ্যাড্রেস দেবেন যেখানে আপনার পেওনিয়ার কার্ড পৌঁছাতে
পারে। কিন্তু একটা ব্যাপার মনে রাখবেন **আপনি ১০০ ডলার**
আসলে ৩০ ডলারের মতো বার্ষিক ফি কেটে নিবে।

2

Payoneer Sign Up

Getting Started **Contact Details** Security Details Almost Done

Please fill in the fields in English characters only

Country
Bangladesh

Address line 1

Address line 2 (optional)

City/Town

Postal/ZIP code

Mobile number

+880 Number

Click **Send code** and enter the verification code we send to your
mobile number

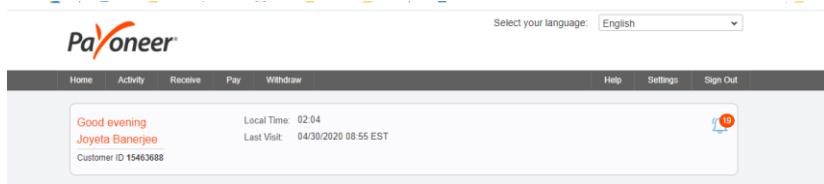
Verification code

Send code

আপনি হয়তো প্রশ্ন করছেন কার্ড ছাড়াও কী টাকা ট্রান্সফার
করা যাবে কিনা?

Just **a Bank account linked to Payoneer.**
It transfers the money to Bank directly. Yes
you can... Even **without card you can
transfer to your bank account.**

সব ঠিক থাকলে আপনার প্রোফাইল চলবে এবং এখন যেহেতু পেওনিয়ারে কার্ড ছাড়াও টাকা পাঠানো যায় তাই আপনি প্রোফাইল করে রাখতে পারেন প্রয়োজন থাকলে।



প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে এখানে ক্লিক করুন



কনগ্রাচুলেশন একটা পেমেন্ট মেথড সম্পর্কে আপনি জেনে গেলেন

ব্যাংক উইথড্র

প্রত্যেক প্লাটফর্মে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা যায়। একটি গ্লোবাল কোড থাকে (Swift Code) - যার মাধ্যমে আপনার ব্যাংক আইডিন্টিফাইড হয়। এরপরে বিভিন্ন প্লাটফর্মে আপনি এটি অ্যাড করে ট্রান্সফার করলে একটা ফি কাটে। এবং সেখানে রেট দেখায় ৮০ থেকে ৮৩ এর মতো। আপনি আপওয়ার্কে ট্রান্সফার করলে ০.৯৯ সেন্টস কাটে। এবং যদি আপনি পেয়নিয়ারে টাকা নিয়ে যান ওইখানের থেকেও টাকা ট্রান্সফার করা যায় ব্যাংকে।



আপনার নাম, Account Number (A/C), Branch Name and Swift Code এগুলো লাগবেই। নিচের লিংকে ক্লিক করে বাংলাদেশের সকল ব্যাংকের কোড জেনে নিন ব্রাথও অনুসারে

ক্লিক করুন এখানে

ফিল্যাসিংয়ে কমিউনিকেশন

ফিল্যাসিংয়ে কমিউনিকেশন অনেক জরুরি। কারণ আপনার কমিউনিকেশন ভালো হলে ক্লায়েন্ট আপনার পারদর্শিতা বুঝাতে পারবেন। আমার মনে হয় আপনার প্রত্যেক ক্ষিলের ক্ষেত্রে প্রজেন্টেশন অনেক বেশি সাহায্য করে। আমি সব সময় আমার ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলি আপওয়ার্ক বা ফাইবারে। কারণের বাইরে নিয়ে এসে কথা বললে প্রোফাইল ব্যান হয়ে যাবে। কিন্তু প্রজেক্ট শুরু হলে ক্লায়েন্ট আপনাকে অনেক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে কথা বলবে। আপনি যদি আপনার ক্লায়েন্টকে বলেন আপনি এগুলো সম্পর্কে আগে থেকেই জানেন তাহলে আপনার ক্লায়েন্ট ভাববে আপনি অনেক টেক স্যাভি। এবং আপনাকে প্রজেক্ট দেয়াটা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

একজন ক্লায়েন্ট কখন একজন ফিল্যাসার হায়ার করেন জানেন?

যখন সে মনে করে তার কাজের জন্য এমন একজন মানুষ দরকার যার মাধ্যমে কাজ সহজ হবে। যদি সে আপনার সাথে ভালো করে কমিউনিকেশন করতে না পারে তবে তার জন্য অনেক সুবিধা হয়।

এরজন্য আপনাকে ইংরেজিতে অনেক দক্ষ হতে হয় এবং ভালোভাবে কমিউনিকেশন করার জন্য আপনি অনেক টিপস কাজে লাগাতে পারেন।

এরজন্য আমি আপনাকে আমার কয়েকটা টিপস দিচ্ছি আপনার অনেক কাজে লাগবে।



Quick Tips

- ১। সব সময় জবের ডেসক্রিপশন পড়বেন। এবং মনে রাখবেন প্রত্যেক প্রজেক্ট ভালোভাবে বুঝে আপনার ক্লায়েন্টকে বলবেন আপনি কীভাবে তার প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে পারবেন।
- ২। আমরা সবসময় বলি স্যার/ম্যাম কিন্তু যদি আপনার ক্লায়েন্টকে আপনি মিস্টার/ মিস (উনার নাম) দিয়ে সম্মোধন করেন তবে উনি কিছু মনে করবেন না।
- ৩। কাজের কথা বলবেন কিন্তু তার সাথে ক্লায়েন্টের সাথে হাসি খুশি থেকে তার লোকেশন এবং বাসা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। তাছাড়া তার প্রজেক্ট নিশ্চয়ই তার পছন্দের হবে। সবসময় ওয়েবসাইট দেখে অথবা ফেসবুক দেখে তার সার্ভিস নিয়ে তাকে পরামর্শ দেবেন। এতে করে সে বুঝবে আপনার রিসার্চ করার ক্যাপাবিলিটি ভালো এবং আপনি পারবেন উনার প্রজেক্টকে উনার মতো করে গ্রো করে দিতে।
- ৪। আমি কী করি সবসময় জানেন? আমার ক্লায়েন্টদের সাথে সোস্যাল মিডিয়া বা স্কাইপ এ যুক্ত থাকি। এতে করে তার যদি পরবর্তীতে কোনো প্রজেক্ট আসে সে খুঁজে বের করে আবার জব দিতে পারে। এবং অন্যদেরকে রেকমেন্ড করতে পারে।
- ৫। ফিল্যাঞ্জিংয়ে পাওয়ার বুস্টার হচ্ছে আপনার প্রোফাইল। তাই আপনি একটা ভিডিও অ্যাড করে দিতে পারেন যেখানে আপনার ইন্ট্রোডাকশন থাকবে। এতে করে আপনার ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে আপনি কত প্রফেশনাল এবং সে আপনার সাথে কাজ করতে পারবে কিনা।
- ৬। আমি সবসময় আমার ক্লায়েন্টদের মেসেজ দেবেন প্রজেক্ট শেষ হবার অনেক দিন পর পর, এবং তাদের কেমন যাচ্ছে এই প্রশ্নটি করি, এতে করে ক্লায়েন্ট ভাবে আমি তাদের প্রজেক্ট যত্ন করেই করেছি। আপনারাও করতে পারেন এটা।

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কমিউনিকেশন অ্যাপ্লিকেশন



ভিডিও কনফারেন্স, অনলাইন মিটিং, গ্রুপ কলিংয়ের জন্য জুম ব্যবহার করা করতে পারবেন। ফি ভার্সনে আপনি 80 মিনিটের মিটিং করতে পারবেন।



ফিল্যাসিংয়ে টিম কমিউনিকেশন চ্যাট, কমিউনিকেশনের জন্য এটা ব্যবহার করেন অনেক ক্লায়েন্ট। এটি নতুন ব্যবহার না করলেও জেনে রাখুন।



জ্যাকের মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইল এবং ডেস্কটপ থেকে ক্লায়েন্টের সাথে টিম রূম, ফাইল শেয়ার এবং ম্যাসেজিং করতে পারবেন।



এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন এবং এখানে প্রোগ্রেস মনিটর করা যায় এবং আমার নিজের প্রচুর পছন্দের অ্যাপ্লিকেশন।



এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন। যদি আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো ব্যবহার জানেন তাহলে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে প্রফেশনাল মনে করে।

নিজের দোষ নিজে খুঁজি

“আমি বেশি জানি, আমার কিছু শেখা লাগে না, আপনার থেকে ভালো জানি”। এই ধারণা আমাদের সবার মধ্যে আছে। সবাই চেতের আড়ালে নিজেকে অনেক ভালো ভাবি। কিন্তু আপনি ফিল্যাঙ্গিংয়ে আসার আগে আদেও আপনি কতটা পারবেন সেটা জেনে নেয়া দরকার আগে, তাই না?

আপনি কী কখনো মেন্টাল বা সাইকোলজিকাল টেস্ট দিয়েছেন? যদি দিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তা অনলাইনে হয়তো। আপনাকে আমি এই বইয়ের মধ্যে একটা টেস্ট দিচ্ছি খুব সহজ। এটি করেই আপনি জেনে যাবেন আপনার জীবনে বাঁধা কোথায়? কোথায় নিজেকে আরো গড়ে তুলতে হবে?

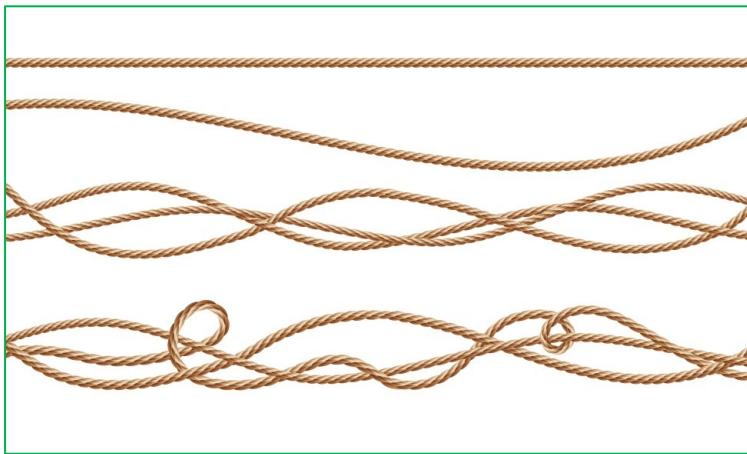
একটা সাদা কাগজ নেবেন। এই সাদা কাগজে শুধু সোজা লাইন আঁকবেন। আমি জানি না আপনি কত লাইন আঁকবেন কিন্তু পেইজটা পুরো লাইন আঁকতে হবে। খাতা বের করে আগে এই কাজটি করবেন এবং তারপর বইয়ের বাকি অংশ পড়বেন।

আঁকা শেষ?

এবার শুনুন আপনাদের মধ্যে অনেকেই দেখবেন বিশাল বিশাল ফাঁক দিয়ে কোনোভাবে পেইজ শেষ করেছেন। তার মানে আপনি কাজে ফাঁকি দিতে অনেক ভালোবাসেন।

আবার অনেকেই বেশি বেশি লাইন এঁকেছেন, ১০ লাইনে হলেও হতো কী স্ত তার থেকেও বেশি ২০-২৫ লাইন করে হিজিবিজি করেছেন, তার মানে আপনি লাইফে অর্গানাইজড না। আপনি অনেক বেশি পরিশ্রম করেন কিন্তু পরিশ্রম সঠিক জায়গায় হয় না।

আবার এমন কিছু মানুষ আছেন যারা লাইন সোজা করে আঁকতে আঁকতে শেষে গিয়ে বাঁকা করে ফেলেছেন। আপনার একটা কাজে একভাবে মনোযোগ দিতে কষ্ট হয়।



এভাবে আপনারা এই লাইন গুলো আঁকতে গিয়ে অনেক এদিক সেদিক করেছেন। এবার নিজেকে প্রশ্ন করুন এই লাইনগুলো খালি হাতে আঁকলে তো এমনিতেও সোজা হবে না। তাহলে আমি কী একটা ক্ষেত্র নিয়ে সোজা করে আঁকতে পারতাম না?

পারতেন, কিন্তু করেননি। আমাদের মধ্যে জলদি বসে কাজ করার স্বত্বাব বেশি তাই আমরা ছুট করে ফিল্যাসিংয়ে চলে আসি, এবং আয় করতে পারি না। এরপরে ঘার কোর্স নেই বা বই পড়ি তাকে ধরে মারতে ইচ্ছা করে।

“ এই জয়ি, আপনার বই নিসি কিন্তু আমি আয় করতে পারিনি, আমার টাকা ফেরত দেন। ”

এইতো নিজের জন্য নিজেকে পরিশ্রম করতে হবে। মনে রাখবেন গাইডলাইনতো সবাই দিতে পারে কিন্তু আপনার হয়ে আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। তাহলে আপনার শেখা সম্পূর্ণতা পাবে।

পেইন থেরাপি

প্রত্যেক কোম্পানির একটি দুর্বল জায়গা থাকে এবং এর মানে কোনো না কোনো দিক থেকে তাদের কোম্পানিকে আরো উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যেত।

কেউ যদি আমাকে বলে তাদের কোম্পানির সম্পর্কে রিসার্চ করে, কোথায় তারা আরো ভালো করতে পারে তা জানাতে তখনিই আসে আমাদের পেইন থেরাপি।

যেকোনো প্রজেক্ট করার আগে আমি একটি ডকুমেন্ট নি। তারপর কোম্পানির সকল তথ্য নিয়ে তা ডকুমেন্টে বসিয়ে দিই। এরপর তাদের জন্য চেকলিস্ট করি কোথায় তারা আরো ভালো করতে পারবে।

প্রত্যেকটি ছোট ছোট ব্যাপারে সে কীভাবে আরো ভালো করতে পারে সেটা তাকে সুন্দর করে লিখে বোঝানো হচ্ছে পেইন থেরাপির অংশ। আপনি যেকোনো স্কিল হোক-গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিংয়েবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট এগুলোতে ক্লায়েন্টকে সবসময় ভালো কাজ করার সাজেশন দিতে পারবেন। হতেই পারে, আপনি আরো ভালো আউটপুট এনে দিতে পারবেন।

এটাকে বলে ক্লায়েন্টকে পেইন দেয়া। আমাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।

“আপু, পেইন দিলাম, এখন বদনাম করলে তো আর জ
রিপোর্ট মেরে দিবে”

এখন শুধু বদনাম করলে তো আপনাকে
জব দিবে না। আপনাকে আমাদের
অফিসিয়াল ভাষায় বদনামের পেছনের
সলিউশনও দিতে হবে।

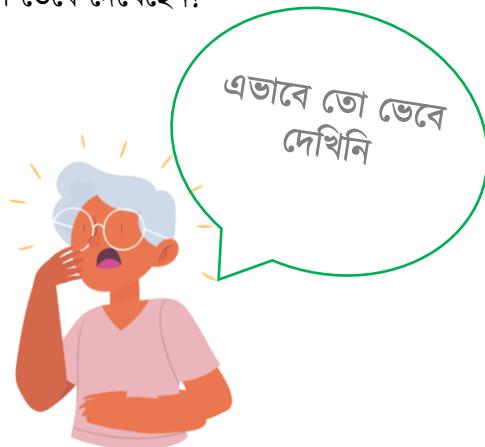


ডাক্তার যেমন আপনার অসুখের কথা বলে প্রথমে, তারপর আপনাকে মেডিসিন দিয়ে দেয়। আপনাকে আপনার ক্লায়েন্টকেও এরকম দিক নির্দেশনা দিতে হবে যে আরো কী করলে ভালো হবে। এবং আপনাকে যদি জবটা দেয়া হয় তাহলে আপনি কীভাবে এই কাজ গুলো করবেন সেইটাও বলে দেবেন।

এইতো হয়ে গেল - পেইন থেরাপি। আমি ফিল্যাসিং করছি অনেক বছর এবং আমার কাছে এরকম অনেক থেরাপি আছে যা আমি আমার ক্লায়েন্টকে প্রতিনিয়ত দিয়ে থাকি। এই কারণে আমি সবসময় সব সময় প্রজেষ্ঠ পেয়ে থাকি।

আশা করি এখন খেকে আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে দিতে পারবেন এই থেরাপি।

এবার বলেন এভাবে কী ভেবে দেখেছেন?



জয়িতা তুমি আসলে কে?

আমার জন্ম বরিশালে এবং ছোটবেলা থেকে আমি চট্টগ্রামে থাকি। বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান, এবং চট্টগ্রামের বৌয়ালখালিতে গোমদন্ডি আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার পড়ালেখা শুরু। পরবর্তীতে আমি কাপাসগোলা স্কুলে এবং কলেজে আমার পড়াশোনা শেষ করেছি।

আমি আপনাদের কোনো ইমোশনাল কিছু বলব না যাতে আপনার মনে হয়,

“ আরেহ! মেয়েটা কষ্ট করেছে অনেক! ”

কিন্তু জীবনে কিছু করতে হলে আসলেই কষ্ট করতে হয় এবং এই কষ্টের পিছনে অনেক বাঁধা আসে। এবং আপনি আমার মতো এক পা পিছিয়ে আরও দুই পা পিছিয়ে যাবেন। কিন্তু তারপরও আপনি আপনার চেষ্টা বন্ধ করবেন না। কারণ যদি পিছিয়ে যেতে হয় তাহলে যাবেন। তাও কিছু করে পিছিয়ে গেছেন।



আমি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি ২০১৬ তে। একজন শুন্দি ফ্রিল্যান্সার ছিলাম। ৩ মাসে ৯ হাজার টাকা আয় করেছি তাও অনেক রাত জেগে। হয়তোও অনেক কম টাকা আয় করেছি। কিন্তু আমি শেখা বন্ধ করিনি। কিছুদিন ধরে অনলাইনে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ শিখছি। ডিজিটাল মার্কেটিং করছি, শিখছি কীভাবে মানুষকে পড়াতে হয়।

একদিনের জন্য মনে হয়নি ভুল করছি। অনেক কষ্ট করেছি যদি সত্যি বলি, কারণ আমার জীবনে খুব কম মানুষ আমার বিপদে পাশে ছিল এবং ৩ বছরে আমি শিখে নিয়েছি কীভাবে নিজেকে নিজেই মোটিভেটেড করতে হয়।

আমি যখন ফিল্যান্সিং শুরু করেছিলাম তখন ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড আনতেও অনেক টাকা দিতে হতো। কিন্তু চিন্তা করুন আমার মাথায় প্রথম এসেছিল যে যদি আমি আয় না করতে পারি তাহলে এই টাকা আমি কোথা থেকে দিব?



কিন্তু আসলে আমি দিনরাত শুধু প্রাকটিস করেছি, কাজ না পেলে রিসার্চ করেছি কেন পাওছি না। আমি কোনো ভাবেই হাল ছেড়ে দিতে পারব না আমার পরিবারের জন্য। অন্যদিকে, আমি আমার জীবনে অত আহামরি ভালো ছাত্রী ছিলাম না।

ভাবতাম আমাকে কোনো না কোনো দিকেতো এগিয়ে যেতে হবে। ২ মাস একটা কোম্পানিতে বিনা টাকায় মার্কেটিংয়ের কাজ শিখেছি। এরপরে নিজে সারারাত

বসে ব্লগ পড়েছি। কিন্তু ফিল্যান্সিং শেখার চেষ্টা বন্ধ আমি বন্ধ করিনি। এরপরে একটা মার্কেটিং কোম্পানিতে চাকরি পাই মাসিক আয় হয় আমার ৬০০ ডলার এবং আমার মনে হয় – আমাকে আরো শিখতে হবে, এবং কাজ করতে হবে। এরপরে আমি কত রাত জেগেছি আমার হিসেব নেই। কাজ করতে করতে শিখতাম। একটা ব্যাপার কী জানেন? মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে বিরতি নিয়ে কাজ করি। কিন্তু আমি পারি নি। আমি আরো অনেক কিছুর সাথে যুক্ত হয়ে যাই। এবং আমি আমার প্রথম বই লিখি “হাবলুদের ফিল্যান্সিং”。 আমার ৩ টি কোর্স প্রকাশিত হয় ইন্ট্রাকটরি নামক ই-লার্নিং প্লাটফর্মে। আমি অনেক পত্রিকাতে ফিচার্ড হয়েছি – প্রথম আলো, দ্যা ডেইলি স্টার, বিবিসি বাংলা, ইত্তেফাক এবং আরো অনেক জায়গায়।

এখন আমি টেন মিনিট স্কুলের জন্য আমার বই লিখছি। আমি ছোট বেলা থেকেই একজন শিক্ষক ও লেখিকা হতে চেয়েছি। যখন বড় হয়েছি তখন ফিল্যান্সার হয়ে মার্কেটিং সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু তারপরও লেখালেখি করে যাচ্ছি, হোক না তা ফিল্যান্সিংয়ের ব্যাপারে।

আপনারা হয়তো অনেকেই বই পড়ে আমাকে জানাবেন কেমন হল বইটি।

এতে করে আমার অনেক ভালো লাগবে এবং দেখা যাবে অনেক মানুষ
আমাকে নতুন করে জানবেন। আমার কাছ থেকে শিখবেন এবং আমাকে
ভালো একজন শিক্ষক হতে সাহায্য করবেন। আমার শেখানোর ধরন
অন্যরকম এবং আমাকে আমার ক্লাসে রঞ্জস হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে আগে
আপনাকে দক্ষ হতে হবে এবং তারপর আপনি ফ্রিল্যাসিং মার্কেটপ্লেসে কাজ
করতে পারবেন। আমার ভালো লাগার জায়গাটি হলো যখন আমার ছাত্র -
ছাত্রীরা মার্কেটপ্লেসে কাজ করে আয় করে এবং নিজেকে দক্ষ করে তোলে।
কারণ একদিন আমি অনেক খুঁজেছি একজন মেন্টরের তখন আমি খুঁজে
পাইনি। আজকে আমি যদি সেই মেন্টরকে খুঁজে পেতাম তাহলে আমার এত
কষ্ট করা লাগত না।



এই বই পড়ে আপনি ধাপে ধাপে ফ্রিল্যাসিং শিখবেন এবং ঘরে বসেই হয়ে
যাবেন নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু কখনো হাল ছাড়বেন না। আমার মতো
মেয়ে যার বেসিক কম্পিউটার স্কিলও ছিল না সে আজকে নিজের ভাগ্য
বদলে হাজারো মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তুলছে। সেখানে আপনি কেন
থেমে থাকবেন? আপনি কেন পারবেন না?

আপনিও পারবেন!

Answer**টেস্ট ১.১****লেভেল : Easy**

ক → **ঁ** এবং **ঃ**

খ → **ঁ**

লেভেল : Intermediate

ক → **ঁ**

খ → **ঁ**

লেভেল : Expert

ক → **ঁ**

খ → **ঁ**

Answer

টেস্ট ১.২

লেভেল : Easy

ক → ঙ

খ → ঞ

লেভেল : Intermediate

ক → ঞ

খ → ঢ

লেভেল : Expert

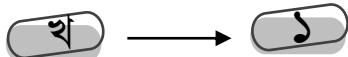
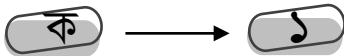
ক → ঢ

খ → ঢ

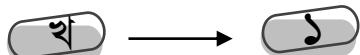
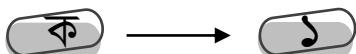
Answer

টেস্ট ১.৩

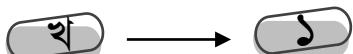
লেভেল : Easy



লেভেল : Intermediate



লেভেল : Expert





আমি যখন ফ্রিল্যান্সিং শেখা শুরু করেছিলাম তখন আমি এমন একটি গাইডলাইন খুজছিলাম যেখানে ধাপে ধাপে ফ্রিল্যান্সিং শিখতেপারব । কিন্তু, আমাকে ৪ বছর কষ্ট করে নিজের চেষ্টাতে এই পর্যায়ে আসতে হয়েছে । আপনার জন্য আমি সেই মানুষটি হতে চেয়েছি যে আপনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেখাবে কীভাবে আপনি ঘরে বসেই আয় করবেন এবং নিজের ভাগ্য বদলাবেন । চেষ্টা করলে মানুষ কী না পারে করতে । সেখানে আপনি কেন পারবেন না? চলুন , আমরা একসাথে নিজেদের দক্ষ করে তুলি এবং ঘরে বসেই আয় করি ।

click on these



সমাপ্ত

ঘরে বসে ফিল্যাণ্ডিং কোর্স →